বেউল্‌ফ

বাংলাবুক পরিবেশিত

BEOWULF

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : নীতিশ মুখোপাধ্যায়

মুদ্রক : রামকৃষ্ণ সারদা প্রেস ১২ বিনোদ সাহা লেন কলকাতা-৭০০ ০০৬
প্রকাশক : শ্রীচিন্ময় মজুমদার ৫৯/১বি পটুয়াটোলা লেন কলকাতা-৭০০ ০০৯

The Online Library of Bangla Books

প্রাচীন ইংরেজি মহাকাব্যের গল্প

বেউল্‌ফ

রূপান্তর
সুনীল সাহা

The Online Library of Bangla Books

'বেউল্ফ' ইংরেজি সাহিত্যে মহাকাব্য হিসেবে পরিচিত। ৩১৮৩ পঙক্তির এই কাব্য ওয়েস্ট-স্যাক্সন ভাষায় লিখিত। ঐতিহাসিক বিষয়-বস্তু নিয়ে যুগে যুগে রচিত এই লোকগাথা লিখিত মহাকাব্যের রূপ পায় অষ্টম শতাব্দীতে। রূপকথার গল্পের মতো শোনালেও এই কাব্যের রূপক তাৎপর্য মহাকাব্যিক গাম্ভীর্যে ভরা। দৈত্য গ্রেন্ডেল ও তার দানবী মাকে হত্যা করে নায়ক সমুদ্র-উপকূলের শৈত্য আর দুস্তর সাগরের বাধাকেই ধ্বংস করেছে। অগ্নিনিঃসারী দানব শীতের প্রতীক, নায়ক বেউল্ফ প্রতীক গ্রীষ্মের।

তবুও এ-কাব্যে প্রাচীন ইংরেজ ও উত্তর-জার্মানীর রাজ-আদর্শ প্রতিফলিত। যুদ্ধ ও শান্তির সময়কার রীতিনীতি, যুবকদের সামুদ্রিক অভিযান, শহর ও গোষ্ঠী-আবাস, চারণকবির গানে ঈশ্বর-বন্দনা, সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান, প্রাচীন ইংরেজদের চিন্তাধারা—সব-কিছু ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিধৃত। সেজন্যই এটা মহাকাব্য।

The Online Library of Bangla Books

The Online Library of Bangla Books

এক. রাজা শিফিং-এর পুত্রলাভ

অনেক—অনেক যুগ আগের কথা।

এক ছিল রাজা।

রাজার নাম শিলড শিফিং। রাজ্যের নাম ডেনমার্ক। দেশটি হচ্ছে উত্তর মহাসাগরের তীরে। রাজধানী সিল্যাণ্ড দ্বীপে।

ডেনমার্কের অধিবাসীরা শিলড জাতির লোক। তারা বড় বড় বর্শা দিয়ে যুদ্ধ করত। খুব বীর। আর এদের রাজা শিফিং ছিলেন প্রচণ্ড পরাক্রমশালী।

সমুদ্রের ওপার থেকে অন্য দেশের লোকেরা আক্রমণ করত ডেনমার্ক। অনেক—অনেকবার করেছে। রাজা শিফিং প্রত্যেকবার তাদের হারিয়ে দিয়েছেন। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরা আর বীর সৈনিকেরা রাজাকে ভয় করত, সমীহ করত। প্রতিবেশী রাজ্যের বিভিন্ন গোষ্ঠী, নানা দ্বীপের অধিবাসীরা রাজা শিফিং-এর আনুগত্য স্বীকার করেছিল। তারা তাঁকে নিয়মিত রাজকর দিত।

ধন-দৌলতের অভাব নেই রাজার। কিন্তু রাজার মনে বড় দুঃখ—তাঁর কোন সন্তান নেই। দিনে দিনে রাজা বুড়ো হতে চলেছেন। প্রজারাও চিন্তিত—তাদের নেতৃত্ব দেবার মতো কোন রাজপুত্র নেই রাজার ঘরে।

রাজার দুর্ভাবনার অন্ত নেই। ঈশ্বরের কাছে তিনি নিয়মিত প্রার্থনা করেন, রানীর কোল আলো করে একটি পুত্র সন্তান যেন ঘরে আসে।

শেষ পর্যন্ত রাজা শিফিং-এর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনায় সাড়া দিলেন। রানীর একটি ছেলে হল। রাজা তার নাম দিলেন বেউল্‌ফ।

দিনে দিনে বেড়ে ওঠে রাজপুত্র বেউল্‌ফ। তারপর একদিন সে হয়ে উঠল এক বলিষ্ঠ যুবক। অস্ত্র-চালনায় দারুণ পটু। যুদ্ধবিদ্যায়

পারদর্শী। সমস্ত স্ক্যান্‌ডিনেভীয় দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ল তার বীরত্বের কাহিনী। নানা দেশ সে জয় করল, আর নিয়ে এল অপরিমিত ধনরত্ন। পিতার রাজকোষ ভরে উঠল !

প্রজারাও ছিল রাজা শিফিং-এর শক্তির বড় উৎস। রাজার কোন বিপদ ঘটলে প্রজারা তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়। কোন প্রতিবেশী রাজা সাগর পেরিয়ে ডেনমার্ক আক্রমণ করলে প্রজারা রাজা শিফিং-এর হয়ে যুদ্ধ করে। এমনি করেই রাজার দিন সুখে কাটে।

ক্রমে রাজা বুড়ো হলেন। একদিন তাঁর মৃত্যু হল। রাজার প্রিয় যোদ্ধারা তাঁর মৃতদেহ সমুদ্রের তীরে বয়ে নিয়ে গেল। একটা জাহাজে মৃত রাজাকে শুইয়ে দিল। জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করা হল। রাজার মৃতদেহের পাশে ওরা রাখল তাঁর তলোয়ার, বর্ম আর বর্শা। মৃত রাজাকে পরানো হল বহুমূল্য পোশাক আর মণিমুক্তো-বসানো অলঙ্কার। যোদ্ধারা জাহাজের মাস্তুলে একটা সোনালী পতাকা বেঁধে দিল। তারপর জাহাজটিকে ভাসিয়ে দেওয়া হল গভীর সমুদ্রে। ঢেউয়ের দোলায় আর বিপুল সাগরের দুর্বার স্রোতে ভেসে সে-জাহাজ দূরে, বহুদূরে—সম্ভবত জীবিত মানুষের পৃথিবীর বাইরের কোন দেশে চলে গেল !

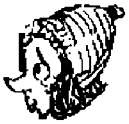

দুই· হেওরট-প্রাসাদ নির্মাণ

রাজা শিফিং-এর মৃত্যুর পর শিলড জাতির রাজা হলেন বেউল্‌ফ ! ডেনমার্কের ইতিহাসে তিনি প্রথম বেউল্‌ফ নামে পরিচিত। তিনি প্রজাদের বড় প্রিয় ছিলেন। তাঁর বীরত্বের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল।

রাজা বেউল্‌ফের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র হিয়াল্‌ফডেন হলেন শিলড জাতির রাজা। পরিণত বয়সে তিনি হয়ে উঠলেন একজন কুশলী যোদ্ধা। তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন তাঁর সুশাসনে প্রজারা খুব শান্তিতে বাস করত।

রাজা হিয়াল্‌ফডেনের তিন ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলেদের

নাম হেওরোগার, হ্রুদগার ও হাল্‌গা। আর মেয়ের নাম সিগেনিও। সিগেনিও ছিল সুইডেনের শিলফিং-বংশের রাজা ওনেলার রানী।

রাজপুত্রদের মধ্যে মেজো কুমার হ্রুদগার বীরত্বে, যুদ্ধ-পটুতায় বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। দেশবাসী সানন্দে তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিল হ্রুদগার রাজা হলেন। অন্য দুই ভাইও বীর। তারা রইলেন হ্রুদগারের সঙ্গী, পরামর্শদাতা হয়ে।

রাজা হ্রুদগার পরিকল্পনা করলেন এক বিশাল প্রাসাদ নির্মাণের। তার মধ্যে থাকবে এক বিরাট হলঘর। সেটা হবে একটা গোষ্ঠী-আবাস রাজ্যের বাছা বাছা বীর, জ্ঞানবৃদ্ধ আর অমাত্যরা সেখানে বাস করবে। তারা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে। রাতে সবাই সেই হলে ঘুমুবে। রাজা মনস্থ করেছেন, ঈশ্বর তাঁকে যে-সম্পদ দিয়েছেন তা তিনি হলঘরের বাসিন্দা ও রাজ্যের গৃহস্থ প্রজাদের নিয়ে একত্রে ভোগ করবেন।

রাজা প্রাসাদ নির্মাণের পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর আদেশে দেশবিদেশ থেকে অনেক কারিগর আনা হল। তারা অনেক অনেক দিন পরিশ্রম করে তৈরি করল এক সুদৃঢ় প্রাসাদ। চূড়াটি খুব উঁচু। বাইরের দেওয়াল তিনকোনা। ঢালু ছাদ সাজানো হল হরিণের শিঙ দিয়ে। প্রাসাদের ভিতরে অনেক কারুকার্য। আগুনের শিখা বা সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ে এই প্রাসাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। হ্রুদগার পৃথিবীর এই বৃহত্তম প্রাসাদের নাম দিলেন হেওরট।

রাজা হ্রুদগার কথা রেখেছেন। হেওরটের মধ্যে তিনি একটা বিরাট হলঘর তৈরি করিয়েছেন—সেটা হল শিলড জাতির যোদ্ধা আর অমাত্যদের বাসস্থান। ভোজের সময় রাজা তাদের মণিমুক্তোর হার আর ধনদৌলত উপহার দিতেন। তখন চারণ কবি বীণা বাজিয়ে গান ধরত। সে গানের বিষয় বিশ্ব-সৃষ্টির কাহিনী— কিভাবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন সমুদ্র-বেষ্টিত এই পৃথিবী। সেই পৃথিবীকে আলোকিত করতে তিনি সৃষ্টি করলেন সূর্য ও চন্দ্র। পৃথিবী সাজালেন গাছ, ফুল, লতাপাতা দিয়ে। ঈশ্বরের সর্বশেষ সৃষ্টি মানুষ আর অন্যান্য জীব।

তিন. হেওরটে দৈত্যের আবির্ভাব

শিলড জাতির যোদ্ধারা আনন্দ আর প্রাচুর্যের মধ্যেই হেওরটে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু নরকের এক দৈত্য হ্রুদগারের প্রজাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল। এই দৈত্যের নাম গ্রেনডেল। সে বাস করত ডেনমার্কের কোন-এক জলাভূমিতে। হেওরটের ভোজের উৎসবের কোলাহল আর চারণকবির ঈশ্বরস্তুতি কানে আসতেই তার মন ঈর্ষায় ভরে উঠত।

ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে রক্ষা পেতে গ্রেনডেল কিছুকাল সামুদ্রিক দৈত্যদের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। অতি প্রাচীনকালে এবেলকে হত্যা করে কেইনের বংশের প্রতি শয়তান যে-অবিচার করেছিল সেজন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাকে মনুষ্য-আবাস থেকে নির্বাসিত করেন। এভাবেই ঈশ্বর তার পাপের শাস্তি দিয়েছিলেন তখন থেকেই দৈত্য-দানা, ভূত-প্রেত, রাক্ষস-খোক্কস, সামুদ্রিক দানব ঝাঁকে ঝাঁকে গজিয়ে উঠে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে। সেজন্য ঈশ্বরও এদের জন্য যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন।

একদিন রাতে গ্রেনডেল হানা দিল হেওরটের হলঘরে। সে লক্ষ্য রাখতে লাগল বীর যোদ্ধারা কখন মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে।

সে দেখল—হলঘরে একদল গোষ্ঠীপতি ভোজের শেষে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের মুখমণ্ডলে নিরুদ্বেগ শান্তি—তাতে নেই কোন দুঃখ বা বেদনার ছাপ গ্রেনডেল চুপি চুপি হলঘরে ঢুকে পড়ল। ত্রিশজন অভিজাত ব্যক্তিকে হত্যা করে সে তাদের তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল জলাভূমিতে—তার বাড়িতে।

পরদিন সকালবেলায় প্রজাদের কাছে প্রকাশ পেল গ্রেনডেলের এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড। কালরাতে আনন্দ-উচ্ছল নৈশভোজ। তার পর সকালবেলায় হলঘরে উঠল কান্নার রোল। সঙ্গীদের মৃত্যুতে রাজা শোকে মুহ্যমান। কর্মচারীরা দৈত্যের পায়ের ছাপ দেখতে

গেল। মধ্যরাতে হলঘরে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে। পায়ের ছাপ দেখে বোঝা গেল—সে যুদ্ধ ছিল দীর্ঘস্থায়ী।

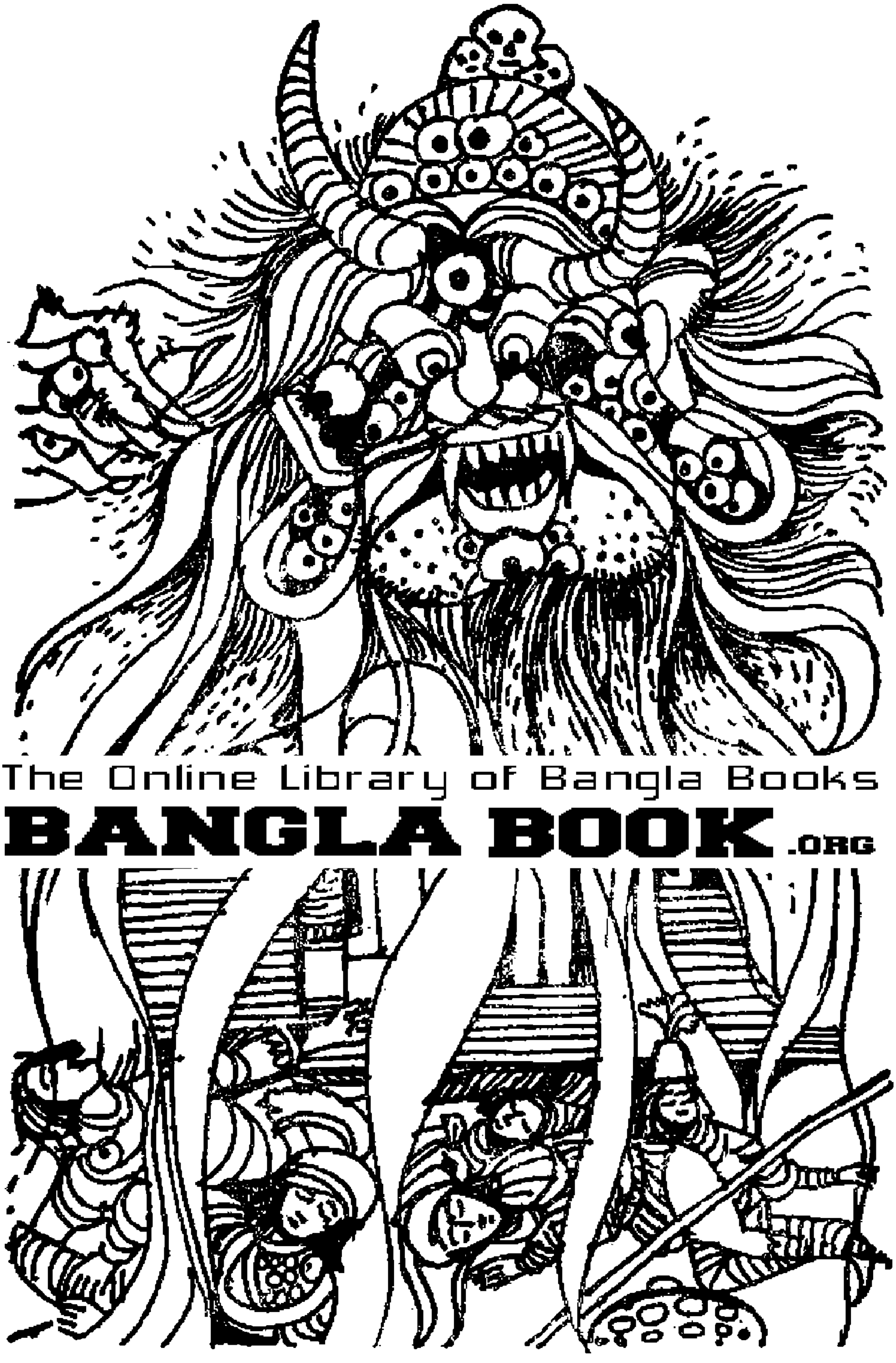

The Online Library of Bangla Books

এক রাত্রির বিরতির পর দৈত্য আবার মধ্যরাতে হানা দিল হেওরটে। এবারে সে হত্যা করল আরও অনেক রাজপুরুষ। তারপর

সে নিহত ব্যক্তিদের নিয়ে চলে গেল তার বাসস্থানে। এভাবে এক বছর ধরে চলল রাজা হ্রুদগারের বিরুদ্ধে গ্রেনডেলের যুদ্ধ। হেওরট জনশূন্য হয়ে পড়ল।

ডেনমার্কের রাজা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এক ভয়ঙ্কর দৈত্যের আক্রমণে তাঁর রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নিহত হয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছেন। হ্রুদগার শিলড জাতির রক্ষক। অথচ এই ভয়ঙ্কর দৈত্যের কবল থেকে প্রজাদের তিনি রক্ষা করতে পারছেন না।

আসলে দৈত্যের আক্রমণ ঘটে মধ্যরাত্রিতে, অতর্কিতে—লোকচক্ষুর আড়ালে।

ডেনমার্কের এই বিপদের কাহিনী নিয়ে গান রচিত হল। সে গানের ভাষা মর্মস্পর্শী। গানে প্রকাশ পেল—গ্রেনডেল দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ করছে রাজা হ্রুদগারের বিরুদ্ধে। শিলড জাতির প্রতি তার ঘৃণা তীব্র। ডেনদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনে সে অনিচ্ছুক। ধনদৌলতের বিনিময়েও সে শত্রুতা বন্ধ করবে না।

রাজার উপদেষ্টারা চেষ্টা করেও কোন সমাধান খুঁজে পেল না। দৈত্য কোন মীমাংসায় আসতে রাজি নয়। শিলড জাতিকে ধ্বংস করতে সে বদ্ধপরিকর। যুবক ও বৃদ্ধ সকলের প্রতিই তার সমান ঘৃণা। তাই সে নানাভাবে ষড়যন্ত্র করে চলল।

অনেক রাতে সে কুয়াশাচ্ছন্ন জলাভূমি অধিকার করে থাকত। কিন্তু কোথায় কখন সে ঘোরাফেরা করে তা কেউ জানত না।

মাঝে-মাঝেই হেওরটে হানা দিয়ে সে হত্যাকাণ্ড ঘটাত অনেক অন্ধকার রাতে সে হেওরটেই ঘুমিয়ে কাটাত। কিন্তু রাজা হ্রুদগারের কক্ষে সে ঢুকতে সাহস পেত না। কারণ গ্রেনডেল সবসময় ঈশ্বরের ভয়ে আতঙ্কিত। তার বিশ্বাস—রাজাকে হত্যা করলে ঈশ্বরের রোষ তার উপর নেমে আসবে। তখন তাকে হয়ত চরম শাস্তি পেতে হবে।

এদিকে রাজা মন্ত্রণায় বসলেন সভাসদদের নিয়ে। দৈত্য অতর্কিতে আক্রমণ করলে সেনাবাহিনী কিভাবে তার মোকাবিলা করবে, এটাই ছিল আলোচ্য বিষয়।

মাঝে মাঝে সভাসদেরা গিয়ে দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাত, 'হে ভগবান, আমাদের দৈত্যের হাত থেকে বাঁচাও।' শেষ পর্যন্ত তারা দেবতার কাছে পশুবলি মানত করল। শিলড জাতির লোকেরা ছিল পৌত্তলিক।

চার- বেউল্‌ফের আগমন

রাজা হ্রদগার দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। ঋষিতুল্য এই বীর মনের দুঃখ চেপে রাখতে পারছেন না দৈত্যের এই দীর্ঘস্থায়ী ঘৃণ্য শত্রুতা আর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের ফলে জনজীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয়। রাতের বিভীষিকায় রাজা বিমূঢ়, অসহায়।

দক্ষিণ-সুইডেনের অন্তর্গত জিট রাজ্যের রাজা হিগেলাক। তাঁর অমাত্য ছিলেন জিট জাতির একজন যোদ্ধা। প্রকৃতপক্ষে তিনি রাজা হিগেলাকের ভাগ্নে জিট জাতির ইতিহাসে তিনি দ্বিতীয় বেউল্‌ফ নামে খ্যাত।

সে-যুগে বীরত্বে মহত্ত্বে আর প্রতিভায় বেউল্‌ফ ছিলেন সকলের সেরা। সমুদ্র-অভিযান আর নৌ-চালনায় তিনি ছিলেন দক্ষ। হেওরটে গ্রেন্‌ডেল যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল সে-খবর জিট রাজ্যে পৌঁছেছিল।

বেউল্‌ফ দেশবাসীকে আদেশ দিলেন—তাঁর জন্য একটি বড় জাহাজ তৈরি করতে। তিনি ঐ জাহাজে করে সি-ল্যাণ্ড দ্বীপে রাজা বীর হ্রদগারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন। কারণ দৈত্যের কবল থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য হ্রদগারের প্রয়োজন বাইরের সাহায্যের। জিট জাতির জ্ঞানী-গুণী লোকেরা বেউল্‌ফকে এই অভিযানে রওনা হতে সম্মতি দিলেন কারণ তাঁরা গণনা করে বুঝেছিলেন, ঐ অশুভ শক্তি মানবজাতির অকল্যাণ ডেকে আনছে।

জাহাজ তৈরি হয়ে গেল। বেউল্‌ফ জিট জাতির সেরা যোদ্ধাদের সঙ্গী হিসেবে বেছে নিলেন। সংখ্যায় চোদ্দ জন। তিনি যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রের উপকূলের দিকে রওনা হলেন।

জাহাজ সমুদ্রে নামানো হল। যোদ্ধারা তাঁদের বর্ম, শিরস্ত্রাণ, তরোয়াল ও যুদ্ধের নানা সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে জাহাজ বোঝাই করল। তারপর সবাই মিলে জাহাজটিকে সবেগে ঠেলে দিল গভীর সমুদ্রের

দিকে। খাড়া পাহাড়ের নিচে একটা নৌকো বাঁধা ছিল। যোদ্ধারা ঐ নৌকোতে করে জাহাজে পৌঁছল।

ক্রমে জাহাজের পালে লাগল হাওয়া। উত্তাল সমুদ্রের অসংখ্য ঢেউয়ের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল জাহাজটি পাখির মতো ডানা মেলে। চব্বিশ ঘণ্টা পর সি-ল্যাণ্ড দ্বীপটি দেখা গেল ঐ দ্বীপের তীরভূমি খাড়া পাহাড়, অন্তরীপ আর খাড়িতে ভরা। জিট যোদ্ধারা জাহাজ নোঙ্গর করে দ্বীপে নেমে পড়ল। তাদের দেহের বর্ম ঝনঝন করে উঠল। সমুদ্র-যাত্রা নির্বিঘ্নে শেষ হওয়ায় তারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে নতজানু হয়ে ধন্যবাদ জানাল।

রাজধানীর উপকূলভাগ পাহারা দিত একজন রক্ষী। সে খাড়া পাহাড়ের চূড়া থেকে লৌহবর্মে আচ্ছাদিত জিট যোদ্ধাদের দেখতে পেল। হাতে চকচকে ঢাল আর বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র। সে রাজার কাছে এই যোদ্ধাদের উপস্থিতির খবর পাঠাল। সঙ্গে সঙ্গে রাজা হ্রদগারের অমাত্য ঘোড়ায় চড়ে ছুটে এলেন সমুদ্রতীরে হাতের বর্শাটা ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কোন্ দেশের যোদ্ধা? লৌহবর্ম পরে, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এত বড় জাহাজ নিয়ে উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আপনারা এদেশে এসেছেন কেন? শুনুন, আমি এই উপকূলে রাজার প্রতিভূ। এই উপকূলভাগে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি—যাতে কোন শত্রুদল এই দ্বীপ আক্রমণ করতে না-পারে। আগে কোন সেনাদল এত প্রকাশ্যে এদেশে প্রবেশ করেনি। আপনারা কি আমার দেশবাসীর অনুমতি নিয়ে এদেশে প্রবেশ করেছেন? আপনাদের দলে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত একজন মহাবীরকে দেখতে পাচ্ছি। এমন ব্যক্তিত্বময়, তেজোদ্দীপ্ত আকৃতি আমি পূর্বে কোন যোদ্ধার মধ্যে দেখিনি। আমি নিশ্চিত, তিনি সাধারণ সৈনিক নন। গুপ্তভাবে রাজধানীর ভেতরে ঢোকার আগে আমি আপনাদের পরিচয় জানতে চাই। হে দূর দেশের অধিবাসী, সাগরের অভিযাত্রী, আমার কথা নিশ্চয়ই মন দিয়ে শুনেছেন। উত্তর দিন, কোন্ দেশ থেকে আপনারা এসেছেন?'

জিট যোদ্ধাদলের নেতা বেউল্ফ উত্তর দিলেন, 'আমরা জিট জাতির লোক—রাজা হিগেলাকের পরিবারভুক্ত। আমরা দক্ষিণ-সুইডেনের অধিবাসী। আমার পিতা ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত মহান রাজা এগথিও। মৃত্যুর পূর্বে বহু বৎসর ধরে এ-পৃথিবী ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। বৃদ্ধ বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেছেন। পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ

আজও তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। আমরা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আপনাদের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। কিভাবে আপনাদের প্রজারঞ্জক রাজার সঙ্গে দেখা করতে পারি অনুগ্রহ করে সেই কথা বলুন। বিখ্যাত ডেন নৃপতির কাছে আমরা এক বার্তা নিয়ে এসেছি। এখানে আমাদের আসার উদ্দেশ্য আমরা তাঁর কাছে গোপন করব না আমরা খবর পেয়েছি, এক গোপন শত্রু রাতের অন্ধকারে শিলড জাতির প্রতি বিদ্বেষবশত বীরপুরুষদের হত্যা করে দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। আমি রাজা হ্রুদগারকে খোলা মনে সাহায্য দিতে চাই, যাতে তিনি এই শত্রুকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করতে পারেন।'

হ্রুদগারের অমাত্য উত্তর দিল, 'আপনারা তাহলে শিলড জাতির রাজার কাছে এসেছেন, তাকে বন্ধুভাবে সাহায্য করতে? বেশ, আপনারা অগ্রসর হোন—আমি আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমার সৈন্যদের সমুদ্রতীরে পাঠাব আপনাদের জাহাজ পাহারা দিতে, যাতে শত্রুরা ঐ নতুন জাহাজের কোন ক্ষতি করতে না পারে। এই জাহাজে করেই আপনারা আবার জিট দেশে ফিরে যাবেন, কারণ জিট-বীরেরা যুদ্ধশেষে অক্ষত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসতে অভ্যস্ত। জয় তাদের হবেই।'

পাঁচ. হেওরটের দিকে বেউল্ফ

জাহাজ সমুদ্রতীরে নোঙ্গর করে রাখা হল। যোদ্ধারা হেওরটের দিকে যাত্রা করল। তাদের স্বর্ণখচিত লৌহবর্মে শূকরের মূর্তি খোদাই করা। দ্রুত পদক্ষেপে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই তারা রাজপ্রাসাদ দেখতে পেল। সুউন্নত, স্বর্ণ-ভূষিত এই স্বর্গীয় অট্টালিকা মর্ত্যের মানুষের আবাস। আর এর মধ্যেই রয়েছে রাজা হ্রুদগারের সিংহাসন।

রাজার অশ্বারোহী অমাত্যটি দূর থেকে নবাগত যোদ্ধাদের হেওরট প্রাসাদ দেখিয়ে দিল এবারে বিদেশী যোদ্ধারা সহজেই সেখানে উপস্থিত হতে পারবে। সে বলল, 'আপনারা এগোন। আমি

সমুদ্রতীরে যাচ্ছি। উপকূলে পাহারা না দিলে শত্রুর দল যে-কোন সময় আমাদের দেশ আক্রমণ করতে পারে। বিদায়!'

হেওরট প্রাসাদে যাবার পথটি নানা রঙের পাথরে বাঁধানো। জিট যোদ্ধারা একত্রে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। গায়ে সোনার কারুকার্য-করা বর্ম সূর্যের কিরণে ঝিকমিক করছে। বর্মের মধ্যে আঁটা লোহার বলয়গুলো তাদের চলার ছন্দে ঝনঝন করে বাজছে।

প্রাসাদের প্রবেশমুখে ক্লান্ত যোদ্ধারা ঢাল, তরোয়াল, বর্শা দেওয়ালে ঠেকিয়ে রাখল। তারপর সেখানকার বেঞ্চিতে তারা বসে পড়ল। গায়ের বর্মগুলো ঝনঝন করে বেজে উঠল।

প্রাসাদের একজন যোদ্ধা তাদের দেখতে পেল—ওয়েনডেল বংশের বীর উল্‌ফগার। সে খুব দ্রুত জিট যোদ্ধাদের কাছে চলে এল।

বেউল্‌ফ উল্‌ফগারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার পরিচয়?'

উলফগার বলল, 'আমি রাজা হ্রুদগারের দূত ও ঘোষক। আমার নাম উল্‌ফগার।'

বেউল্‌ফ। আমরা হেওরটে প্রবেশের অনুমতি চাই। রাজার সঙ্গে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

উল্‌ফগার। এত ঢাল-তরোয়াল, বর্ম, শিরস্ত্রাণ আর স্তূপীকৃত বর্শা নিয়ে আপনারা কোন্‌ দেশ থেকে এসেছেন? আপনাদের চেহারা আর কথাবার্তায় বীরত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। আশা করি, আপনারা কোন গোপন ষড়যন্ত্রকারী নন। আপনারা নিশ্চয়ই রাজা হ্রুদগারের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ কামনা করেন?

বেউল্‌ফ। আমরা দক্ষিণ সুইডেন থেকে এসেছি। আমাদের রাজার নাম হিগেলাক। আমরা জিটরাজের অনুচর। আমার নাম বেউল্‌ফ। রাজা হ্রুদগার অনুমতি দিলে আমি তাঁকে অভিবাদন করে একটি জরুরী বার্তা জানাব।

উল্‌ফগার। মহামান্য বেউল্‌ফ, রাজা হ্রুদগারের কাছে আমি আপনাদের অভিপ্রায় যথাযথভাবে ব্যক্ত করব। তাঁর অভিমত আমি আপনাদের অবিলম্বে জানাব।

উল্‌ফগার রাজা হ্রুদগারের সামনে উপস্থিত হয়ে কুর্নিশ করে দাঁড়াল। বৃদ্ধ পক্ককেশ রাজা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন। সে রাজাকে বলল, 'জিট জাতির যোদ্ধারা বহু দূর দেশ থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ওদের নেতা বেউল্‌ফ। এঁরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। আশা করি আপনি তাঁদের

বিমুখ করবেন না। যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত এই দলটি সম্ভ্রান্ত বংশের লোকদের নিয়ে তৈরি এবং শ্রদ্ধার যোগ্য। যিনি এঁদের পরিচালনা করে নিয়ে এসেছেন তিনি একজন মহাবীর।'

The Online Library of Bangla Books

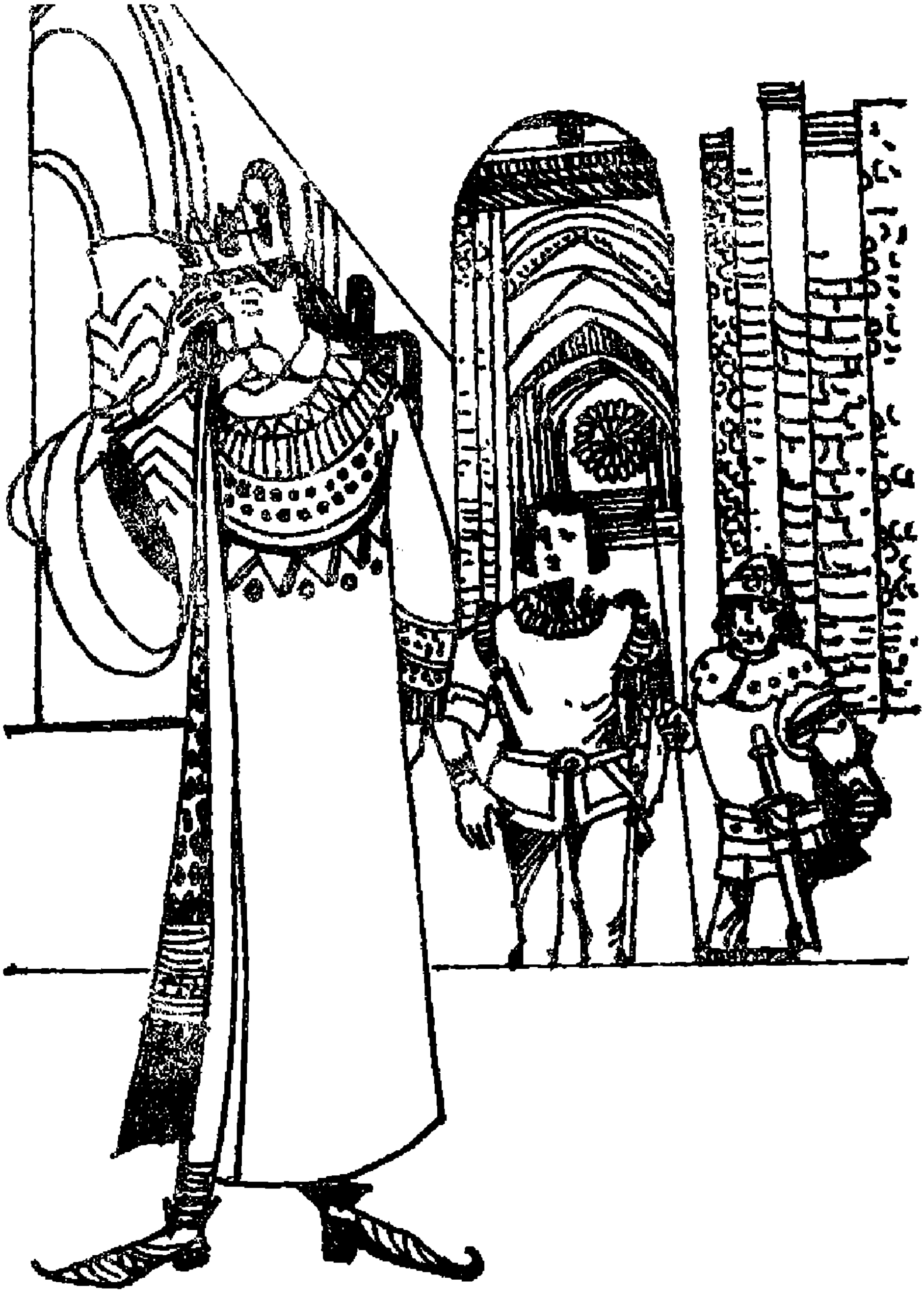

রাজা হ্রদগার উত্তরে বললেন, 'বেউল্‌ফ যখন যুবক ছিল তখন থেকেই আমি তাকে চিনি। তার পিতার নাম এগথিও—যাঁর সঙ্গে জিটরাজ হ্রিদেল তাঁর একমাত্র কন্যার বিয়ে দিয়েছিলেন। আজ তাঁরই বীরপুত্র এসেছে আমার বন্ধুত্ব কামনা করে। এর আগে যে-সমস্ত নাবিক জিটরাজের কাছ থেকে মূল্যবান উপহার এনেছে তারা আমাকে বলেছে—যুদ্ধে অপরাজেয় বেউল্‌ফের হাতের কব্জিতে ত্রিশজন যোদ্ধার বল। ঈশ্বর বোধ হয় করুণাবশত গ্রেনডেলের মতো দানবকে ধ্বংস করার জন্যই বেউল্‌ফকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। ওর বীরত্বের জন্য আমি ওকে পুরস্কৃত করব। যাও, অতিথিদের সবাইকে দ্রুত এখানে নিয়ে এস। তাদের বল, ডেনমার্কে আমি ওদের স্বাগত জানাচ্ছি।'

ছয়. রাজা হ্রদগারের সঙ্গে বেউল্‌ফের সাক্ষাৎ

রাজার দূত উল্‌ফগার রাজা হ্রদগারের নির্দেশে তেওরট হল পেরিয়ে প্রাসাদের প্রবেশ-পথে চলে গেল। তারপর বিনীতভাবে বেউল্‌ফকে সম্বোধন করে বলল, 'হে বীর যোদ্ধা, পূর্ব ও পশ্চিম ডেনের অধীশ্বর আপনার বংশ-পরিচয় জানেন। তিনি রাজপ্রাসাদে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছেন। আপনারা চলুন। আমি আপনাদের পথ দেখিয়ে রাজার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

বেউল্‌ফ। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমরা শিরস্ত্রাণ ও বর্ম খুলে নিই শিরস্ত্রাণ পরে তো রাজার সামনে উপস্থিত হওয়া যায় না! তাছাড়া আমাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো খোলা জায়গায় ফেলে রাখা যাবে না।

উল্‌ফগার। না, বর্ম আর শিরস্ত্রাণ আপনাদের খুলতে হবে না। আপনারা রাজার নিজের অতিথি। ওগুলো পরেই রাজার কাছে আপনাদের যাবার অনুমতি আছে। আপনারা যতক্ষণ কথাবার্তা বলবেন তখন আপনাদের অস্ত্রশস্ত্র এখানে থাকতে পারে।

বেউল্‌ফ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি চারজন যোদ্ধাকে আদেশ দিলেন অস্ত্রশস্ত্র পাহারা দিতে। তারা বেউল্‌ফের কথামতো অস্ত্রশস্ত্র

ঘিরে বসে রইল। বাকি দশজনকে সঙ্গে নিয়ে বেউল্‌ফ হেওরটে প্রবেশ করলেন।

রাজা হ্রদগারের সামনে উপস্থিত হয়ে বেউল্‌ফ কুনিশ করে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি রাজাকে সম্বোধন করে বললেন, 'প্রণাম মহামান্য রাজা হ্রদগার! আমি রাজা হিগেলাকের আত্মীয় ও অমাত্য। যৌবনে অনেক দুঃসাহসিক কাজ করেছি। গ্রেন্‌ডেলের কার্যকলাপ আমার দেশবাসীর কানে পৌঁছেছে। নাবিকেরা বলাবলি করে—রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এলে হেওরট দৈত্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়। দানব গ্রেন্‌ডেল যোদ্ধাদের হত্যা করে। শুনেছি, এ প্রাসাদ নাকি জনশূন্য হতে চলেছে। যোদ্ধারা এখানে সুখী নয়। আমার দেশের জ্ঞানী ব্যক্তিরা আমাকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আমার দৈহিক শক্তির জন্য আমি দেশবাসীর আস্থাভাজন। তারা দেখেছে—যুদ্ধক্ষেত্রে আমি শত্রুকে কিভাবে পরাস্ত করি, দৈত্যদেরও কিভাবে আমি শায়েস্তা করি। মহাসমুদ্রের যেসব দৈত্য জিট জাতির উপর উপদ্রব করেছে আমি তাদের হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছি। এবারে আমি একা গ্রেন্‌ডেলের সঙ্গে লড়াই করতে চাই। হে শিলড জাতির রক্ষক, আপনি আমাকে গ্রেন্‌ডেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করবেন না আমি সদলে এই দূরদেশে এসেছি হেওরট শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করব বলে আমি বাইরের কোন সাহায্য নেব না। তাছাড়া শুনেছি, গ্রেন্‌ডেল নাকি কোন অস্ত্রই গ্রাহ্য করে না আমিও গ্রেন্‌ডেলের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় কোন অস্ত্রেরই সাহায্য নেব না। এমন কি কোন তরবারি, ঢাল বা কোন বর্ম ব্যবহার করব না। আমার প্রভু রাজা হিগেলাক যেন আমার প্রতি সদয় থাকেন।

'গ্রেন্‌ডেল ইচ্ছা করলে বা সুবিধা পেলে যুদ্ধের সময় জিট যোদ্ধাদের ভক্ষণ করতে পারে। এ দেশের সেরা বীরদের সে তো এভাবেই গ্রাস করেছে। হে মহামান্য রাজা, আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করবেন না। আমার মৃত্যু ঘটলে আমার দেহ গ্রেন্‌ডেলের রক্তে সিক্ত হবে। তখন সে আমার রক্তাক্ত মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাবে তার আস্তানায়। তারপর সে আমাকে ভক্ষণ করবে। তখন তার জলাভূমির গুহা আমার রক্তে কলঙ্কিত হবে।

'আমার মৃত্যু হলে অনুগ্রহ করে আমার যুদ্ধাস্ত্র আর বর্ম রাজা হিগেলাকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। ওগুলো দেশে মাতামহ হ্রিদেলের

কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া—তৈরি করেছিলেন দেবতুল্য কারিগর ওয়েল্যান্ড। ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই।'

তখন শিলড-রাজ হ্রুদগার বেউল্‌ফকে বললেন, 'প্রিয় সুহৃদ বেউল্‌ফ, তোমাকে আর তোমার সঙ্গীদের আমি সর্বান্তঃকরণে আমার রাজ্যে স্বাগত জানাচ্ছি। তুমি যে কর্তব্যের খাতিরেই আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছ, সেটা তোমার অনুগ্রহ। একদা তোমার পিতৃদেব বিরাট এক পারিবারিক দ্বন্দ্বে জয়ী হয়েছিলেন। তিনি উলফি বংশের বীর হিথোলাফকে নিহত করেছিলেন। এর ফলে জিট জাতির লোকেরা উলফি বংশের শত্রুতার ভয়ে তোমার পিতাকে রাজ্যে প্রবেশ করতে দেয়নি। তখন তিনি দক্ষিণ ডেনমার্কে শিলড জাতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। আমি তখন যুবক—সবেমাত্র ডেনমার্কের শাসক হয়েছি। অর্থের বিনিময়ে আমি তোমার পিতার পারিবারিক দ্বন্দ্বের সমাধান করে দিয়েছিলাম উলফিদের কাছে অনেক সম্পদ উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলাম। আর তারাও জিট জাতির বিরুদ্ধে শত্রুতা ত্যাগ করবে বলে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

'শত্রু যদি মনুষ্য সমাজের কেউ হয় তবে সে যত বড় বীর হোক না কেন, তাকে পরাস্ত করার মতো শক্তি আমার আছে। কিন্তু শত্রু যদি কোন খল দৈত্য হয়, বা সে যদি সম্মুখ থেকে আক্রমণ না করে রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে ঘুমন্ত প্রজাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে তার সঙ্গে এঁটে ওঠা বড় শক্ত। দৈত্য গ্রেন্‌ডেল এরকম এক শত্রু। হেওরট প্রাসাদে সে যথেচ্ছ অত্যাচার চালাচ্ছে। আমার সেরা যোদ্ধাদের সে নির্বিচারে হত্যা করেছে। আজ আমার দেশ প্রায় বীরশূন্য।

'আমার যোদ্ধারা পান-ভোজনের সময় গর্বের সঙ্গে বলে—শাণিত অস্ত্র দিয়ে তারা গ্রেন্‌ডেলের আক্রমণ প্রতিহত করবেই। কিন্তু সকালবেলায় হেওরটে দেখা যায় সেই সব যোদ্ধাদের রক্তাক্ত মৃতদেহ। প্রাসাদের মেঝের ওপর রক্তগঙ্গা বইছে।

'আমার সমস্যা আর বিপদ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেলে। এখন তোমরা ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। অনুগ্রহ করে ভোজসভায় আসন গ্রহণ কর। পান-ভোজনের পরে তোমাদের পরিকল্পনা আমাকে অকপটে জানাতে পারবে।'

তখন প্রাসাদের খাবার ঘরে একটি বিশেষ টেবিল সাজানো হল

জিট যোদ্ধারা সেই টেবিলের চারপাশে বসল। রাজভৃত্যেরা তাদের খাবার ও মদ্য পরিবেশন করল। একজন চারণ কবি বীণা বাজিয়ে গান ধরল, শিলড ও জিট যোদ্ধাদের আনন্দ উপচে পড়তে লাগল।

সাত. বেউল্‌ফকে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা

কোন যুগেই ঈর্ষাকাতর লোকের অভাব নেই সমাজে কিছু লোক সর্বদাই দেখা যায় যারা প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত থাকে। আর সেজন্যই বীরপুরুষ বা প্রতিভাধর ব্যক্তিদের সম্বন্ধে মিথ্যা কাহিনী রচনা করে। প্রাচীন কালেও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

বেউল্‌ফ যখন সঙ্গীদের নিয়ে হেওরটে ভোজ খাচ্ছেন তখন রাজার একজন অনুচর হ্রদগারের কাছে বসেছিল নাম আনফারথ। ডেনমার্কে বেউল্‌ফের আগমনকে সে সুনজরে দেখেনি। বেউল্‌ফের প্রতি তার মন ছিল তিক্ততায় ভরা। তার ধারণা—সে নিজে একজন প্রচণ্ড যোদ্ধা এবং কোন দুঃসাহসিক কাজ সে ছাড়া আর-কেউ করতে পারবে না।

আনফারথ সকলের উপস্থিতিতে বেউল্‌ফকে হীন প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করল। ব্রেকার সঙ্গে বেউল্‌ফের সাঁতার প্রতিযোগিতার ঘটনা উল্লেখ করে সে এক আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসল। একবার বেউল্‌ফ নাকি ব্রেকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পুরস্কার লাভের আশায় সমুদ্রে সাঁতার কেটেছিল। বেউল্‌ফ সমুদ্রের ঢেউ অগ্রাহ্য করে সাতদিন অনবরত সাঁতার কাটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে নাকি ব্রেকার কাছে হেরে যায়। অষ্টম দিনে ব্রেকা সাঁতার কেটে হিদোরেমিসদের দেশে পৌঁছয়। সেখান থেকে সে তার নিজের দেশ ব্রনডিংস-এ চলে যায়। ব্রেকা ব্রনডিংসের রাজপদ পেয়েছিল।

তারপর আনফারথ বেউল্‌ফকে সম্বোধন করে বলল, ‘যদিও অনেক যুদ্ধে আপনি জয়ী হয়েছেন, কিন্তু হেওরটে গ্রেন্‌ডেলের মোকাবিলা করতে গেলে আপনার পৈতৃক প্রাণটি যাবে।’

বেউল্‌ফ এ-কথার প্রতিবাদ করলেন। তাঁর মতে আনফারথ

নিশ্চয়ই মদের ঘোরে রয়েছে। সেজন্য ব্রেকার সঙ্গে বেউল্‌ফের সাঁতার-প্রতিযোগিতার কাহিনী সে বিকৃতভাবে পরিবেশন করেছে। আসল ঘটনা হচ্ছে এই। অনেক দিন আগের কথা। বেউল্‌ফ তখন বালক। একবার তিনি ব্রেকার কাছে প্রস্তাব করলেন—তাঁরা দুজনে মহাসমুদ্রে সাঁতার কাটবেন তিমির আক্রমণ প্রতিহত করতে দুজনেই খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে সাঁতার আরম্ভ করলেন। ব্রেকা বেউল্‌ফকে ছাড়িয়ে যেতে পারছিল না, কারণ বেউল্‌ফ প্রচণ্ড বেগে সাঁতরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন পাঁচ রাত্রি ধরে দুজনে প্রায় সমান তালেই সাঁতার কেটেছেন। এমন সময় সমুদ্রে উঠল এক প্রচণ্ড ঝড়। পর্বতপ্রমাণ ঢেউ দিগন্ত অন্ধকার করে ফেলল। সমুদ্রের দৈত্যরা ঢেউয়ের নিচে ছুটোছুটি আরম্ভ করল তাদের দেহ লোহার বর্মে ঢাকা। হঠাৎ একটা দৈত্য বেউল্‌ফকে শক্ত মুঠিতে ধরে পাতালের দিকে নিয়ে যেতে লাগল তখন বেউল্‌ফ তরোয়াল ঢুকিয়ে দিল দৈত্যের হৃৎপিণ্ডে। দৈত্যের রক্তে লাল হয়ে উঠল সমুদ্রের জল।

বেউল্‌ফ যখন শত্রুর মুঠো থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন তখন তিনি ক্লান্ত—সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ফিনদের দেশে।

বেউল্‌ফ জানালেন—তরুণ বয়স থেকেই তিনি অনেক বীরত্বের কাজ করেছেন। দুষ্টের দমন তাঁর জীবনের ব্রত। ঈশ্বর-বিরোধী ও মানবসমাজের দুশমন দৈত্যেরা বারে বারে সমাজে নিয়ে এসেছে মহাশ্মশানের বিভীষিকা। বেউল্‌ফ অনেকবার দৈত্যদের ধ্বংস করে মানবসমাজকে বিপদ থেকে মুক্ত করেছেন। তাঁর ধারালো তরবারির কাছে দৈত্যেরা আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের মৃতদেহ সাগরের তীরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। অভিযাত্রী জাহাজের নাবিকেরা দৈত্যের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে।

আবার পূর্ব আকাশ থেকে এসেছে আলো—দেবতার প্রদীপের হাতছানি। ঢেউ শান্ত হয়েছে, বেউল্‌ফের দৃষ্টিতে পড়েছে সমুদ্রের অন্তরীপ। শক্তিমান অজেয় যোদ্ধার কাছে ভাগ্যদেবী বারেবারে পাঠিয়েছেন তাঁর করুণার অমৃত।

একবার বেউল্‌ফ তরবারির আঘাতে নয়টি সামুদ্রিক দৈত্যকে হত্যা করেছিলেন। রাত্রির অন্ধকারে এমন প্রচণ্ড যুদ্ধ পৃথিবীতে আর কখনও ঘটেনি। সাগরের অশান্ত স্রোতে আর-কোন মানুষ আগে এমন বিপর্যস্ত হয়নি।

ব্রেকা-র বীরত্বের যে-কাহিনী আনফারথ বর্ণনা করেছে, তা বেউল্‌ফ কখনও শোনেননি। তবে এ-কথা সবাই জানে—ব্রেকা বা আনফারথ কেউই যুদ্ধে বেউল্‌ফের মতো বীরত্ব দেখাতে পারেনি। আনফারথ একমাত্র বীরত্ব দেখিয়েছে নিজের ভাইকে হত্যা ক'রে। তার বুদ্ধি প্রখর হলেও ভ্রাতৃহত্যার অপরাধে তাকে নরকে যেতে হবে।

The Online Library of Bangla Books

বেউল্‌ফের বিশ্বাস—আনফারথ যদি সত্যিই একজন সাহসী

যোদ্ধা হত তবে গ্রেন্ডেলের মতো দৈত্য হেওরটে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড চালাতে পারত না। এই দৈত্য শিলডদের অস্ত্রকে ভয় করে না, কারণ ডেন-যোদ্ধারা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে ভয় পায়। সেই সুযোগে গ্রেন্ডেল হেওরটের প্রতিটি যোদ্ধাকে নির্বিচারে হত্যা করে যাচ্ছে।

আট. বেউল্ফের সংকল্প

বেউল্ফ সমবেত শিলড অমাত্যদের কাছে ঘোষণা করলেন—'শীগগিরই আমি গ্রেন্ডেলের যুদ্ধের পিপাসা মেটাব। জিট যোদ্ধাদের শক্তি, সাহস ও রণকৌশলে নিশ্চয়ই দৈত্যের মৃত্যু ঘটবে।'

শিলড-রাজ হ্রথগার বেউলফের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেলেন। তিনি বেউল্ফের সংকল্প জানতে পারলেন। সমবেত যোদ্ধা আর অমাত্যগণ হর্ষধ্বনি করে উঠল।

হ্রথগারের সুযোগ্য রানী উইলথিয়ো হলের মধ্যে এসে সব যোদ্ধাকে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি রাজার হাতে প্রধান পানপাত্রটি তুলে দিয়ে ভোজসভায় তাঁকে বিষণ্ণভাব ত্যাগ করতে অনুরোধ করলেন। রাজা আনন্দের সঙ্গে পেয়ালা গ্রহণ করলেন। তারপর রানী হলের যুবা-বৃদ্ধ সকলের কাছে গেলেন। প্রত্যেকের কাছে মদের পাত্র এগিয়ে দিলেন। তারপর মদের একটি বড় পাত্র তিনি বেউল্ফের সামনে রাখলেন। বাগ্মিতায় নিপুণ রানী জিট যোদ্ধাদের নেতাকে অভ্যর্থনা করে বললেন—'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন। আমি যে বিপদের দিনে একজন যোদ্ধার ওপর নির্ভর করতে পারছি, এতেই আমি আশ্বস্ত।'

বেউল্ফ পানপাত্র হাতে তুলে নিয়ে রানীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—'যোদ্ধাদের নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছি একটিমাত্র উদ্দেশ্যে—হয় আপনার দেশবাসীকে বিপদ থেকে রক্ষা করব, অথবা শত্রুর হাতে আমার মৃত্যু ঘটবে। গ্রেন্ডেলের সঙ্গে যুদ্ধে যদি আমি বীরত্ব দেখাতে না পারি তবে হেওরটের হল যেন আমার শেষ শয্যা হয়।'

জিট-বীরের এই সাহসী উক্তিতে রানী আনন্দিত হলেন। তিনি রাজার পাশে আসন গ্রহণ করলেন। আবার হলঘরে আলোচনা চলতে লাগল। যোদ্ধারা বিদেশী বীরদের কথা শুনে মুগ্ধ হল।

বৃদ্ধ রাজা হ্রদগার সান্ধ্যকালীন বিশ্রাম নেবেন মনস্থ করলেন। তিনি জানেন, সূর্যের আলো নিভে গেলেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে, আর সেই সুযোগে ছায়ামূর্তির মতো দৈত্যেরা হানা দেবে হেওরটে। রাজা সপারিষদ উঠে দাঁড়ালেন।

যোদ্ধারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। হ্রদগার বেউল্‌ফকে শুভরাত্রি জানালেন। বেউল্‌ফ রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। হ্রদগার বেউল্‌ফের সাফল্য কামনা করে বললেন, 'আমার হাতে অস্ত্রচালনার ক্ষমতা থাকা পর্যন্ত ডেন জাতির এই অনুপম হলঘরের ভার আমি কারুর হাতে তুলে দিইনি আজ রাতে এর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমার হাতে দিলাম। তুমি এই বিখ্যাত প্রাসাদ অধিকার করলে এর খ্যাতির কথা মনে রেখে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহস ও বীরত্ব প্রমাণ করতে কুণ্ঠিত হয়ো না। গ্রেন্‌ডেল-নিধনে সফল হলে তোমাকে আমার অদেয় কিছুই থাকবে না।'

রাজা বীর যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে হল থেকে বেরিয়ে গেলেন। রানী উইলথিয়ো প্রাসাদে রাজার বিশ্রামের আয়োজন করলেন।

নয় বেউল্‌ফের বিশ্রাম

হেওরট প্রাসাদের হলঘরে অতিথিদের জন্যে বিশেষ শয্যার ব্যবস্থা করা হল। রাজার আদেশে রাজকর্মচারী জিট যোদ্ধাদের জন্য আরামদায়ক বিছানা পেতে দিল সে-সব বিছানা পালঙ্কের মতো নরম। তাদের অস্ত্রশস্ত্র কাছেই রাখা আছে। হলঘরে শিলড যোদ্ধারাও ঘুমুবে। আসলে হলঘরটি যোদ্ধাদের বাসস্থান।

জিট যোদ্ধাদের আরাম-আয়াসের দিকে সকলেরই সজাগ দৃষ্টি। হলঘরে একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়েছে। সে সমস্ত রাত্রি জেগে থাকবে। সে লক্ষ্য রাখবে—কখন গ্রেন্‌ডেল হেওরট আক্রমণ করে। দৈত্য এলেই সে যোদ্ধাদের সতর্ক করে দেবে। তাছাড়া রাজা

হুদগার তাকে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন—সে যেন বেউল্‌ফের নিরাপত্তার দিকে নজর রাখে।

বেউল্‌ফ নির্ভীক নিজের শক্তি আর ঈশ্বরের দয়ার উপরই তিনি বেশি আস্থাশীল। কোন মানুষের দয়ার উপর তিনি নির্ভর করতে অভ্যস্ত নন। তাছাড়া অস্ত্রশস্ত্রও তিনি খুব একটা অপরিহার্য বলে মনে করেন না।

তাই বেউল্‌ফ মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ খুলে ফেললেন। তারপর দেহ থেকে খুলে নিলেন বর্ম। ভৃত্যের হাতে তুলে দিলেন তরবারি, শিরস্ত্রাণ আর বর্ম। তাকে সেগুলো এক জায়গায় রেখে দিতে বললেন।

ঘুমুতে যাবার আগে বেউল্‌ফ সঙ্গীদের বললেন—

'শক্তি বা যুদ্ধ-বিদ্যায় আমি গ্রেন্‌ডেলের চেয়ে খাটো নই। সে অস্ত্রের ব্যবহার জানে না তাই সে আমার প্রতি অস্ত্রের আঘাত করবে না। আমি তাকে তরবারি দিয়ে হত্যার চেষ্টা করব না। সে যদি আজ রাতে নিরস্ত্র অবস্থায় যুদ্ধ করতে সাহস করে তবে আমরা দুজনে বিনা-অস্ত্রেই পরস্পর যুদ্ধ করব। ঈশ্বর যার প্রতি সদয় হবেন তাকেই খ্যাতিলাভে সাহায্য করবেন।'

বেউল্‌ফের সঙ্গীরা নেতার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল। তারা আসন্ন যুদ্ধের সময় নির্বাক ও অলস দর্শকের ভূমিকা নিতে চায় না। প্রয়োজন হলে বেউল্‌ফকে তারা সাহায্য করবে। গ্রেন্‌ডেলকে হত্যা করতে গিয়ে বেউল্‌ফ বিপদের সম্মুখীন হলে তারা সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র ধরবে, তাই ঘুমুতে যাবার আগে তারা দেহের বর্ম ভালো করে এঁটে নিল। মাথার শিরস্ত্রাণ খুলল না। হাতের কাছেই তাদের তরোয়াল আর বর্শা রেখে দিল

বেউল্‌ফের বীরত্বের উপর সঙ্গীদের প্রবল আস্থা আছে। তারা বেউল্‌ফকে ভালোবাসে বেউল্‌ফের বিপদে তারা এগিয়ে আসতে চায়। অবশ্য ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যেদিন অন্য একটি যুদ্ধে বেউল্‌ফকে বিপদে পড়তে দেখেও সঙ্গীরা পালিয়ে যাবে, সে-কাহিনী পরে বলব।

বেউল্‌ফের সঙ্গীরা আর শিলড যোদ্ধারা মনে মনে আশঙ্কা করছে হয়ত বেউল্‌ফ দৈত্যের সঙ্গে অসম যুদ্ধে সফল হতে পারবে না। বেউল্‌ফ যে প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরে যেতে পারবে—সে-বিষয়ে তাদের সংশয় রয়েছে।

রাতে দৈত্য হেওরটে হাজির হত দেহহীন আত্মার মতো। যে-সব শিলড যোদ্ধা প্রাসাদের রক্ষক তারা যেন কোন অদৃশ্য যাদুর মায়ায় ঘুমিয়ে পড়ত। জেগে থাকত শুধু একজন—সে হচ্ছে পাহারাদার। ক্রুদ্ধ দৈত্য যোদ্ধাদের উপর নজর রাখত, অপেক্ষা করত আক্রমণের শুভ মুহূর্তের জন্য জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল—দৈত্য সব বীরকে হত্যা করে পালিয়ে যেতে পারবে না। এটা নাকি ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। কিন্তু এক সময় দৈত্য অতর্কিতে আক্রমণ করত যোদ্ধাদের। তারপর তাদের হত্যা করে সে খেয়ে ফেলত বা নিজের বাসায় নিয়ে যেত কিন্তু এবারে ঈশ্বর নিশ্চয় দৈত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্য দেবেন বেউল্ফকে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যে পরোপকারী মানুষের সহায়—সে-সত্য প্রমাণিত হবে।

বেউল্ফ সঙ্গীদের শুভরাত্রি জানিয়ে শুয়ে পড়লেন। তিনি বালিশে মাথা ঠেকাতেই অন্যান্য জিট বীর তাঁর চারপাশে দেহ এলিয়ে দিল।

দশ. বেউল্ফ-গ্রেন্ডেলের যুদ্ধ

কুয়াশা-ঘেরা পাহাড়ের নিচেকার জলাভূমি থেকে গ্রেন্ডেল যাত্রা করল হেওরটের উদ্দেশে। বীর যোদ্ধাদের রক্ত আর তাদের মোটা-সোটা দেহের কাঁচা মাংস তার খুব প্রিয়। আকাশের মেঘের নিচে মানুষের পৃথিবী তখন আঁধারে ঢাকা। নিঃশব্দে দ্রুত পদক্ষেপে সে এগিয়ে চলল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে।

দৈত্য হেওরটে পৌঁছল। সোনার পাতে মোড়া প্রাসাদটি তার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। সে হলের সামনে এসে দাঁড়াল। ভিতরে প্রবেশের দরজা লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা। দৈত্যের শক্ত হাতের চাপে শিকল আলগা হল। তারপর সে নিঃশব্দে দরজা ভেঙে ফেলল।

গ্রেন্ডেল হলঘরে ঢুকল আলোয় ঝলমল করছে সমস্ত হলঘর। মেঝেতে অনেক যোদ্ধা ঘুমিয়ে আছে। একপাশে তরুণ সুগঠিত বীরের দল একত্রে ঘুমুচ্ছে। এরা সদ্য-আগত জিট যোদ্ধা। দৈত্যের মন পৈশাচিক উল্লাসে ভরে উঠল। তার চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে

আগুনের শিখার মতো এক সর্বনাশা আলোর ঝলকানি। সে মতলব করল—দেরি না করে যোদ্ধাদের হত্যা করে নৈশভোজ সমাধা করবে।

গ্রেন্‌ডেল যোদ্ধাদের দিকে এগিয়ে গেল। একজন ঘুমন্ত যোদ্ধাকে তার বজ্রমুষ্টি দিয়ে তুলে ধরল। তারপর তাকে দু-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। প্রথমেই সে যোদ্ধার শিরা থেকে রক্ত পান করল। তারপর বড় বড় কামড়ে তার দেহ দ্রুত খেয়ে ফেলল—একেবারে মাথা থেকে পা পর্যন্ত।

তারপর গ্রেন্‌ডেল এগিয়ে গেল অন্য আর-এক পালঙ্কে, যেখানে বেউল্‌ফ শুয়ে ছিলেন। দৈত্য বেউল্‌ফের দিকে হাত বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বীর বেউল্‌ফ প্রচণ্ড শক্তিতে দৈত্যের বাহু আঁকড়ে ধরলেন। গ্রেন্‌ডেল বুঝতে পারল—জীবনে কোনদিন এত কঠিন মুষ্টির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেনি। তার হৃৎপিণ্ডে ভয়ের শীতল স্রোত বইতে লাগল। সে পালিয়ে যেতে চাইল নিজের আস্তানায়। তার ইচ্ছা একবার বেউল্‌ফের হাত থেকে ছাড়া পেলে সে দৈত্যদের এক বিরাট দল নিয়ে হেওরট আক্রমণ করবে। কিন্তু সব বৃথা।

বেউল্‌ফ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি গ্রেন্‌ডেলকে আরও শক্ত করে ধরলেন। গ্রেন্‌ডেল নিজেকে মুক্ত করার জন্যে সামনের দিকে ছুটতে চেষ্টা করল। এতে বেউল্‌ফের মুঠো আলগা হয়ে গেল। গ্রেন্‌ডেল দ্রুত দরজার দিকে ছুটল। বেউল্‌ফ এক লাফে এগিয়ে দৈত্যকে ধরে ফেললেন।

এবার শুরু হল মানুষে-দৈত্যে লড়াই এ তো লড়াই নয়—প্রলয়। সমস্ত প্রাসাদ প্রচণ্ড শব্দে গমগম করে উঠল। শিলড যোদ্ধা ও অমাত্যরা ভয়ে আধমরা হয়ে গেল।

ক্রুদ্ধ প্রতিযোগীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়ছে। এই যুদ্ধের তাণ্ডবে প্রাসাদের কোন ক্ষতি হয়নি। দেয়াল থেকে ভিত পর্যন্ত গোটা প্রাসাদটি লোহার পাতে শক্ত করে আঁটা। শুধু ভোজকক্ষের অনেকগুলো বেঞ্চি খুঁটি থেকে আলগা হয়ে গেল, কয়েকটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ওগুলোতে সোনা আর গজদন্ত দিয়ে কারুকাজ করা ছিল এতে শিলড যোদ্ধারা অবাক হয়ে গেল বেঞ্চিগুলোকে ভাঙ্গা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। একমাত্র আগুনেই ওগুলো ধ্বংস হতে পারে।

হঠাৎ গ্রেন্‌ডেলের আর্তনাদ শোনা গেল। এ আর্তনাদ দৈত্যের পরাজয়ের কান্না। হলঘরের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে সে-আর্তনাদ

এক বিকট আওয়াজে পরিণত হল। যোদ্ধাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হল।

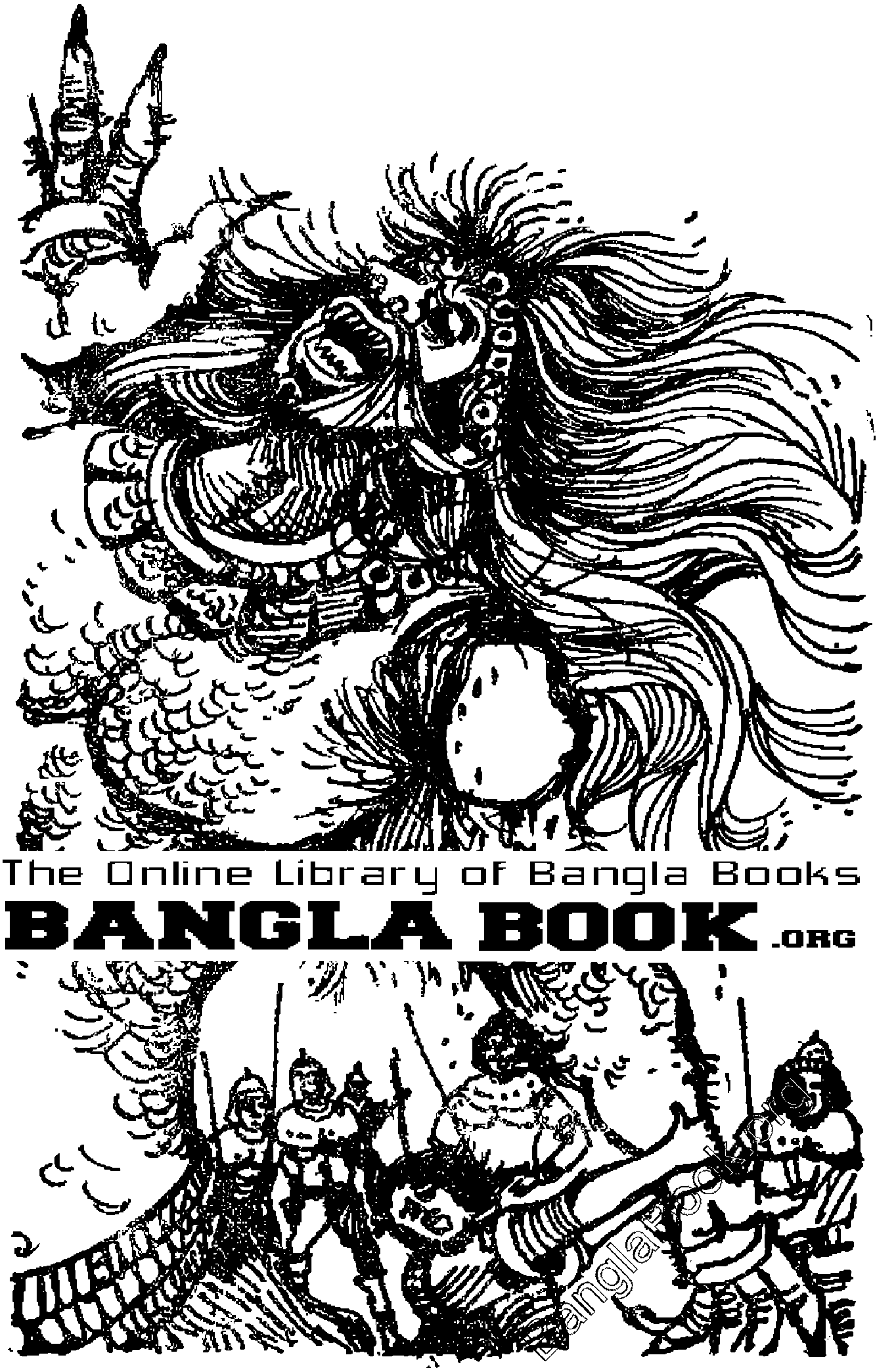

The Online Library of Bangla Books

বেউল্‌ফ দৈত্যের সঙ্গে খালি হাতে লড়াই করে চলেছেন, তাঁর

অনুচরেরা তরোয়াল ঘোরাতে লাগল বেউল্‌ফকে বাঁচাতে আর গ্রেন্‌ডেলকে হত্যা করতে তারা চারদিক থেকে আক্রমণ করল। কিন্তু কোন তরোয়াল বা বর্শা দৈত্যের দেহে বিদ্ধ হল না। বেউল্‌ফ শক্ত মুষ্টিতে গ্রেন্‌ডেলের একটা হাত ধরে রয়েছেন! তাঁর বজ্রমুষ্টি আলগা করে দৈত্য এক ইঞ্চিও নড়তে পারছে না। দৈত্যের কাঁধে একটা ফাটল সৃষ্টি হল।

তারপর সেই কাঁধ থেকে বাহুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে বেউল্‌ফের হাতে চলে গেল। গ্রেন্‌ডেল ছুটে পালিয়ে গেল জলাভূমির দিকে। সে জানে তার আয়ু ফুরিয়েছে—মৃত্যু আসন্ন।

কি-এক অশুভ মুহূর্তে দৈত্য আজ হেওরটে যাত্রা করেছিল! কোন দিন হেওরটে হত্যাকাণ্ডে সে বিফল হয়নি। আজই তাকে জিট-বীর বেউল্‌ফের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। আহত হয়ে সে পালিয়ে গেল। হেওরটের যোদ্ধারা হর্ষধ্বনি করে উঠল।

বেউল্‌ফ দৈত্যের বিচ্ছিন্ন বাহুটি হলঘরে রেখে দিলেন। পূর্ব-ডেনমার্কের মানুষের কাছে যে-প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন তা তিনি পালন করেছেন।

এগার গ্রেন্‌ডেলের খোঁজে

গ্রেন্‌ডেলের সঙ্গে বেউল্‌ফের যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন ভোর। হেওরটের চারদিকে অনেক যোদ্ধা জমায়েত হয়েছে। তারা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে। বেউল্‌ফের জয়ে তারা আনন্দিত।

গ্রেন্‌ডেল পালিয়ে গেছে—এই খবর শুনে তারা খোঁজ করতে গেল, কোন্ পথে সে পালিয়েছে। সবাই দৈত্যের পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল। যে-পথে সে পালিয়েছে সে-পথ রক্তে ভেসে গেছে। তারা অগ্রসর হয়ে একসময় জলাভূমিতে পৌঁছল। যোদ্ধারা দেখতে পেল—হ্রদের জল রক্তে লাল হয়ে গেছে—সে-জল উষ্ণ রক্তে টগবগ করে ফুটছে। তারা বুঝতে পারল, দৈত্য অন্তিম সময়ে হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করেছে! ডেন জাতির দুশমন মৃত্যুর

পর নিশ্চিত নরকে স্থান পাবে। ঈশ্বরের সন্তানদের নির্বিচারে ধ্বংস করে যে-পাপ সে করেছিল তার উচিত শাস্তি হয়েছে।

জলাভূমি থেকে যোদ্ধারা ঘোড়ায় চড়ে রওনা হল লোকালয়ের দিকে। সকলেই বেউল্‌ফের বীরত্বের প্রশংসা করতে লাগল। তাঁর মতো বীর পৃথিবীর কোন দেশেই নেই। তাঁর বীরত্বের পুরস্কার হিসেবে তিনি একটি সাম্রাজ্য দাবি করতে পারেন।

যোদ্ধারা বাঁধানো রাজপথে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। একজন রাজ-অমাত্য বীরপুরুষদের বীরত্বের কাহিনী শোনাতে লাগল। প্রথমেই সে বেউল্‌ফের বীরত্বের কাহিনী নিয়ে মুখে মুখে ছড়া তৈরি করল। তারপর সে সিগমুন্‌ডের বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করল। বীর সিগমুন্‌ড অনেক দুঃসাহসিক কাজ করেছেন। একবার তিনি এক দৈত্য নিধন করেছিলেন। সেইদৈত্য এক ধনাগারের রক্ষক ছিল। ধনাগারটি ছিল সমুদ্রের তলায়—একটি গুহায়। সিগমুন্‌ডের তরবারি বিদ্ধ হয়েছিল দৈত্যের হৃৎপিণ্ডে, আর তার ফলে দৈত্যের মৃত্যু ঘটেছিল সিগমুন্‌ড জাহাজ বোঝাই করে দৈত্যের ধনসম্পত্তি নিয়ে এসেছিলেন

আর এক বীর এরেমড। অবশ্য সিগমুন্‌ডের বীরত্বের কাছে এরেমডের সাহস ও বীরত্ব ম্লান হয়ে গেছে। এরেমড রাজপুত্র, কিন্তু শত্রুর কাছে পরাস্ত হয়ে সে পালিয়ে গিয়েছিল। ডেন জাতির প্রত্যাশা সে পূরণ করতে পারেনি। ডেনমার্ক শাসনের সুযোগ সে হারিয়েছিল তার চরিত্রের দুর্বলতার জন্য। বরং ডেনমার্কের জনসাধারণের কাছে বেউল্‌ফ এরেমডের চেয়েও প্রিয়।

যোদ্ধারা ঘোড়ায় চড়ে বাদামী রঙের পথের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। তখন রাতের অন্ধকার শেষ হয়ে দিনের আলো ফুটে উঠেছে। যোদ্ধারা হেওরট প্রাসাদের কাছে আসতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। রাজা হ্রদগার দলবল নিয়ে হেওরটের হলঘরের দিকে আসছেন। রানী উইলথিয়ো স্বয়ং একদল পরিচারিকা নিয়ে সেখানে এসে হাজির হলেন

বার. গ্রেন্‌ডেল-নিধনে রাজা হ্রদগারের উল্লাস

রাজা হ্রদগার বেউল্‌ফের সাফল্যের খবর পেয়ে আনন্দিত। যে-দৈত্যকে কোন যোদ্ধা আক্রমণ করতে পারেনি, বরং সেরা বীরেরা তার হাতে নিহত হয়েছে—সেই দৈত্যের হাত থেকে হেওরট রক্ষা পেয়েছে।

রাজা হলঘরে ঢুকলেন গ্রেন্‌ডেলের বিচ্ছিন্ন বাহু দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে বাহুটা বিশাল—মেঝে থেকে হলের ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে

রাজা হ্রদগার বাহুটি দেখে বলে উঠলেন—

'এই বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য প্রথমে ধন্যবাদ দেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে। অল্প কিছুদিন আগেও এই শ্রেষ্ঠ প্রাসাদটি গ্রেন্‌ডেলের আক্রমণে বীরের রক্তে কলঙ্কিত হয়েছে। তার হাত থেকে যোদ্ধাদের বাঁচানো যায়নি। আজ ঈশ্বরের করুণায় বেউল্‌ফ এই প্রাসাদ দৈত্যের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে।'

রাজা বেউল্‌ফকে বললেন, 'বেউল্‌ফ, তোমাকে আমি সন্তানের মতো ভালোবাসি আশা করি, আমাদের এই সম্পর্ক তুমি চিরকাল বজায় রাখবে। তোমার যে-কোন আকাঙ্ক্ষা আমি সাধ্যমতো পূরণ করব। কত সাধারণ আর দুর্বল যোদ্ধাকে আমি ধনসম্পদ দিয়ে সম্মানিত করেছি! তুমি যে-গৌরব অর্জন করেছ তা মানুষ চিরদিন মনে রাখবে। ঈশ্বরও তোমার এই মহৎ কাজের জন্য তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।'

বেউল্‌ফ উত্তর দিলেন—

ঈশ্বরের অসীম দয়ায় গ্রেন্‌ডেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমি কৃতকার্য হয়েছি। দৈত্যের বিরুদ্ধে আমি বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলাম। দৈত্যের বাহু যখন আমার হাতের মুঠোয় তখন যদি আপনি তাকে দেখতে পেতেন! সে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আমি চেয়েছিলাম আমার বাহুদুটিই তার মৃত্যুশয্যা হোক। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল

অনুরূপ। আমার বাহুযুগলের মধ্যে দৈত্য শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করুক—এটা বোধ হয় ঈশ্বরের অভিপ্রেত ছিল না। দৈত্যের বাহু আমি খুব শক্ত করে ধরিনি, তাই সে পালিয়ে গেছে—বাঁচার আশায়। কিন্তু একটা বাহু আর কাঁধ তাকে রেখে যেতে হয়েছে। একটা অঙ্গ তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যে-ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে তাকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। হতভাগা পালিয়ে গিয়ে শান্তি পায়নি। তার পাপের বোঝা পূর্ণ হয়েছিল। তাই এখন সে ঈশ্বরের শেষ বিচারের আশায় অপেক্ষা করছে মৃত্যুর দেশে।'

আনফারথ একেবারে চুপসে গেছে। নিজের বীরত্ব-কাহিনী বড়াই করে বলার সাহস সে হারিয়ে ফেলেছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীপতি অবাক হয়ে গ্রেন্‌ডেলের বিচ্ছিন্ন বাহুটি দেখতে লাগল। বাহুটি যেমন বিশাল, হাতের নখগুলোও ইস্পাতের পেরেকের মতো শক্ত আর ধারালো। প্রত্যেকেই স্বীকার করল—কোন তরোয়াল বা বর্শা দৈত্যের দেহ থেকে ঐ বিশাল বাহু বিচ্ছিন্ন করতে পারত না।

তের. বিজয়-উৎসব

গ্রেন্‌ডেল হত্যায় বেউল্‌ফের সাফল্যের জন্য এবং হেওরট প্রাসাদ বিপন্মুক্ত হওয়ায় হেওরটে বিজয়-উৎসব পালিত হবে। বেউল্‌ফের সঙ্গে দৈত্যের যে-যুদ্ধ হয়েছিল তার ফলে প্রাসাদের হলঘরটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দরজাগুলো ভেঙ্গে গেছে। দেয়াল ফেটে গেছে। ভোজকক্ষের ও হলঘরের বেঞ্চিগুলো আলগা হয়ে ভেঙ্গে গেছে। রাজার আদেশে অনেক রাজমিস্ত্রী ও কারিগর এসে সেগুলো দ্রুত মেরামত করল

ভোজকক্ষ আর অতিথিশালা নতুন নতুন আসবাব দিয়ে সাজানো হল। জানালা ও দরজায় সুন্দর সুন্দর পর্দা খাটিয়ে দিল। প্রাসাদের বাইরের দেয়ালে সোনার কারুকাজ করা। রাজমিস্ত্রীরা মেজে-ঘষে প্রাসাদের চাকচিক্য আরও বাড়িয়ে দিল।

তারপর শুভ মুহূর্তে আলো-ঝলমল হলঘরে রাজা হ্রদগার পাত্র-মিত্র ও সভাসদদের নিয়ে ভোজকক্ষে মিলিত হলেন। সকলে রাজা

হ্রুদগারকে কুর্নিশ করে আসন গ্রহণ করল। বেউল্‌ফ সহ বীর যোদ্ধারা আসনে উপবিষ্ট। ভোজ আরম্ভ হল। হেওরটে যারা বিজয়-উৎসবে যোগ দিয়েছে তারা সবাই ডেন জাতির বন্ধু। কিন্তু এক ভয়ঙ্কর পারিবারিক শত্রুতা ডেনমার্কের মানুষের জীবনে ডেকে এনেছিল দুর্দৈব—এখন থাক সে-কথা। সে-কাহিনী আমরা পরে শুনব।

ভোজসভাতেই রাজা বেউল্‌ফকে পুরস্কৃত করলেন। তিনি বেউল্‌ফকে তাঁর বীরত্ব ও কৃতিত্বের জন্য উপহার দিলেন একটি সোনার পতাকা, শিরস্ত্রাণ, বর্ম ও একটি তরোয়াল উপহারগুলো তাঁর সামনে রাখা হল।

এর আগে কোন যোদ্ধাকেই একসঙ্গে চারটে পুরস্কার দেওয়া হয়নি। শিরস্ত্রাণের চারপাশে জড়ানো ছিল তারের বেষ্টনী। এই শিরস্ত্রাণ যে-কোন তরবারির আঘাত প্রতিহত করবে। রাজার আদেশে হল-ঘরে আটটি ঘোড়া আনানো হল। ঘোড়াগুলোর লাগাম সোনার পাতে মোড়া। একটি ঘোড়ার পিঠে দামী মণি-মুক্তো-খচিত গদি। এই ঘোড়ার পিঠে বসে রাজা হ্রুদগার অনেক যুদ্ধ করেছেন। কোন যুদ্ধেই তিনি পরাস্ত হননি।

রাজা হ্রুদগার বেউল্‌ফকে ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র দান করলেন। তিনি বেউল্‌ফকে অনুরোধ করলেন—এগুলো যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে ব্যবহার করতে।

হ্রুদগার বেউল্‌ফের সঙ্গীদেরও পুরস্কৃত করলেন। তিনি তাদের প্রত্যেককে একটি করে তরবারি দিলেন। গ্রেন্‌ডেল যে-যোদ্ধাকে হত্যা করেছিল, তার পরিবারকে রাজার আদেশে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রচুর সোনার অলঙ্কার দেওয়া হল।

রাজা বললেন, 'ঈশ্বর মানবজাতিকে শাসন করেন। তাই ঈশ্বর-উপলব্ধি সর্বত্রই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে সুখ ও দুঃখ ঈশ্বরের দান। পৃথিবীতে এ দুটোই মানুষকে ভোগ করতে হয়। তবে যে-মানুষ পৃথিবীতে বেশিদিন বাঁচে তাকে সুখ ও দুঃখ দুই-ই বেশি করে ভোগ করতে হয়।'

বীণা বাজিয়ে চারণকবি গান ধরল। এ গানের বিষয়বস্তু ফিন্‌সবার্গের যুদ্ধ। শিলডদের বীর যোদ্ধা ন্যাফ ফ্রিজিয়ানরাজ ফিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। রাজা ফিন ন্যাফের ভগিনী হিল্‌ডেবার্গকে বিয়ে করেছিল। এই যুদ্ধে ন্যাফ আর হিল্‌ডেবার্গের পুত্র নিহত হয়েছিল। রাজা ফিন ডেনমার্কের শাসক হল। এক

বৎসর পর গুথ্লাফ আর অস্লাফ রাজা ফিনকে পরাস্ত করে ডেনমার্ককে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করল। হিল্ডেবার্গকে ডেনমার্কে ফিরিয়ে আনা হল।

গান শেষ হলে যোদ্ধাদের আরও মদ পরিবেশন করা হল।

রাজা হ্রুদগারের কাছে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হ্রুদউল্ফ বসে ছিল। তখনও হ্রুদগার আর হ্রুদউল্ফের মধ্যে কোন শত্রুতা শুরু হয়নি। আনফারথও রাজার কাছে বসে ছিল। রাজা তাকে সৎ ব্যক্তি বলে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু গোপনে সে তার নিজের আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত।

শিলডদের রানী উইলথিয়ো রাজার হাতে একটি সোনার পানপাত্র তুলে দিলেন। তিনি রাজাকে দানধ্যান করতে অনুরোধ করে বললেন—'হেওরট্ এখন বিপন্মুক্ত। ঘরে-বাইরে শান্তি বিরাজ করছে। এখন দানধ্যানে মন দিন তারপর মৃত্যুর ডাক এলে আপনি সাম্রাজ্য আর প্রজাবর্গ আপনার সন্তানদের জন্য রেখে যাবেন। আমি জানি, আপনার অবর্তমানে হ্রুদউল্ফ আমাদের সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা দেখাতে দ্বিধা করবে না। ছোটবেলায় ওকে আমরা কত স্নেহ করেছি। সে-কথা মনে রাখলে ও তাদের অনাদর করতে পারবে না।'

রানী তাঁর পুত্রদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। তাদের নাম—হ্রেদরিক আর হ্রুদমুন্ড। বেউল্ফ তাদের পাশেই বসে রয়েছেন।

রানী বেউল্ফের হাতে স্বর্ণপাত্রভরা মদ তুলে দিলেন। তারপর তিনি নিজে তাঁকে উপহার দিলেন—দুটি বলয়, একটি বর্ম, আংটি আর একটা বড় কণ্ঠি। তিনি বেউল্ফকে সম্বোধন করে বললেন—

'বেউল্ফ, আশা করি আমার দেওয়া উপহার তুমি ধারণ করবে। এই বর্ম পরে যুদ্ধে গৌরব অর্জন করবে। এই বলয়, আংটি আর কণ্ঠি ডেনমার্কে তোমার অর্জিত কৃতিত্বকে স্মরণ করিয়ে দেবে। যে-খ্যাতি তুমি অর্জন করেছ—ইতিহাসের পাতা থেকে, মানুষের মন থেকে তা কোনদিন মুছে যাবে না।'

বেউল্ফ—বীরের ধর্ম মানবজাতির শত্রু নিধন করা। আমি শুধু সেই ধর্ম পালন করেছি এ তো আমার কর্তব্য।

রানী—তুমি প্রকৃত যোদ্ধা। বীরত্বের সঙ্গে চিরকালই মহত্ব যুক্ত হয়। বেউল্ফ, তোমাকে আমি একটা অনুরোধ করব। আমার পুত্রদের তুমি তাদের প্রয়োজনে সৎ পরামর্শ দেবে। সেজন্য তোমাকে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া হবে।

বেউল্ফ—আমি রাজপুত্রদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সবসময় তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করব।

রানী রাজার পাশে নিজের আসনে এসে বসলেন। খাবার পরিবেশন করা হল। খাওয়ার পর সকলেই হাতে মদের পাত্র তুলে নিল। কিন্তু যোদ্ধারা তখনও জানে না, কি দুর্ভাগ্য তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে!

রাত ঘনিয়ে আসছে। রাজা-রানী সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তাঁরা প্রাসাদে নিজেদের ঘরে ঘুমুতে গেলেন। যোদ্ধাদের একটা বড় দল হলঘরটি দখল করল। বেঞ্চির উপর বিছানা পাতা হল। যোদ্ধারা বর্ম ও শিরস্ত্রাণ পরেই শয্যা নিল। তাদের মাথার দিকে ঢাল ও হাতের কাছে বর্শা রাখা ছিল। যোদ্ধারা সর্বত্র—ঘরে বা শিবিরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

রাত্রি গভীর হল। যোদ্ধারা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

চোদ্দ. আবার হেওরটে নতুন দৈত্য

গ্রেন্‌ডেল হত্যার প্রতিশোধ

দৈত্য গ্রেন্‌ডেলের মৃত্যুতে সমস্ত দিন প্রাসাদে ও রাজ্যের সর্বত্র আনন্দ-উৎসব পালিত হয়েছে। দীর্ঘকাল পর রাতের বেলায় যোদ্ধারা হেওরটে নিরুদ্বেগ নিদ্রা ভোগ করবে বলে তারা মনে মনে খুব খুশি।

কিন্তু শিলড জাতির ভাগ্য রাহুগ্রস্ত। তাদের রাতের নিদ্রা আবার অভিশপ্ত হয়ে উঠল। ঠিক সেই রাতেই অন্য এক দৈত্য হেওরটে হানা দিল।

এই দৈত্য হচ্ছে গ্রেন্‌ডেলের মা—এক ভয়ঙ্কর ক্রূর দানবী। সে চায় পুত্রের হত্যার প্রতিশোধ নিতে, আর গ্রেন্‌ডেলের বিচ্ছিন্ন বাহুটি পুনরুদ্ধার করতে।

জলের তলায় পাহাড়ের গুহায় বাস করে গ্রেন্‌ডেলের মা।

রাত গভীর হলে গুহা থেকে বেরিয়ে এল দানবী। তারপর সে এগিয়ে চলল হেওরটের দিকে।

এক সময় সুযোগ বুঝে হলঘরে ঢুকে পড়ল সে। দানবী তাকিয়ে দেখল—গদি-আঁটা বেঞ্চির উপর শুয়ে আছে বেশ কয়েকজন মোটা-সোটা যোদ্ধা। তাদের বিছানার পাশেই রয়েছে তাদের ঢাল-তলোয়ার।

সে সন্তর্পণে এগিয়ে গেল গ্রেন্‌ডেলের বিচ্ছিন্ন বাহুটির দিকে। ওটাকে নিয়ে সে পালিয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে সে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবে।

দানবী একজন ঘুমন্ত যোদ্ধাকে শক্ত মুঠিতে ধরে তুলে নিল। তারপর তাকে নিয়ে সে পালিয়ে গেল তার গুহায়—জলের নিচে। যাবার সময় গ্রেন্‌ডেলের বিচ্ছিন্ন বাহুটি নিতে ভোলেনি।

ঐ যোদ্ধাটি ছিল রাজা হ্রদগারের একজন বিশ্বস্ত অনুচর। সে অনেক যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল।

রাজা হ্রদগার প্রিয় অনুচরের মৃত্যু-সংবাদে মর্মাহত হলেন। হেওরট আবার দৈত্যের দ্বারা আক্রান্ত দেখে তিনি আতঙ্কিত হলেন। দানবী যখন হেওরটে হানা দিয়েছিল তখন বেউল্ফ হলঘরে ছিলেন না। তিনি অতিথিশালার একটি ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। গ্রেন্‌ডেল-হত্যার পর বেউল্ফকে নতুন বাসায় ঘুমুতে দেওয়া হয়েছিল।

সকালবেলায় বেউল্ফকে হলঘরে ডেকে আনা হল। রাজা হ্রদগার পাত্র-মিত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। বেউল্ফ অনুচরদের নিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি রাজাকে অভিবাদন করে কুশল জিজ্ঞেস করলেন।

রাজা হ্রদগার বেউল্ফকে বললেন—

'বেউল্ফ, প্রজার কুশলেই আমার কুশল। কিন্তু প্রজাদের জীবনে এক নতুন বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। আমার উপদেষ্টা অ্যাশকিয়ার মারা গেছে। সে ছিল আমার বিশ্বস্ত বন্ধু। স্থলভাগে প্রতিটি যুদ্ধে সে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী হত

'অ্যাশকিয়ার হেওরটে দানবীর হাতে নিহত হয়েছে। সে তার মৃতদেহ কোথায় নিয়ে গিয়ে খেয়ে নিয়েছে তা আমি জানি না। পরশু রাতে দৈত্য গ্রেন্‌ডেল তোমার হাতে নিহত হয়েছে। কিন্তু তার মা পুত্র-হত্যার প্রতিশোধ নিতে কাল রাতেই হেওরটে হানা দিয়েছিল।

'আমি লোকমুখে শুনেছি—জলাভূমিতে দুটি দৈত্য বাস করে। তাদের একজন স্ত্রীলোক, অপরজন পুরুষ—নাম গ্রেন্‌ডেল। সে আকারে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বড়। সে তো তোমার হাতে নিহত।

'দৈত্যের বাসস্থান এক মাইল দূরে—জলাভূমিতে। চারদিকে অসংখ্য পাহাড়। পাহাড়ের ঝরনার জলে সৃষ্টি হয়েছে এক বিশাল হ্রদ, যার ঢেউ আকাশছোঁয়া, আর গভীরতা—যার পরিমাপ করা মানুষের অসাধ্য। সেই পাহাড়ী জঙ্গল এক বিভীষিকায় স্থান। হরিণ শাবকেরা ঐ সব জঙ্গলে ঢুকতে ভয় পায়। এই জায়গাটি অধিকার করে আছে ঐ দানবী—যে কাল রাতে অ্যাশকিয়ারকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

'বেউল্ফ, আর একবার তোমার সাহায্য চাই। দানবীর বাসস্থান খুঁজে বের করে তাকে হত্যা করতে হবে। তা না হলে শিলড যোদ্ধারা এ-রকম অসহায়ভাবে মৃত্যু বরণ করবে। তুমি বিজয়ী হলে আমি আবার তোমাকে পুরস্কৃত করব।'

পনের. দানবীর বিরুদ্ধে বেউল্ফের অভিযান

বেউল্ফ বীর যোদ্ধা। মানবজাতির শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বা লড়াই করতে তিনি ভয় পান না। তিনি মনে করেন—মৃত্যুই যদি মানবজীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয় তো মৃত্যুর পূর্বে যশোলাভে ক্ষতি কি?

বেউল্ফ রাজা হ্রদগারকে প্রতিশ্রুতি দিলেন—দানবীর আস্তানা খুঁজে বের করে তিনি অ্যাশকিয়ারের হত্যার প্রতিশোধ নেবেন।

রাজা নিজে যোদ্ধাদের সঙ্গে অভিযানে যেতে চান। তাঁর জন্য একটি ঘোড়া আনা হল। ঘোড়ার লাগাম ধরে রাজা তার পিঠে চড়ে বসলেন। যোদ্ধার দলও চলতে লাগল রাজার সঙ্গে। অরণ্যের পথ ধরে চলতে চলতে দানবীর পায়ের ছাপ দেখা গেল। ঐ ছাপ চলে গেছে দূরে প্রান্তরের মধ্যে।

যোদ্ধারা পাহাড়ে উঠতে লাগল। তারা গিরিপথগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজল। বেউল্ফ কয়েকজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে স্থলভাগ ঘুরে দেখতে লাগলেন। তাঁর চোখে পড়ল একটি পার্বত্য অরণ্য। সেখানে বড় বড় গাছ ধূসর পাহাড়ের উপর ঝুলছে। নিচে হ্রদের জল রক্তাক্ত। হঠাৎ সকলে দেখতে পেল—হ্রদের পাশে একটা পাহাড়ের চূড়ায় অ্যাশকিয়ারের ছিন্ন মুণ্ড পড়ে রয়েছে।

যোদ্ধারা প্রতিশোধ নেবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠল। দানবীকে যুদ্ধে আহ্বান করার জন্যে তারা ভেরী বাজাল। একসময় তারা লক্ষ্য করল—হ্রদের জলে ঘূর্ণি উঠছে—তাজা রক্তে রাঙা সেই জল। জলের উপর সামুদ্রিক দানবেরা সাঁতার কাটছে। কয়েকটা দৈত্য পাথুরে অন্তরীপের উপর শুয়ে রয়েছে।

দানবেরা ভেরীর আওয়াজ শুনে রাগে ফুঁসছে। বেউল্ফ তীর ছুঁড়ে তাদের একজনকে জখম করলেন। দৈত্যটাকে জল থেকে একটা খাঁড়ির উপর তোলা হল।

যোদ্ধারা তাকে ভালো করে লক্ষ্য করল। ওটার নিশ্বাসের সঙ্গে আগুন বেরুচ্ছে। তারপর দৈত্যটা মরে গেল।

বেউল্ফের গায়ে আঁটসাট এক বর্ম। কোন তরোয়াল বা বর্শা ঐ বর্ম ভেদ করতে পারবে না। তাঁর মাথায় রয়েছে একটি শিরস্ত্রাণ—শক্ত লোহার তৈরি। ওটার চারপাশে শূকরের মূর্তি খোদাই করা। চূড়ায় মণিমুক্তো বসানো। প্রাচীন কারিগরের তৈরি এই শিরস্ত্রাণ কোন অস্ত্রের আঘাতে ভেঙ্গে যাবে না। বেউল্ফের হাতে আনফারথের দেওয়া তরোয়াল—নাম হ্রানটিং।

তরোয়ালটা অদ্ভুত উপায়ে বেউল্ফের হাতে এসেছিল। আনফারথ মদের ঘোরে বেউল্ফের কাছে নিজের বীরত্বের কল্পিত কাহিনী বর্ণনা করেছিল। এখন হ্রদের জলে ডুব দিয়ে দানবদের মুখোমুখি হতে সে ভয় পাচ্ছে। তাই সে হ্রানটিং তরোয়ালটা বেউল্ফের হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে বলল—'এই তরোয়ালটা নিয়ে জলে নেমে পড়ুন। এটা যার কাছে থাকবে তার হাতে শত্রুর মৃত্যু অনিবার্য।'

কিন্তু আনফারথের বিখ্যাত তরবারি শেষ পর্যন্ত কোন কাজেই এল না। যাক, সে-কাহিনী এখন নয়।

বেউল্ফ এ পর্যন্ত যত যুদ্ধ করেছেন প্রতিবারই একা ভয়ঙ্কর শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছেন। এবারেও তিনি অজানা দানবীর সঙ্গে একাই যুদ্ধ করবেন বলে স্থির করেছেন। বেউল্ফ রাজা হ্রদগারকে সম্বোধন করে বললেন—

'মহারাজ, আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। যদি এ-যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয় তবে আপনি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গীদের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আপনি আমাকে যেসব অলঙ্কারে পুরস্কৃত করেছেন আমার মৃত্যুর পর সেগুলো জিটরাজ হিগেলাকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন, যাতে তিনি

বুঝতে পারেন—আপনার মতো একজন দানশীল রাজার জন্য আমি জীবন পণ করেছিলাম। আমার শেষ অনুরোধ—আমার মৃত্যু হলে আনফারথকে তার দেওয়া তরবারি ফেরত দেবেন।'

রাজাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বেউল্‌ফ ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই হ্রদের জলে। গভীর হ্রদের তলায় রয়েছে যত রহস্যময় গুহা, আর তার মধ্যে বাস করছে মানব-শত্রু দানবেরা। বেউল্‌ফ ডুব দিয়ে হ্রদের তলার দিকে যেতে লাগলেন।

সমুদ্রের ঢেউ আর স্রোতকে যিনি বারে বারে পরাস্ত করেছেন, তার পক্ষে হ্রদের তলার মাটি স্পর্শ করা কঠিন ব্যাপার নয়। হ্রদের তলায় বালুকাময় প্রান্তরে দাঁড়িয়ে বেউল্‌ফকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হল।

দানবী পঞ্চাশ বছর ধরে বিশাল হ্রদের নিচে এক সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। দূরে দেখা যাচ্ছে তার প্রাসাদ। বেউল্‌ফ সেই প্রাসাদ আক্রমণ করতে এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ বিদ্যুতের গতিতে জলের স্রোত কাটিয়ে দানবী ছুটে এল তাঁর দিকে। বজ্রমুষ্টিতে সে বেউল্‌ফকে ধরে ফেলল। দানবীর হাতের আঙুলের নখ ইস্পাতের পেরেকের মতো ধারালো। কিন্তু সে-নখ বেউল্‌ফের বর্ম ভেদ করতে পারল না। দানবী বেউল্‌ফকে নিয়ে চলল প্রাসাদের দিকে। অনেকগুলো দৈত্য বেউল্‌ফকে চারদিক থেকে আক্রমণ করল। ওদের দাঁতের কামড়ে বেউল্‌ফের বর্ম অনেক জায়গায় কেটে গেল।

প্রাসাদে ঢুকে বেউল্‌ফ লক্ষ্য করলেন—হ্রদের জলধারা প্রাসাদে ঢুকছে না। ভিতরটা একদম শুকনো। প্রাসাদটি আকারে বিশাল। একটা বড় হলঘর। এখানে বসে দানবী শাসনকার্য চালায়। হলের চারদিকে বড় বড় কামরা। প্রাসাদের ছাদটা নিরেট। হলঘরে একটা চুল্লির আগুন থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে। সে-আলো সূর্যকিরণের মতোই উজ্জ্বল।

বেউল্‌ফ কালবিলম্ব না করে তরোয়াল দিয়ে দানবীর মাথায় আঘাত করে চলল। কিন্তু দানবীর মাথায় একটা আঁচড়ও লাগল না। আনফারথের তরোয়াল দানবীকে জখম করতে ব্যর্থ হল।

এ-রকম পরিস্থিতিতে যে-কোন মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ত। কিন্তু বিপদের মুহূর্তে বেউল্‌ফের বুদ্ধি প্রখর হয়ে ওঠে। তিনি আনফারথের অকেজো হ্রানটিং তরোয়াল দূরে নিক্ষেপ করলেন। তারপর দানবীর মাথার চুল হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে তাকে হলের মধ্যে বোঁ-বোঁ করে ঘোরাতে লাগলেন।

একসময় হাতের গতি শ্লথ করে বেউল্ফ দেখতে লাগলেন, দানবীর কি অবস্থা হয়েছে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে দানবী বেউল্ফের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেউল্ফ টাল সামলাতে না পেরে মেঝেতে পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দানবী বেউল্ফের বুকে চেপে বসল। তারপর কটিবন্ধ থেকে একটা ছুরি বের করে বেউল্ফকে হত্যা করতে চেষ্টা করল। কিন্তু বর্ম ভেদ করে সে-ছুরি বেউল্ফের বুকে বিদ্ধ

The Online Library of Bangla Books

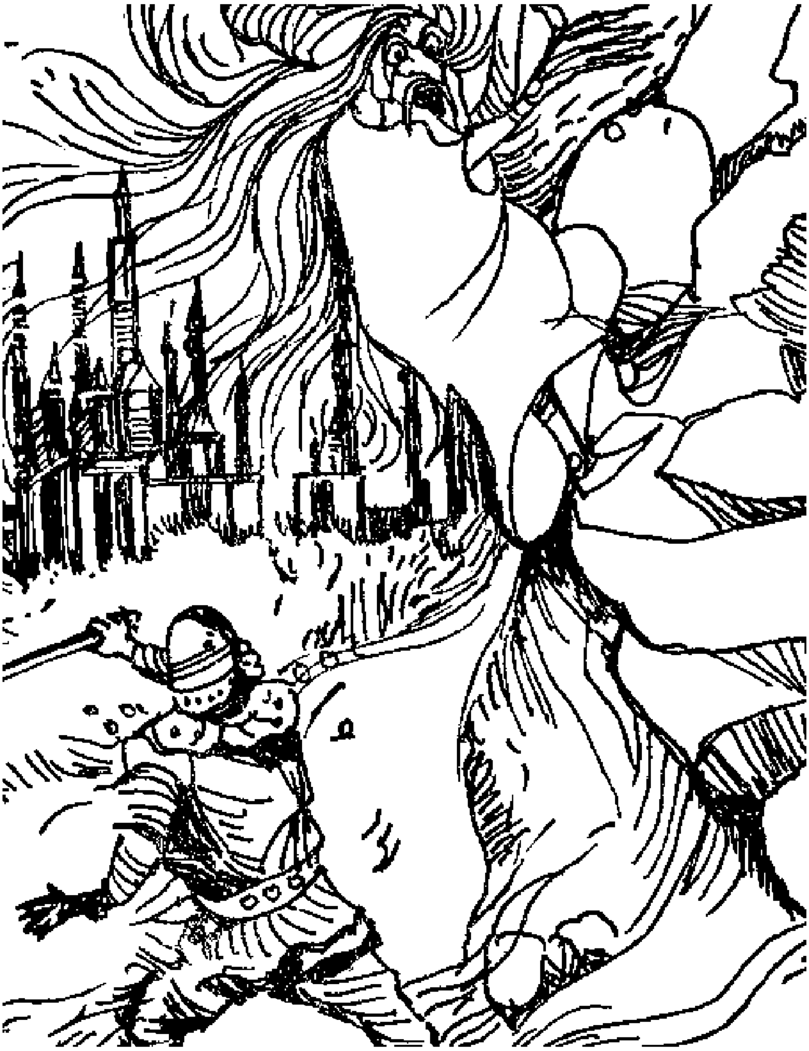

হল না। বেউল্‌ফ প্রচণ্ড শক্তিতে দানবীকে ধাক্কা দিয়ে ধরাশায়ী করে ফেললেন। তারপর তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন।

দানবীর প্রাসাদের অস্ত্রাগারে ছিল অনেক তরোয়াল। বেউল্‌ফ খুব দ্রুত একটা তরোয়াল সেখান থেকে তুলে নিলেন। এটা আকারে এত বড় যে অন্য-কোন মানুষের পক্ষে তা হাত দিয়ে তোলা খুব কঠিন হত।

বেউল্‌ফ তরোয়ালটা প্রচণ্ড বেগে ঘোরাতে ঘোরাতে দানবীর দিকে ছুটে গেলেন। তরোয়ালের আঘাতে দানবীর গলার হাড় ভেঙ্গে গেল। তখন বেউল্‌ফ তরোয়ালের ডগা দানবীর বুকে বিদ্ধ করলেন। দানবীর রক্তে রাঙা হল তরোয়াল। দানবী মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল।

বেউল্‌ফ তরোয়ালটা দানবীর দেহ থেকে টেনে বের করলেন। তারপর ওটা হাতে নিয়ে হলঘর ধরে এগিয়ে গেলেন। একটু পরে তিনি দেখতে পেলেন—একটা ঘরে গ্রেন্‌ডেলের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। ওটা চোখে পড়তেই বেউল্‌ফের মনে জেগে উঠল নরহত্যার এক অতীত কলঙ্কিত অধ্যায়। বহু হত্যাকাণ্ডের নায়কের অসহায় মৃতদেহ পাতালপুরীর এক গুপ্ত কক্ষে! গ্রেন্‌ডেলের দেহ থেকে তিনি মাথাটা তরোয়াল দিয়ে কেটে ফেললেন।

ষোল. পাতালপুরী থেকে ফেরা

হ্রদের নিচে বেউল্‌ফ একাকী গেছেন দানবীর সন্ধানে। আট ঘণ্টা কেটে গেল। তাঁর ফেরার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সঙ্গীরা হ্রদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হ্রদের জল রক্তরঞ্জিত—তাতে চলছে প্রচণ্ড আলোড়ন। বৃদ্ধেরা বলাবলি করছে—বেউল্‌ফ নিশ্চয়ই দানবীর হাতে নিহত হয়েছে, সে আর কোনদিন ফিরে আসবে না।

শিলড যোদ্ধারা রাজা হ্রদগারকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদের দিকে ফিরে চলল। শুধু জিট যোদ্ধারা হ্রদের তীরে বসে রইল। তারা জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে আছে—কখন তাদের নেতা পাতালপুরী থেকে ফিরে আসবেন।

এদিকে দানবীর প্রাসাদে বেউল্‌ফ এক অলৌকিক ঘটনা লক্ষ্য করলেন। দানবীর যে-তলোয়ার দিয়ে তিনি তাকে হত্যা করেছিলেন তা হঠাৎ গলে যেতে লাগল। সমস্ত ইস্পাত বিন্দু বিন্দু রক্ত হয়ে ঝরে পড়ছে। দানবীর উষ্ণ রক্তের স্পর্শেই তরোয়াল গলে গেল। সোনার-পাতে মোড়া হাতলটা শুধু রয়ে গেল। ঠিক তখনই জলের স্রোত যেন অদৃশ্য বাঁধ ভেঙ্গে কলকল শব্দে আছড়ে পড়ল প্রাসাদের উপর।

দানবীর প্রাসাদে কত মূল্যবান ধনরত্ন রয়েছে। বেউল্ফ সেসব কিছুই ছুঁলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি গ্রেন্‌ডেলের মুণ্ড, গলে-যাওয়া তরোয়ালের হাতল আর হান্টিং তরবারিটি তুলে নিলেন। তারপর সাঁতার কেটে হ্রদের গভীর তলা থেকে জলের উপরে ভেসে উঠলেন।

জিট বীরেরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। তারা সবাই এগিয়ে গেল বেউল্‌ফের কাছে। দানবীর বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে বেউল্‌ফ ফিরে এসেছেন। সঙ্গে নিয়ে-আসা গ্রেন্‌ডেলের মুণ্ড আর তরোয়ালের বিশাল হাতল দেখে তারা খুব খুশি। সবাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল।

বেউল্‌ফ তীরে উঠতেই তারা বেউল্‌ফের বর্ম আর শিরস্ত্রাণ খুলে দিল।

হ্রদের জল শান্ত। সে-জল শুধু দানবীর রক্তে রাঙা।

তারপর সবাই বেউল্‌ফকে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে রওনা দিল হেওরটের দিকে। গ্রেন্‌ডেলের মুণ্ডটা খুব ভারী। ওটা বর্শার মাথায় বিদ্ধ করা হয়েছে। চারজন জিট যোদ্ধা বর্শাটা অতিকষ্টে বয়ে নিয়ে চলল।

কিছুক্ষণ পর তারা হেওরটে পৌঁছল। বেউল্‌ফ চোদ্দজন জিট যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে রাজা হ্রদগারের কাছে উপস্থিত হলেন।

গ্রেন্‌ডেলের মুণ্ডতে ছিল বড় বড় চুলের গোছা। বর্শার মাথা থেকে মুণ্ডটা খুলে সেই চুলের গোছা ধরে টানতে টানতে সেটাকে হলঘরে ঢোকানো হল। রাজা, রানী ও সভাসদেরা ভয়ে আর বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল সেই মুণ্ডটা।

বেউল্‌ফ রাজা হ্রদগারকে সম্বোধন করে বললেন—

'মহারাজ, যুদ্ধের শেষে পাতালপুরী থেকে আপনার জন্য এই বিজয়-চিহ্ন নিয়ে এসেছি। এই যুদ্ধে হয়ত আমি নিহত হতাম—যদি ঈশ্বর আমার প্রতি সদয় না হতেন।

'দানবীর সঙ্গে যুদ্ধে হ্রানটিং তরোয়াল দিয়ে আমি সুবিধে করতে পারিনি। অস্ত্রটি বিখ্যাত হলেও দানবীর গায়ে আঁচড়ও কাটতে পারেনি। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমি দানবীর অস্ত্রাগারে একটা বড় তরোয়াল খুঁজে পেয়েছিলাম। ভেবে দেখুন, ঈশ্বর নির্বান্ধবের প্রকৃত বন্ধু। তাই অস্ত্রটা যথাসময়ে হাতে এসেছিল, আর সেটা দিয়েই আমি দানবীকে হত্যা করেছি। কিন্তু দানবীর উষ্ণ রক্তে ঐ তরবারি গলে গেছে। মণিমুক্তোখচিত হাতলটা শুধু নিয়ে এসেছি।

'এবার থেকে আপনি পাত্র-মিত্র আর ডেন-বীরদের সঙ্গে হেওরট প্রাসাদে নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে ঘুমুতে পারবেন। দৈত্যদের অতর্কিত আক্রমণের আর-কোন আশঙ্কা নেই।'

বেউল্‌ফ দানবীর তরোয়ালের হাতল রাজা হ্রুদগারের হাতে তুলে দিলেন। গ্রেন্‌ডেল আর তার মায়ের মৃত্যুর পরই ওটা শিলড অধিপতির হাতে এল। হাতলটা দেখে মনে হল—ওটা কোন নিপুণ কারিগরের হাতে তৈরি। ঈশ্বরের শত্রুদের নিধন করতে যে-তরবারি ব্যবহার করা হয়েছে ওটা তারই হাতল। হাতলটা এসেছে ডেন জাতির শ্রেষ্ঠ দয়ালু রাজার হাতে

হ্রুদগার হাতলটা পরীক্ষা করে দেখলেন। বীর যোদ্ধাদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি ওটার অধিকারী হলেন। সোনার-পাতে-মোড়া হাতলটাতে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় ভাষায় খোদাই করে লেখা হল—'ঈশ্বরের পরম প্রিয় মানবজাতির উপর অত্যাচার করার ফলে, ঈশ্বরের নির্দেশে হিংস্র দানবী পাতালপুরীতে নিহত হল এই তরবারির আঘাতে। এটা বেউল্‌ফের ব্যবহারের জন্যই তৈরি হয়েছিল।'

সতের. বেউল্‌ফের সংবর্ধনা

পাতালপুরীতে দানবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়ে বেউল্‌ফ নিরাপদে হেওরটে ফিরে আসায় শিলড-অধিপতি বেউল্‌ফকে যথোচিত সংবর্ধনার ব্যবস্থা করলেন। প্রাসাদের হলঘরে জিট-বীরদের বিশেষ আসন দেওয়া হল। পাত্র মিত্র অমাত্য—সকলের দৃষ্টি বেউল্‌ফের দিকে।

রাজা বেউল্‌ফকে সম্বোধন করে বললেন—

'বন্ধু বেউল্‌ফ, শিলড জাতির ত্রাতা রূপে তুমি এদেশে এসেছিলে। দৈত্য গ্রেন্‌ডেল ও দুর্ধর্ষ দানবীকে হত্যা করতে তুমি শক্তি ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ। তোমার খ্যাতি ডেনমার্ক ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। তুমি তোমার স্বজাতির কাছে শান্তি আর শক্তির উৎস রূপে চিরকাল বিরাজ করবে।

'আর্তকে যে রক্ষা করে সে যথার্থ মানুষ। সংসারে যথার্থ মানুষ বিরল। তাহলে এরেমড-এর কাহিনী শোন এরেমড শিলডদের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না। তার কাজ ছিল ডেনদের হত্যা করা। স্বভাবে সে ছিল বর্বরদের মতো। তাই সে তার বিশ্বস্ত উপদেষ্টাদের হত্যা করেছিল। ঈশ্বর তাকে শক্তি ও সামর্থ্য যথেষ্ট দিয়েছিলেন। কিন্তু সে এগুলোর অসদ্ব্যবহার করেছে, কারণ সে ছিল রক্তপিপাসু। জনসাধারণের কাছে দীর্ঘদিন ধরে সে ছিল অশুভ শক্তির এক মূর্ত প্রতীক আমি এ কাহিনী তোমাকে বললাম—ন্যায়ের পথে চলার শিক্ষা গ্রহণ যে কত প্রয়োজনীয় তা জানাতে।

'ভাবতে অবাক লাগে, ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন জমি, মর্যাদা আর প্রজ্ঞা। পৃথিবীর সব-কিছুর উপর তাঁর কর্তব্য প্রতিষ্ঠিত। তিনি মানুষের মনে বিখ্যাত বংশের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তোলেন। মানুষকে দেন রাজত্ব করার আনন্দ। কখনও বা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত এক বিশাল সাম্রাজ্য তার অধীনে এনে দেন। মানুষের কাছে সে-সাম্রাজ্যকে অন্তহীন বলে মনে হয়। এখানে সে ঈশ্বরের দয়ায় প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে—কোন রোগ, জরা, দুঃখ, শত্রুতা তাকে স্পর্শ করে না। সমস্ত পৃথিবী তার ইচ্ছার দাস হয়।

'মনের মধ্যে অহঙ্কার দানা বাঁধলেই জীবনে দুঃখ নেমে আসে। তখন সে দুর্ভাবনায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখনই তার মনে জেগে ওঠে লোভ। তাই বিশাল সাম্রাজ্য তার কাছে ক্ষুদ্র বলে মনে হয়। তখন সে দান-ধ্যান বন্ধ করে, ঈশ্বরের দেওয়া সম্মানকে অগ্রাহ্য করে। তারপর তার মৃত্যু ঘটে। তখন অন্য এক দল এসে তার সাম্রাজ্য অধিকার করে। উদার হাতে বীরপুরুষদের মধ্যে নানা সম্পদ বিলিয়ে দেয়।'

'বেউল্‌ফ, তুমি হৃদয়ে উদারভাব পোষণ করবে। মনের মধ্যে অহঙ্কারের স্থান যেন না থাকে। তোমার বীরত্বের খ্যাতি বেশ কিছুদিন এই সংসারে টিকে থাকবে। তারপর জরা বা কোন দুর্ঘটনা

সে-খ্যাতিকে ম্লান করে দেবে। অবশেষে মৃত্যু এসে এক শূন্যতার সৃষ্টি করবে।'

'আমি পঞ্চাশ বৎসর ধরে ডেনমার্ক শাসন করছি। প্রজাদের আমি নানা জাতির আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছি। আমি ভাবতাম—আমি অজাতশত্রু। কিন্তু গ্রেন্ডেল আমার প্রাসাদ আক্রমণ করে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের সুখ-শান্তি নষ্ট করেছে। আমি নিজেও প্রিয় যোদ্ধাদের মৃত্যুতে শোক ভোগ করেছি। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—সেই শত্রু ধ্বংস হয়েছে, তার ছিন্ন মুণ্ড আমার সামনেই রয়েছে।

'বেউল্ফ, এবারে তুমি ভোজকক্ষে সকলের সঙ্গে ভোজে আপ্যায়িত হবে। কাল সকালে আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব—দানবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোমার সাফল্যের জন্য।'

বেউল্ফ রাজার সমাদরে আনন্দিত হলেন। রাজার নির্দেশ-মতো তিনি ভোজকক্ষে বিশেষ আসনে বসলেন। সেখানে বীর যোদ্ধারা, বেউল্ফের সঙ্গীরা, রাজার অমাত্য—সকলেই খেতে বসল। ভালো ভালো খাবার পরিবেশন করা হল। ভোজের পর সুরা-পান। চারণ-কবির গান সকলকে আনন্দ দিল। রাত গভীর হল। প্রাচীনেরা উঠে পড়লেন। রাজা ঘুমুতে গেলেন।

বেউল্ফের বিশ্রামের প্রয়োজন। দানবীর সঙ্গে লড়াই করে তিনি ক্লান্ত। একজন অমাত্য তাঁকে বিশ্রাম-কক্ষে নিয়ে গেল। বেউল্ফ যাতে আরামে ঘুমুতে পারেন, সেজন্য সে সব ব্যবস্থা করে দিল।

আঠার. রাজা হৃদগারের কাছ থেকে বিদায় নিলেন বেউল্ফ

পরদিন সকালবেলা। জিট-যোদ্ধারা ফিরে যাবে তাদের দেশে—দক্ষিণ সুইডেনে। তারা যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হল। বেউল্ফকে জাহাজ সাজানোর ভার নিতে হবে। বেউল্ফ আর সঙ্গীরা যুদ্ধের পোশাক পরে তৈরি হল। আনফারথের সঙ্গে দেখা হতেই বেউল্ফ তাকে জানালেন—তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন। আনফারথ তার

হ্রানটিং তরোয়াল বেউল্‌ফকে উপহার দিল। বেউল্‌ফ সেটি গ্রহণ করে আনফারথকে ধন্যবাদ জানালেন।

বেউল্‌ফ রাজা হ্রুদগারের কাছে বিদায় নিতে গেলেন। তিনি রাজাকে সম্বোধন করে বললেন—

'আমরা দেশে ফিরে যেতে চাই। রাজা হিগেলাক আমাদের পথ চেয়ে বসে আছেন। আমরা আপনার সমাদর ও ভালোবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছি। আপনার প্রয়োজনে কঠিনতর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আপনার কাছ থেকে আরও ভালোবাসা পেতে ভবিষ্যতেও আমরা প্রস্তুত থাকব। যদি কোন প্রতিবেশী রাজা আপনার দেশ আক্রমণ করে, খবর পাওয়ামাত্র আমি হাজার হাজার বীর যোদ্ধা নিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে চলে আসব। জিটরাজ হিগেলাক আমাকে একাজে সমর্থন করবেন। যুবরাজ হ্রেদরিক যদি জিটরাজার সভায় কখনও আসেন ওখানেও অনেক বন্ধু পাবেন তিনি। বুদ্ধিমান রাজপুত্রদের দূর দূর দেশেভ্রমণ করা উচিত।'

রাজা হ্রুদগার উত্তরে বললেন—

'বেউল্‌ফ, তোমাকে প্রশংসা করার মতো ভাষা আমার নেই। দৈহিক শক্তি, বুদ্ধি ও বাগ্মিতায় তুমি অসাধারণ। আমার ধারণা—যদি জিটরাজ হিগেলাকের মৃত্যু ঘটে (ঈশ্বর না-করুন) আর তুমি যদি দেশ শাসন করতে রাজি থাক তবে তোমার দেশবাসী দেশের শাসক হিসেবে তোমার চেয়ে যোগ্যতর কোন লোক খুঁজে পাবে না। যত দিন যাচ্ছে তুমি ততই আকর্ষণীয় হয়ে উঠছ। জিট ও শিলড জাতির মধ্যে তুমিই বন্ধুত্ব ঘটিয়েছ। অতীতে দুই জাতির মধ্যে যে-শত্রুতা দেখা দিয়েছিল তার অবসান ঘটেছে। আমি যতদিন এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর থাকব ততদিন আমার সম্পদে সাধারণ মানুষের অধিকার থাকবে। আমার দেশবাসী মাঝে মাঝে তোমাদের দেশে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। তখন তারা আমার কাছ থেকে তোমাদের জন্য উপহার নিয়ে যাবে।'

রাজা বেউল্ফকে বারটি মূল্যবান সম্পদ উপহার দিলেন। তিনি বেউল্‌ফকে অনুরোধ করলেন—তিনি যেন এগুলো সঙ্গে করে দেশে নিয়ে যান। রাজা তাঁকে চুম্বন করলেন, তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে অশ্রু বিসর্জন করলেন। রাজা মনে মনে ভাবলেন—'বুড়ো হয়ে গেছি, আর কি এ-জীবনে বেউল্‌ফের সঙ্গে দেখা হবে! ওকে যদি মাঝে মাঝে দেখতে পেতাম!'

বেউল্‌ফ সাশ্রুনয়নে রাজার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তারপর তিনি সঙ্গীদের নিয়ে সমুদ্র-তীরের দিকে অগ্রসর হলেন।

উনিশ. স্বদেশের অভিমুখে বেউল্ফ

জিট যোদ্ধারা বর্ম, শিরস্ত্রাণ ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সমুদ্র-তীরে উপস্থিত হল। রাজার প্রহরী পাহাড়ের চূড়ায় বসে সমুদ্র-তীর পাহারা দিচ্ছিল। সে ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে এল। যোদ্ধাদের অভিবাদন করল।

জিটদের জাহাজটিকে বালির চড়ার উপর তুলে রাখা হয়েছিল। অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম, শিরস্ত্রাণ, বর্শা, ঘোড়া ও নানা ধনসম্পত্তি দিয়ে জাহাজ বোঝাই করা হল। রাজা হ্রদগারের দেওয়া উপহার স্তূপীকৃত হয়ে প্রায় মাস্তুল পর্যন্ত উঠে গেল। তখন জাহাজে খুব উঁচু একটা নতুন মাস্তুল বসানো হল। জাহাজে তো পাল খাটাতে হবে!

প্রহরী বেউল্‌ফকে সোনায় মোড়া একটা তরবারি উপহার দিল। এই প্রাচীন তরবারি কোমরে ধারণ করে বেউল্‌ফ যখন কোন ভোজশালায় যাবেন তখন ডেনমার্কে অর্জিত খ্যাতির জন্য তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

বেউল্ফ জাহাজে উঠলেন। জিট যোদ্ধারা বালির চড়া থেকে জাহাজটি টেনে গভীর জলে নাগাল। তারপর জাহাজটিকে বেউল্‌ফ তীরভূমি থেকে কিছু দূরে চালিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গীরা একটা ছোট নৌকো করে জাহাজে চলে গেল। জাহাজে চড়ে তারা নৌকোটাকে জাহাজের সঙ্গে বেঁধে ফেলল। তারপর জাহাজ চালানোর জন্য সবাই মনোযোগ দিল। দড়ি দিয়ে জাহাজের মাস্তুলে পাল খাটানো হল।

জাহাজ সমুদ্রের পথ ধরে এগিয়ে চলল। সমুদ্রে ঝোড়ো বাতাস ছিল না। ঢেউয়ের রাশি দলিত করে জাহাজটি গর্বভরে ভেসে চলল।

একসময় দূর থেকে সুইডেনের পাহাড়-পর্বত দেখা গেল। তারপর

ক্রমে অন্তরীপ আর উপকূল কাছে এল। শেষ পর্যন্ত জাহাজ দক্ষিণ-সুইডেনের এক বন্দরে এসে পৌঁছল।

বন্দর-প্রহরী দীর্ঘদিন ধরে সমুদ্রের বিশাল জলরাশির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকত। সে ভাবত—কবে বেউল্‌ফ বীর যোদ্ধাদের নিয়ে ফিরে আসবে। জাহাজ তীরে আসতেই সে এগিয়ে গেল। তারপর জাহাজের নোঙ্গর বাঁধতে সে সাহায্য করল। জাহাজটিকে বেলাভূমিতে তুলে নোঙ্গরের শিকলের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল, যাতে জোয়ার এসে জাহাজটি ভাসিয়ে নিতে না পারে।

কুড়ি. স্বদেশের মাটিতে

বেউল্‌ফের জাহাজ দক্ষিণ-সুইডেনের উপকূলে ভিড়ল। বন্দরের প্রহরী যোদ্ধাদের স্বাগত জানাল। সে তাদের প্রত্যাবর্তনে আনন্দ প্রকাশ করল। তার হুকুমে যোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধের পোশাক ও অন্যান্য ধনসম্পত্তি জাহাজ থেকে নামানো হল। রাজা হিগেলাকের প্রাসাদে সেগুলো বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রহরী লোকজনদের নির্দেশ দিল। রাজা হিগেলাক অমাত্যদের নিয়ে যে-প্রাসাদে বাস করেন সেটা সমুদ্র-তটের কাছেই।

প্রাসাদটির খুব জাঁকজমক। রাজা হিগেলাক শক্তিমান। তিনি প্রাসাদের হলঘরে পারিষদদের সঙ্গে বসে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। রানী হিগেদ যুবতী। তিনি দেখতে খুব সুন্দরী নন। কিন্তু তাঁর মন খুব উদার। রাজা যখন প্রজাদের পুরস্কৃত করেন তখন রানী হিগেদ আপত্তি করেন না, অ্যাঙ্গলরাজ অফা-এর রানী থ্রিথ-এর মতো অহঙ্কারী বা ভয়ঙ্করী ছিলেন না। শোনা যায় রাজার কোন সঙ্গী রানী থ্রিথের দিকে সরাসরি তাকাতে সাহস করত না। তাঁর দিকে তাকানোর শাস্তি ছিল মৃত্যু। কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে এরকম খেয়ালিপনা ভালো নয়। তার খেয়ালিপনার জন্যে কোন প্রজার মৃত্যু ঘটলে রাজা অফা খুব দুঃখ পেতেন। তিনি মনে মনে রানীর উপর রেগে যেতেন।

লোকেরা রানী থ্রিথ সম্বন্ধে অন্য কাহিনীও বলে। রাজা অফার

সঙ্গে বিয়ে হবার পর থ্রিথ নাকি প্রজাদের উপর খুব বেশি 'অত্যাচার করেনি। থ্রিথের পিতা যৌতুক হিসেবে অনেক সোনাদানা দিয়ে অফার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের পর সে হলুদ সাগর পেরিয়ে স্বামীর প্রাসাদে পৌঁছিল। যখন সে সিংহাসনে রাজার পাশে বসল তখন সে রীতিমতো এক মহীয়সী নারী। গারমুন্ডের পুত্র রাজা অফা সেকালের সবচেয়ে সেরা ব্যক্তি—বীরত্বে, জ্ঞানে, দান-ধ্যানে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। অফা আর থ্রিথের ছেলের নাম ইয়োম্যার। একদিন সে-ও সেরা বীর বলে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছিল।

রাজা অফার কথা থাক। এদিকে বেউল্‌ফ অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে জাহাজ থেকে নামলেন। তারপর হিগেলাকের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন। কিছু দূর যেতেই দেখা গেল সবুজ প্রান্তর। আকাশে সূর্য কিরণ ছড়াচ্ছে।

বেউল্‌ফ সঙ্গীদের নিয়ে প্রাসাদে পৌঁছিলেন। তরুণ রাজা হিগেলাক রাজসভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করছিলেন। হিগেলাকের বীরত্বও সুপরিচিত। তিনি সুইডেনরাজ অনগেনথিউকে যুদ্ধে নিহত করেছিলেন।

একুশ. হিগেলাক সমীপে বেউল্‌ফ

বেউল্‌ফের আগমন-বার্তা অবিলম্বে রাজা হিগেলাকের কাছে ঘোষণা করা হল। রাজা সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন—হলঘরের একাংশে অভ্যাগতদের বসার ব্যবস্থা করতে। বেউল্‌ফ অনুচরদের সঙ্গে হলঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর তিনি রাজা হিগেলাকের মুখোমুখি আসনে বসলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বিনয়ের সঙ্গে বেউল্‌ফ রাজাকে অভিবাদন করলেন। হেয়ারেথ-কন্যা রানী হিগেদ মদ্যপাত্র নিয়ে হলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সকলকে পানীয় পরিবেশন করলেন।

হিগেলাক বেউল্‌ফকে সম্বোধন করে বললেন—

'প্রিয় বেউল্‌ফ, তুমি সাগর পাড়ি দিয়ে হেওরট-আক্রমণ প্রতিহত করতে ডেনমার্কে গিয়েছিলে। তোমার সাগর-ভ্রমণ ফলপ্রসূ হয়েছে

তো ? রাজা হ্রুদগারের দুঃখ নিশ্চয়ই লাঘব করতে পেরেছ ? ডেনমার্কের অধিবাসীদের বিপদে আমার হৃদয়েও কম দুঃখ ছিল না। তোমার দুঃসাহসী অভিযানে আমি আস্থা রাখতে পারিনি। আমি তোমাকে বলেছিলাম—শুনে দৈত্যদের বিরুদ্ধে তোমার কিছুই করণীয় নেই, দক্ষিণ-ডেনমার্কের অধিবাসীরা নিজেরাই গ্রেন্‌ডেলের আক্রমণ প্রতিহত করুক। তুমি যে ঈশ্বরের কৃপায় অক্ষত অবস্থায় স্বদেশে ফিরে এসেছ, সেজন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।'

বেউল্‌ফ উত্তর দিলেন—

'প্রভু হিগেলাক, ডেনমার্কে দৈত্য গ্রেন্‌ডেলের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধের সাক্ষী অনেক লোক। সাহসী শিলড জাতির উপর গ্রেন্‌ডেল যে নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছিল আমি তার প্রতিশোধ নিয়েছি। ঐ দৈত্যের প্রতিহিংসাপরায়ণা জননীকে হত্যা করতে আমি পাতালপুরীর প্রাসাদে চলে গিয়েছিলাম। এখন গ্রেন্‌ডেলের আর-কোন প্রিয়জন বেঁচে নেই। হেওরটে আর মৃত্যুর বিভীষিকা সৃষ্টি হবে না।

'হেওরটে রাজা হ্রুদগারকে অভিবাদন করে আমি যখন গ্রেন্‌ডেল-নিধনের পরিকল্পনা ব্যক্ত করলাম তখন তিনি আমাকে তাঁর নিজের পুত্রের পাশে আসন দিলেন। তাঁর অমাত্যরা হলঘরে আনন্দ করছিল। পৃথিবীতে এত বড় ভোজসভা আমি দেখিনি। রানী মাঝে মাঝে হলঘরে ঘুরে ঘুরে যোদ্ধাদের উৎসাহ দিচ্ছিলেন আসন গ্রহণ করার আগে তিনি কোন কোন যোদ্ধাকে আঙটি উপহার দিচ্ছিলেন। কখনও হ্রুদগারের কন্যা বর্ষীয়ান অমাত্য ও যোদ্ধাদের হাতে পানপাত্র তুলে দিচ্ছিল।

'রাজকন্যার নাম ফ্রেয়াওয়ারা। হিয়াথোবার্ড-রাজ ফ্রোডার পুত্র ইনগেল্‌ড এর সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে ছিল। রাজা ফ্রোডার সঙ্গে একবার ডেন যোদ্ধাদের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। সে-যুদ্ধে ফ্রোডা ডেনদের হাতে নিহত হয়েছিল। তখন থেকেই হিয়াথোবার্ড ও ডেনজাতির মধ্যে শত্রুতা চলছে। ডেন-অধিপতি হ্রুদগার ফ্রোডার পুত্র ইনগেল্‌ডের সঙ্গে নিজ কন্যার বিয়ে দিয়ে হিয়াথোবার্ড জাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু কনে যতই ভালো হোক না কেন, বিয়ের কিছু পরেই আবার পুরনো শত্রুতা নতুন করে দেখা দিল।

'ইনগেল্‌ড কনেকে সঙ্গে করে হলঘরে প্রবেশ করল। একজন ডেন-অমাত্য বরযাত্রীদের আপ্যায়ন করছিল। অমাত্যের দেহে পূর্ব পুরুষদের বর্ম আর কোমরে ফ্রোডার তরবারি। ফ্রোডাকে হত্যা করে

ডেনরা এই তরবারি কেড়ে নিয়েছিল। একজন হিয়াথোবার্ড যোদ্ধা ডেন-অমাত্যের কাছে ফ্রোডার তরবারি দেখে ইনগেল্ডকে বলল—

"ইনগেল্ড, তোমার বাবার তরোয়াল দেখে চিনতে পারছ না? তোমার বাবাকে যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করে ডেনরা ওটা কেড়ে নিয়েছিল। যেটা তোমার সম্পত্তি তা একজন ডেন-অমাত্য ধারণ করে হলের মধ্যে গর্বভরে বিচরণ করছে!"

'এভাবে সে ইনগেল্ডকে উত্তেজিত করতে লাগল। রাতে হিয়াথোবার্ডরা সেই ডেন-অমাত্যকে হত্যা করল। অন্যান্য ডেন-অমাত্য হল থেকে পালিয়ে গেল। তখন ইনগেল্ডের বিরুদ্ধে ডেনদের ঘৃণা বেড়ে গেল ইনগেল্ডও স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে ফেলল।

'এবারে আমি গ্রেন্ডেল সম্পর্কে বলছি। সব শুনে আপনি বুঝতে পারবেন, দৈত্যের সঙ্গে কি ভয়ানক লড়াই হয়েছিল।

'সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দৈত্য আমাদের সন্ধানে হেওরটে আবির্ভূত হল। আমরা হলঘরে নিশ্চিন্ত নিরাপদে রয়েছি। দৈত্য এসেই যোদ্ধাদের আক্রমণ করল। প্রথমে ইনডসিওকে সে আক্রমণ করল। তাকে হত্যা করে সে তার দেহ সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলল। দৈত্য শূন্যহাতে হল ত্যাগ করবে না। তার উদ্দেশ্য আরও লোকহত্যা। শক্তিশালী দৈত্য আমার দিকে হাত বাড়াল। তার হাতে ছিল একটা দানবীয় চামড়ার থলি। ঐ থলিতে সে আমাকে অন্যান্য কয়েক জনের সঙ্গে পুরতে চেয়েছিল কিন্তু তার আগেই আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

'আমি কিভাবে দৈত্যের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিয়েছিলাম তা বর্ণনা করলে কাহিনী দীর্ঘ হবে। মহারাজ, আমি আমার বীরত্বের বিনিময়ে দেশবাসীর জন্য এনেছি সুনাম ও যশ। দৈত্য পালিয়ে গেল হ্রদের তলায় পাতালপুরীতে। অল্প সময়ই সে বেঁচে ছিল, কিন্তু হেওরটে তাকে রেখে যেতে হল ডান হাত—তার পরাজয়ের চিহ্ন।

'সকালবেলায় আমরা ভোজে বসলাম। শিলড-রাজ আমার জয়ের জন্য আমাদের পুরস্কৃত করলেন অনেক সোনাদানা আর নানা জিনিসপত্র দিয়ে। আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। একজন বৃদ্ধ শিলড বীর পুরনো দিনের কাহিনী বললেন। একজন বীর যোদ্ধা বীণা বাজাতে লাগলেন। করুণ সুরের মূর্ছনার সঙ্গে চলল চারণ-কবির গান। রাজা মাঝে মাঝে মজার গল্প বলছেন। কখনও কখনও কোন যোদ্ধা যুবকদের কাছে যুদ্ধের বীরত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছে।

'এভাবে আমরা আনন্দের মধ্যে দিন কাটালাম। আবার রাত্রি ঘনিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেন্‌ডেলের মা পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে হেওরটে উপস্থিত হল। আমি তার পুত্রকে হত্যা করেছিলাম। দানবী পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিল একজন ডেন-যোদ্ধাকে হত্যা ক'রে। এই যোদ্ধার নাম অ্যাশকিয়ার। সে ছিল রাজার পুরনো উপদেষ্টা। দানবী তার মৃতদেহ নিয়ে হ্রদের নিচে পাতালপুরীতে চলে গেল। অ্যাশকিয়ারের মৃত্যুতে রাজা গভীর মনোকষ্ট পেলেন। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন—দানবীর আস্তানায় গিয়ে আমি যেন তাকে হত্যা করি। তিনি ঘোষণা করলেন, আমি দানবীকে হত্যা করলে তিনি আমাকে পুরস্কৃত করবেন।

'আমি ডেন-যোদ্ধাদের শত্রুকে নিধন করার জন্যে হ্রদের জলে ডুব দিয়ে পাতালপুরীতে দানবীর প্রাসাদে উপস্থিত হলাম। দৈত্যদের রানী দানবী। কিছুক্ষণ আমি খালি হাতে দানবীর সঙ্গে লড়েছি। তারপর দানবীর অস্ত্রাগারের এক বিশাল তলোয়ার হস্তগত করে দানবীর হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ করেছি। দানবীকে হত্যা করে ফিরে এলে রাজা হ্রদগার আমাকে অনেক অনেক পুরস্কার দিলেন।

'রাজা হ্রদগারের কাছ থেকে যেসব উপহার পেয়েছি সেগুলো আমি আপনাকে দিতে চাই। হিগেলাক, আপনি ছাড়া আমার তো আর-কোন নিকট আত্মীয় নেই।'

বেউল্‌ফ সঙ্গীদের অনুরোধ করলেন হ্রদগারের দেওয়া উপহার রাজসভায় নিয়ে আসতে। তারা সঙ্গে সঙ্গে উপহারগুলো নিয়ে এল। সেগুলো হচ্ছে—শূকরমূর্তি, পতাকা, শিরস্ত্রাণ, ধূসর বর্ম ইত্যাদি। বেউল্‌ফ হিগেলাককে বললেন—

'রাজা হ্রদগার আমাকে এগুলো দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন। এই এই যে বর্মটি দেখছেন, এটি ছিল শিলড-রাজ হেওরোগার-এর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। হেওরোগার কিন্তু এই বর্মটি তাঁর নিজের পুত্র হেওরোউয়ার্ডকেও ব্যবহার করতে দেননি অথচ হেওরোউয়ার্ড পিতার প্রতি অনুরক্ত ছিল। যাই হোক, এসব পুরস্কার আমি আপনাকে সমর্পণ করলাম। এগুলো যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে আপনি ব্যবহার করুন। এই সঙ্গে রাজা হ্রদগারের শুভেচ্ছা আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি —তিনি আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন।'

রাজা হ্রদগার বেউল্‌ফকে চারটে হলদে-বাদামী ঘোড়া দিয়েছিলেন। বেউল্‌ফ সেগুলো রাজা হিগেলাককে দিয়ে দিলেন।

আত্মীয়ের উচিত আত্মীয়দের প্রতি সদয় থাকা। ষড়যন্ত্র, শত্রুতা, হত্যার পরিকল্পনা আত্মীয়দের বিরুদ্ধে হওয়া উচিত নয়। হিগেলাকের প্রতি তাঁর ভাগিনেয় বেউল্ফ ছিলেন বিশ্বস্ত। উভয়ে উভয়ের সুখের জন্য সচেষ্ট।

বেউল্ফ রানী হিগেদকে একটি গলার হার দিলেন। এই হার ছড়া রানী উইলথিয়ো বেউল্ফকে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে বেউল্ফ তাঁর কাছ থেকে তিনটি সুসজ্জিত ঘোড়া উপহার পেয়েছিলেন। রানী হিগেদ হারছড়া পরতেই তাঁর সৌন্দর্য বহুগুণ বেড়ে গেল।

বাইশ. বেউল্ফের রাজপদ লাভ

হিগেলাকের সাম্রাজ্যে বীর বেউল্ফের সম্মান আর প্রতিপত্তি যথেষ্ট বেড়ে গেছে। বেউল্ফও মানুষ হিসেবে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি মদ্যপান করেন, কিন্তু কখনও মাতলামি করেন না। মদের নেশায় কোন সঙ্গীকে কটু কথা বলেন না। কোন ব্যক্তিকে তিনি অকারণে হত্যা করেন না। রক্তপাতকে তিনি ঘৃণা করেন। তাঁর ব্যবহার মার্জিত ও রুচিশীল। ঈশ্বরের কাছ থেকে তিনি যেসব গুণ পেয়েছিলেন তা তিনি সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করতেন। তিনি কখনও গুণের অপব্যয় করতেন না।

দক্ষিণ-সুইডেনে দীর্ঘদিন ধরে শান্তি বিরাজ করছে। দেশও ধীরে ধীরে সমৃদ্ধির পথে এগুচ্ছে। লোকক্ষয়কারী কোন যুদ্ধ ইতিমধ্যে সংঘটিত হয়নি। বিদেশী শত্রুও এদেশ আক্রমণ করেনি। বীর পুরুষেরা তরবারি কোষবদ্ধ করেই রেখে দিয়েছেন।

এ-রকম অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে বেউল্ফ সমাজের তাচ্ছিল্য পেয়ে আসছিলেন। জিট জাতির লোকেরা তাঁকে নিষ্কর্মা বলে গালাগাল দিচ্ছে। সকলেই ভাবতে শুরু করেছে—বেউল্ফ অলস, গোষ্ঠীপতি হওয়ার অনুপযুক্ত। বেউল্ফ কিন্তু বিদ্রূপে কান দিতেন না।

একদিন রাজা হিগেলাকের আদেশে তাঁর পিতা হ্রিদেলের স্বর্ণ-খচিত তরবারি রাজসভায় আনা হল। জিট-রাজের ভাণ্ডারে

এর চেয়ে মূল্যবান সম্পদ আর-কিছু ছিল না। হিগেলাক তরবারিটি বেউল্‌ফকে দান করলেন। তাছাড়া তিনি বেউল্‌ফকে দিলেন সাত-শ বিঘা জমি, একটা বাড়ি আর রাজপুত্রের পদমর্যাদা। হিগেলাক ও বেউল্ফ দুজনেই পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি, রাজ্য ও জমির অধিকার পেলেন। তবে হিগেলাকের অধিকারে রইল এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য।

তারপর একদিন রাজা হিগেলাককে ফ্রিজিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে হল। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর তরবারির আঘাতে তাঁর দেহে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হল। প্রচুর রক্তপাতের ফলে হিগেলাকের মৃত্যু হল। খবর পেয়ে বেউল্ফ ফ্রিজিয়ানদের দেশে হাজির হলেন—সাঁতার কেটে সমুদ্র পার হয়ে। এক বাহুতে ত্রিশটি বর্ম রেখে সমুদ্র পার হয়েছিলেন তিনি। যুদ্ধক্ষেত্রে পদাতিক সৈন্যেরা কাঠের ঢাল নিয়ে বেউল্‌ফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এল। বেউল্ফের কবল থেকে তারা কেউ বাড়ি ফিরে যেতে পারেনি। যুদ্ধজয় করে বেউল্‌ফ দেশে ফিরে এলেন। এবারও সাঁতার কেটে সমুদ্র পার হয়ে। রানী হিগেদ সমস্ত সম্পদ, রাজ্য, সিংহাসন—সবকিছুই বেউল্‌ফের হাতে তুলে দিলেন। হিগেলাকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হিয়ারড্রেডেরই সিংহাসন পাবার কথা। কিন্তু প্রতিবেশী রাজ্যগুলো জিট-সাম্রাজ্যের উপর লোলুপ দৃষ্টি দিচ্ছিল। এ-রকম অবস্থায় হিয়ারড্রেডের পক্ষে পিতৃভূমি রক্ষা করা কঠিন হবে।

কিন্তু গোষ্ঠীপতিরা প্রচণ্ড আপত্তি জানালেন। বেউল্ফ রাজা হয়ে হিয়ারড্রেডের উপর প্রভুত্ব করবেন—এতে তাঁরা সম্মতি দিলেন না। বেউল্‌ফ গোষ্ঠীপতিদের অভিমত মেনে নিলেন। হিয়ারড্রেড জিটদের রাজা হলেন।

বেউল্‌ফ তরুণ রাজা হিয়ারড্রেডকে সবরকমে সাহায্য করতে লাগলেন। প্রয়োজনে তিনি তাঁকে বন্ধুর মতো সৎ পরামর্শ দিতেন। প্রজাদের কাছে সে যাতে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে সে-বিষয়ে বেউল্ফ উদারভাবে চেষ্টা করতেন।

ধীরে ধীরে হিয়ারড্রেড বড় হলেন। এখন তিনি স্বাধীনভাবেই রাজ্য শাসন করেন। কিন্তু সুইডেনের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় তাঁর অকালমৃত্যু ঘটল। তখন সুইডেনের রাজা ওনেলা। ওনেলার ছোট ভাইয়ের দুই পুত্র এয়ানমুনড ও এয়াডগিলস ওনেলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তারা সুইডেন থেকে পালিয়ে দক্ষিণ-সুইডেনে এল। রাজা হিয়ারড্রেড তাদের আশ্রয় দিলেন। এদিকে ওনেলা

এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে দক্ষিণ-সুইডেন আক্রমণ করল। জিট-সৈন্যরা বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু জিটরাজ হিয়ারড্রেড যুদ্ধে নিহত হলেন। সেই সঙ্গে নিহত হল অতিয়ারের জ্যেষ্ঠ-পুত্র এয়ানমুনড। রাজা ওনেলা দেশে ফিরে গেলেন। বেউল্‌ফ হিয়ারড্রেডের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হলেন। তখন থেকেই তিনি জিট-সাম্রাজ্য শাসন করতে শুরু করেন।

রাজা হয়ে বেউল্‌ফ হিয়ারড্রেডের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার কথা ভোলেননি। অতিয়ারের পুত্র এয়াডগিলস বেউল্‌ফের আশ্রিত। তিনি এয়াডগিলসের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। বেউল্‌ফ এক বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করলেন। তারপর অনেক অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করালেন। এয়াডগিলস এই সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সুইডেন আক্রমণ করল। বেউল্‌ফ এই যুদ্ধে এয়াডগিলসকে নানাভাবে সাহায্য করলেন। সুইডেন-রাজ ওনেলা যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলেন। বেউল্‌ফ এয়াডগিলসকে সুইডেনের সিংহাসনে বসিয়ে দেশে ফিরে এলেন।

বেউল্‌ফ দক্ষতার সঙ্গে দেশ শাসন করতে লাগলেন। দেশের সম্পদ বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সভ্যতা আর সংস্কৃতির বিকাশ হল। রাজা গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত থাকেন। প্রজারা সুখে দিন কাটান। বেউল্‌ফ পঞ্চাশ বৎসর সুনামের সঙ্গে রাজত্ব করলেন।

তেইশ. অগ্নিনিঃসারী দৈত্যের আবির্ভাব

জিটদের দেশে বিপদের কালো ছায়া নেমে এল—অতর্কিতে, যার জন্য দেশের কোন মানুষই প্রস্তুত ছিল না।

দক্ষিণ সুইডেনে শ্মশানভূমিতে একটি ছোট পাহাড় আছে। পাহাড়টি সমুদ্র থেকে বেশি দূরে নয়। ঐ পাহাড়ের গুহার মধ্যে রয়েছে একটি গুপ্ত ধনভাণ্ডার। এক দৈত্য ঐ গুপ্তধন পাহারা দেয়। গুহায় যাবার একটা গোপন পথ আছে। তার সন্ধান কেউ জানত না। একদিন একজন লোক ঐ গুহায় ঢুকে পড়েছিল। লোকটি ঘড়াভরতি মণিমুক্তো নিয়ে পালিয়ে গেল। তখন দৈত্য ঘুমুচ্ছিল, তাই সে চোরকে বাধা দিতে পারেনি। এখন সে প্রতিশোধ নেবার জন্যে সন্ত্রাস শুরু করল। লোকেরা বুঝতে পারল—দৈত্য ক্রুদ্ধ হয়েছে।

যে-লোকটি দৈত্যের গুহা থেকে ধনরত্ন চুরি করেছে সে একজন যোদ্ধা। এক গুরুতর অপরাধের জন্য সে আশ্রয়চ্যুত হয়েছিল। শাস্তি এড়াবার জন্যে সে ঐ গুহায় ঢুকেছিল। হঠাৎ সে দৈত্যকে গুহায় ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেল। ভয়ে তার রক্ত হিম হয়ে গেল। কিন্তু

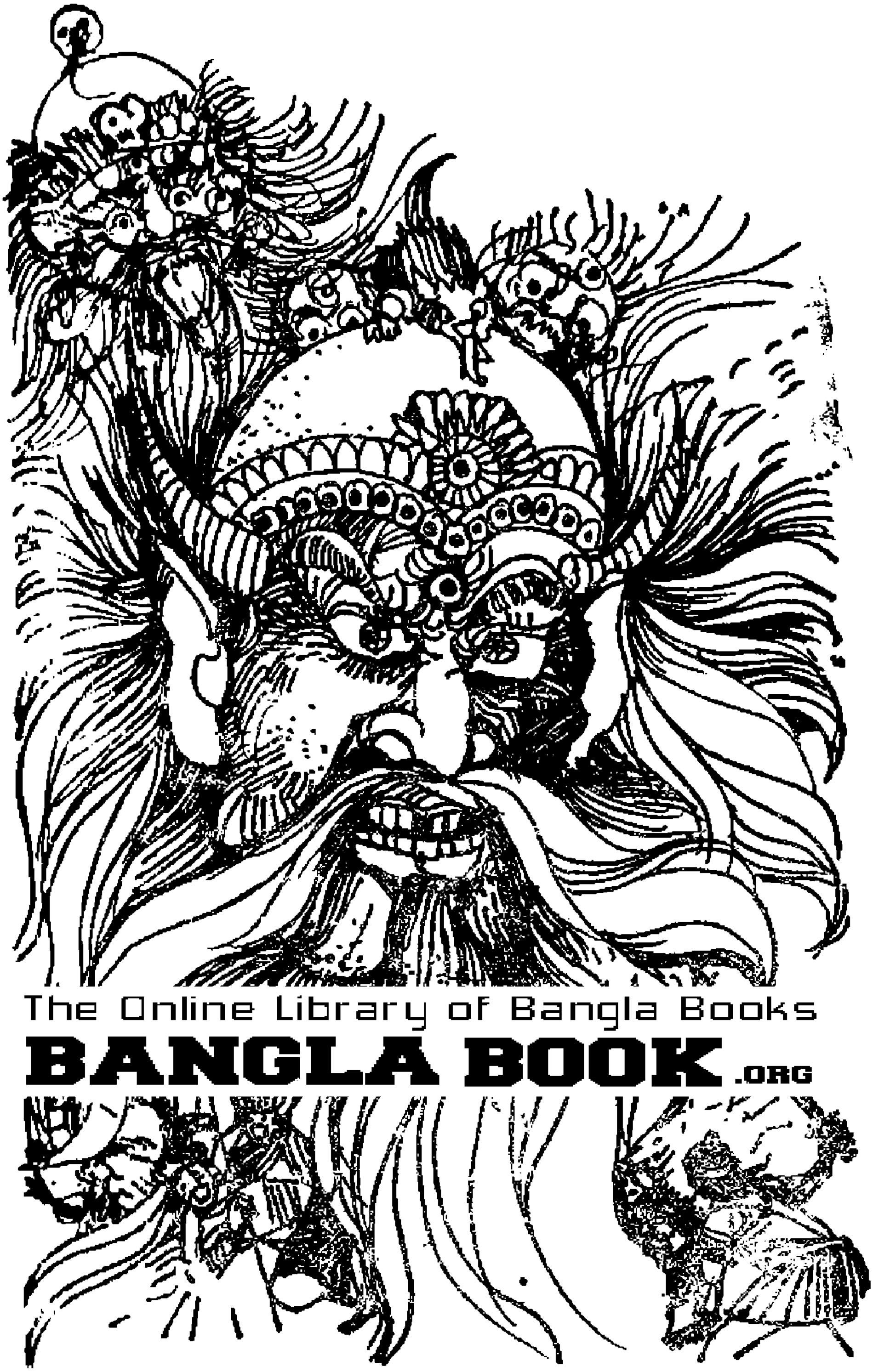

The Online Library of Bangla Books

মণিমুক্তো দেখে তার খুব লোভ হল। সে অতি সন্তর্পণে ঘুমন্ত দৈত্যের মাথার কাছে গিয়ে ঘড়াটা তুলে নিল। তারপর অতি নিঃশব্দে সে-গুহা থেকে দ্রুত পালিয়ে গেল। গুহায় আরও ধনরত্ন রয়েছে। ওগুলো প্রাচীন কালের সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেদের সম্পত্তি।

কিভাবে গুহায় এত ধনরত্ন জমা হয়েছিল? সে এক বিরাট কাহিনী

প্রাচীনকালে ধনী ব্যক্তি, যোদ্ধা ও বীরপুরুষদের মৃত্যুর পর তাদের ব্যক্তিগত ধনসম্পদ পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে রাখা হত। গুহাটা সমুদ্রের কাছে বলে ওটা অন্তরীপ ও খাড়ি দিয়ে ঘেরা ছিল একজন বয়স্ক ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে এই ধনসম্পত্তি পাহারা দিত। এখানে রয়েছে সোনার পানপাত্র, স্বর্ণখচিত শিরস্ত্রাণ, পেটানো সোনার বর্ম আর নানা অলঙ্কার। যারা এগুলো ব্যবহার করত তাদের মৃত্যু ঘটেছে। যে গুহাটা পাহারা দিত সে যখের মতো এই ধনদৌলত আগলে রাখত। কিন্তু তারও একদিন মৃত্যু ঘটল। তারপর একদিন অগ্নিনিঃসারী এক হিংস্র দানব আশ্রয়ের সন্ধানে এই গুহায় এসে উপস্থিত হল। অরক্ষিত অবস্থায় এত ধনদৌলত দেখে দৈত্য অবাক হল। সে খুঁজে খুঁজে মাটির তলায় অনেক অনেক ধনরত্নের সন্ধান পেল। এসব ধনরত্ন দৈত্যের কোন কাজে আসবে না। তবুও তিন-শ বছর ধরে সে ওগুলো পাহারা দিচ্ছিল।

পলাতক যোদ্ধা ঘড়াভরতি সোনাদানা নিয়ে মনিবের কাছে হাজির হল। মনিবের পায়ের কাছে সেগুলো রেখে সে প্রাণভিক্ষা করল। মনিব ওগুলো পেয়ে খুব খুশি। সে পলাতক যোদ্ধাকে ক্ষমা করে আশ্রয় দিল।

দৈত্য ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পেল মুণিমুক্তোর ঘড়াটা কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে। চোরকে ধরার জন্য সে গুহার চারপাশে ছুটোছুটি করে বেড়াল। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। তারপর সে চোরের পদচিহ্ন অনুসরণ করে গুহা থেকে পথে বেরুল। পদচিহ্ন পতিত জমির মধ্য দিয়ে চলে গেছে। বহুদূর পর্যন্ত গিয়েও সে কোন লোকের সন্ধান পেল না। তারপর সে গুহায় ফিরে এল। গুহাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল। সে দেখতে পেল—ইতিমধ্যে আরও ধনরত্ন কে-যেন লুট করে নিয়ে গেছে।

ক্রুদ্ধ দৈত্য মণিমুক্তো লুণ্ঠনের জন্য প্রতিশোধ নিতে অধীর হয়ে উঠল। সন্ধ্যা পর্যন্ত সে গুহায় অপেক্ষা করল। পৃথিবীর বুকে অন্ধকার

নেমে আসতেই সে লোকালয়ের দিকে ছুটল। তার নিশ্বাসের সঙ্গে আগুনের ফুলকি বেরুতে লাগল। নাক-মুখ দিয়ে আগুন উদ্‌গিরণ করে সে গৃহস্থদের বাড়ি পোড়াতে লাগল। লোকেরা ভয়ে দিশেহারা। অন্ধকারে প্রাণভয়ে তারা এলোমেলো ছুটছে। দৈত্য জীবন্ত মানুষকে দগ্ধ করতে লাগল। সকলেই সেই দানবকে দেখতে পেল। কিন্তু কেউ তাকে বাধা দিতে সাহস পেল না। সমস্ত রাত্রি ধরে দৈত্য ধ্বংসকার্য চালাল। সকালে সে ফিরে গেল নিজের গুহায়।

চব্বিশ. বেউল্‌ফ দৈত্য-নিধনে কৃতসংকল্প

দেশের রাজা প্রজাদের রক্ষক। প্রজাদের দুঃখে তিনি দুঃখী, প্রজাদের সুখে তিনি সুখী। এটাই রাজধর্ম। জিট-প্রজারা সদলবলে এসে বেউল্‌ফকে জানাল—এক ভয়ঙ্কর অগ্নিনিঃসারী দৈত্য তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। তারা রাজাকে এর প্রতিকার করতে অনুরোধ জানাল। তাছাড়া দৈত্য তার নিশ্বাসের আগুনে প্রজাদের জীবন্ত দগ্ধ করে মৃত্যু ঘটাচ্ছে। তারা রাজার কাছে দাবি জানাল—দৈত্যকে হত্যা করতে রাজাকে এগিয়ে আসতে হবে। দৈত্য নিহত না হলে শীগগিরই দেশ মহাশ্মশানে পরিণত হবে।

প্রজাদের দুঃখের কাহিনী শুনে বেউল্‌ফের অন্তর কেঁদে উঠল। তিনি তাদের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিলেন—যে-কোন ভাবে দৈত্যের অত্যাচার তিনি রোধ করবেন। প্রয়োজন হলে তিনি দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করবেন। তিনি অমাত্যদের আদেশ দিলেন—যেসব প্রজাদের ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে তাদের যেন অবিলম্বে নতুন ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়। যেসব প্রজারা দৈত্যের নিশ্বাসের আগুনে পুড়ে মরেছে, তিনি তাদের পরিবারের জন্য অর্থসাহায্য বরাদ্দ করে দিলেন। প্রজারা সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল।

বেউল্‌ফ মনে মনে ভাবলেন—তিনি নিশ্চয়ই প্রচলিত ন্যায়নীতি লঙ্ঘন করে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ক্রোধ উদ্রেক করেছেন। সেজন্যই তাঁর রাজ্যে ধ্বংসের এই অশুভ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রজাদের তিনি যে-আশ্বাস দিয়েছেন তাঁকে সেইমতো কাজ করতে

হবে। দৈত্যের অত্যাচার থেকে প্রজাদের বাঁচাতেই হবে। তিনি যদি দৈত্যকে হত্যা করতে না পারেন, তবে দেশে মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে আসবে, আর তাঁকে বিচ্যুত হতে হবে রাজধর্ম থেকে।

বেউল্‌ফ যোদ্ধা ও অমাত্যদের সঙ্গে মন্ত্রণায় বসলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, দৈত্যের অত্যাচার বন্ধ করতে হলে কিভাবে অগ্রসর হতে হবে। তাদের অভিমত—দৈত্যের নিশ্বাসের সঙ্গে যে আগুন বের হয় তাতে যে-কোন যোদ্ধা পুড়ে মারা যাবে। এই অবস্থায় দৈত্যের মোকাবিলা করা সহজ নয়। তারা রাজাকে পরামর্শ দিল—'আপনি ঘোষণা করে দিন, কেউ যেন দৈত্যের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করতে রত্নগুহায় লুণ্ঠন না চালায়। যে-যোদ্ধা রত্ন চুরি করেছিল তাকে ডেকে আনান,—সে দৈত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় পথপ্রদর্শক হবে। যুদ্ধে আমাদেরও সঙ্গী হিসেবে নিয়ে চলুন। কারণ বিরাট বাহিনী ছাড়া দৈত্যকে পরাস্ত করা যাবে না।'

বেউল্‌ফ বললেন—'দৈত্যের বিরুদ্ধে বিরাট বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতে যাওয়া আমার মনঃপূত নয়। দৈত্য যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন, আমি তার সঙ্গে একা যুদ্ধ করতে ভয় পাই না। অর্ধশতাব্দী আগে রাজা হৃদগারের প্রাসাদ শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করেছি। তখন মাত্র কব্জির জোরে দৈত্য গ্রেন্‌ডেল আর তার মাকে খতম করেছি। যৌবনে সামুদ্রিক দানব নিধন করেছি।'

প্রধান অমাত্য বলল, 'মহারাজ, এ দৈত্য খুব ভয়ঙ্কর। যোদ্ধার সংখ্যা বেশি হলে তাকে হত্যা করা সহজ হবে।'

বেউল্‌ফ উত্তর দিলেন, 'যোদ্ধার সংখ্যা বেশি হলে মৃত্যুর সংখ্যাও বেশি হবে। এক্ষেত্রে আমি একা যুদ্ধ করব। আমার সঙ্গী হিসেবে আমি মাত্র বারজন যোদ্ধাকে সঙ্গে নেব।'

সভায় স্থির হল, বেউল্‌ফ বারজন অনুচর নিয়ে দৈত্যকে হত্যা করার জন্য যাত্রা করবেন। তিনি কারিগরদের আদেশ দিলেন তাঁর জন্য লোহার ঢাল তৈরি করতে। কারণ কাঠের ঢাল আগুনে পুড়ে যেতে পারে।

পঁচিশ. বেউল্‌ফের যুদ্ধযাত্রা

বেউল্‌ফ জীবনে অনেক যুদ্ধ করেছেন, অনেক আক্রমণ প্রতিহত করেছেন। বিভিন্ন দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিয়েছেন। বিশাল সমুদ্র সাঁতরে তিনি অন্য দেশে যেতেন। জলের তলায় দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে জিতেছেন। অসংখ্য বীরত্বপূর্ণ কাজ করে আজও তিনি অক্ষত।

এবারে জিটরাজ বেউল্‌ফকে যুদ্ধ করতে হবে এক অগ্নিনিঃসারী দৈত্যের বিরুদ্ধে। তিনি বারজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে দৈত্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন।

বেউল্‌ফ আগেই শুনেছেন, কিভাবে দৈত্যের সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত হয়েছে। সেই বিরোধ থেকেই জিটজাতির লোকেরা হয়েছে গৃহহারা। অনেক জীবন হয়েছে বিনষ্ট। দৈত্যের গুহা থেকে ধনরত্নের যে-কলসী চুরি হয়েছিল তা বেউল্‌ফের হাতে এসেছে। রত্নচোরকে সঙ্গে নেওয়া হল, যাতে সে গুহায় যাবার পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। লোকটি বেউল্‌ফের দলের ত্রয়োদশ ব্যক্তি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকটি সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

দৈত্যের সঙ্গে বিরোধ-সৃষ্টি হয়েছে যে-লোকটার জন্যে সে দূর থেকে শৈলগুহাটি দেখিয়ে দিল। একটি গোপন সুড়ঙ্গ-পথে গুহায় পৌঁছনো যায়। লোকটি গুহায় প্রবেশের পথ দেখিয়ে দিল।

গুহাটা সমুদ্রের তীরে। ওর মধ্যে রয়েছে অপরিমিত ধনসম্পদ। দৈত্য ঐ ধনসম্পদ পাহারা দেয়। তিন-শ বছর ধরে সে পাহারা দিচ্ছে। দৈত্য এখন বৃদ্ধ। তবুও যে-কোন মানুষের পক্ষে ঐ গুহায় প্রবেশ করা সহজ নয়।

রাজা বেউল্‌ফ অন্তরীপের উপর বসে পড়লেন। তাঁর মন বিষাদে পূর্ণ, চঞ্চল। তিনি মৃত্যুর কথা ভাবছেন। তাঁর নিয়তি বোধ হয় তাঁকে জীবনের শেষ প্রান্তে এনে উপস্থিত করেছে। আজ তাঁর আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে।

সঙ্গীরা বেউল্‌ফকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখে দৈত্যের গুহায় প্রবেশ করতে

নিষেধ করল। তারা চেষ্টা করল—বেউল্ফ যাতে দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত না হন। কিন্তু বেউল্ফ তাদের জানালেন—যুদ্ধ করা বীরের ধর্ম। সে-ধর্ম থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হবেন না। তাছাড়া প্রজাদের দুঃখ দূর করা রাজা হিসেবে তাঁর কর্তব্য। মৃত্যুর ভয়ে দৈত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে যদি তিনি পিছিয়ে আসেন ইতিহাসে তাঁর চরিত্র মসীলিপ্ত হয়ে বিরাজ করবে। তাছাড়া মৃত্যুকে তিনি ভয় করেন না। তাঁর এই দীর্ঘ জীবনে মৃত্যুই যেন বারবার তাঁর কাছে হার মেনেছে।

আসল কথা, বেউল্ফের বারজন সঙ্গী দৈত্যের ভয়ে ভীত। তারা আজ নিজেদের জীবন বাঁচাতে বেশি আগ্রহী। রাজার অমাত্য হিসেবে রাজার মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিতে আজ তারা কুণ্ঠিত। বেউল্ফ তাদের মনোভাব বুঝতে পারলেও কিছু বললেন না। তাদের বললেন—এটা তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ। প্রজাদের সার্বিক মঙ্গলের জন্য তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেনই—এতে যদি তাঁর মৃত্যু হয়, তিনি হাসিমুখে সে-মৃত্যু বরণ করবেন।

ছাব্বিশ. বারজন সঙ্গীর প্রতি বেউল্ফ

বেউল্ফের মন বিষাদময়। তাঁর মন বলছে—এটাই তাঁর শেষ যুদ্ধ। যুদ্ধ-শেষে তিনি হয়ত আর পৃথিবীর আলো-বাতাস গ্রহণ করার সুযোগ পাবেন না। তাছাড়া তিনি এক অশুভ ইঙ্গিত পেয়েছেন। তাঁর সঙ্গী জিট-যোদ্ধারা মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছে। এটাই তাঁর কাছে পরপারের এক নির্দেশের মতো। আজ তাঁর মন অবগাহন করছে সুদূর অতীতে। শুধু অতীতের কথাই তাঁর মনে পড়ছে। মনের সব কথা আজ তিনি ব্যক্ত করতে চান সঙ্গীদের কাছে। তিনি চান, তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন হোক।

বেউল্ফ অনুচরদের সম্বোধন করে বললেন—

‘ভাইসব, যৌবনে আমি অনেক যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। সে-কথা

আজও আমার মনে পড়ছে। অতীতের কথা—যে-অতীত আমি দেখেছি, যাতে আমি অংশগ্রহণ করেছি। আমার বয়স যখন সাত বৎসর তখন আমার দাদামশাই রাজা হ্রিদেল আমাকে আমার বাবার কাছ থেকে নিয়ে আসেন। তিনিই আমাকে মানুষ করে তোলেন। যৌবনে আমি রাজসভায় স্থান পেলাম। রাজপ্রাসাদের সাধারণ ভোজকক্ষে আমি ভোজ খেতাম। রাজা আমাকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। রাজার ছিল তিন পুত্র—হেরেবিয়ালড, হেয়াথসিন ও হিগেলাক। রাজসভায় আমার মর্যাদা তাঁদের চেয়ে কম ছিল না। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র একদিন নিহত হলেন মধ্যম পুত্র হেয়াথসিনের হাতে। বেচারী তীর ছুঁড়তে গিয়ে ভাইকে জখম করে বসল। আর তার ফলেই হেরেবিয়ালডের মৃত্যু ঘটল।

'জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে রাজা হ্রিদেল খুব মুশড়ে পড়লেন। তিনি যেন শোকের প্রতিমূর্তি। সকাল বেলায় শয্যাত্যাগ করার পর যে-মুখটি তাঁর মনে পড়ে তা হচ্ছে তাঁর মৃত পুত্রের। শোকার্ত পিতা পুত্রের শূন্য ঘরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। প্রাসাদে চারণ কবি আর বীণা বাজিয়ে রাজ-প্রশস্তি গায় না। আগের মতো পানশালায় উল্লাসের ফোয়ারা ছোটে না।

'রাজা হ্রিদেল পুত্রের কবরের কাছে গিয়ে করুণ সুরে গান গেয়ে শোক প্রকাশ করেন। বাড়িঘর, দেশ তাঁর কাছে শূন্য বলে মনে হয়। এভাবেই জিটরাজ পুত্রশোক বহন করে চলেছেন। পুত্রের হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব নয়। ক্রমে রাজার দেহ ভেঙ্গে পড়ল। শেষে তিনি ঈশ্বরের কোলে চিরশান্তি লাভ করলেন। মৃত্যুর পূর্বে রাজা হ্রিদেল পুত্রদের জন্য রেখে গেলেন একটি দেশ আর কয়েকটি নগর।

'হ্রিদেলের মৃত্যুর পর সুইডিস ও জিট জাতির মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা বেড়ে গেল। সমুদ্রের উপর অধিকার নিয়ে দুই জাতির মধ্যে বিরোধ চলতে লাগল, মাঝেমাঝে যুদ্ধ বেধে যেত। সুইডেনের রাজা অনগেনথিউ-এর পুত্রেরা সাহসী যোদ্ধা। তারা জিটদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করতে চাইল না। তারা মাঝে মাঝেই হ্রিওস্নাবর্গের কাছে প্রচণ্ড হত্যাকাণ্ড চালাত। অবশ্য আমার মাতুলেরা সেসব হত্যার বদলাও নিতেন। একাজে তাদের একজনকে গভীর মূল্য দিতে হল। জিটরাজ হেয়াথসিন যুদ্ধে সুইডিসদের হাতে নিহত হলেন। পরদিন সকালে বেলায় শুনতে পেলাম—আমার মাতুল হিগেলাক ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ

নিয়েছেন। হেয়াথসিনের হত্যাকারীকে হিগেলাক তরোয়ালের আঘাতে বধ করেছেন।

'সুইডেন-অধিপতি অনগেনথিউ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে হিগেলাকের জামাতা এয়োফরকে আক্রমণ করল। প্রচণ্ড লড়াই হল দুজনের মধ্যে। সুইডেন-রাজের শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। বৃদ্ধ রাজা চরম আঘাত পেয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হলেন। কিন্তু অন্তিম সময়েও তিনি শত্রুতা ত্যাগ করেননি। হিগেলাকের জামাতা এয়োফর তাঁর হাতে নিহত হল।

'আমাকে যুদ্ধের সুযোগ দিতেই আমি একটা ধারালো তরবারি নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে সুইডিসদের উপর প্রতিশোধ নিলাম। রাজা হিগেলাক আমাকে ধনদৌলত উপহার দিলেন। তাছাড়া জমি, রাজ্যের একাংশ আর পূর্বপুরুষদের একটি প্রাসাদ আমাকে দেওয়া হল। জিটরাজের পক্ষে টাকা-পয়সা দিয়ে ডেনমার্ক বা সুইডেন থেকে অযোগ্য সৈন্য কিনে আনার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি সব সময় চেয়েছি যুদ্ধক্ষেত্রে জিটরাজকে পেছনে রেখে আমি নিজে শত্রুর দিকে এগিয়ে যাব। যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে, আমি সবার আগে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করব। পরবর্তীকালে অভিজ্ঞ সৈনিকদের উপস্থিতিতে আমি ফ্রাংক জাতির নেতা ডেয়াগরেফিনকে হত্যা করেছি। তরবারি নয়, অস্ত্র নয়, আমার রণকৌশল তার হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করেছিল। এখন আমার হাত আর তরবারি দুই-ই দৈত্যের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে।'

বেউল্‌ফ গর্বভরে বলে উঠলেন—

'যৌবনে আমাকে অনেক যুদ্ধে লড়তে হয়েছে। এখন দৈত্য যদি গুহা থেকে বেরিয়ে আমার মুখোমুখি হয় তবে আমি দেশের বর্ষীয়ান শাসক হিসেবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গৌরব অর্জন করব।'

তারপর বেউল্‌ফ শেষবারের মতো তাঁর সঙ্গীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন—

'এই অগ্নি-নিঃসারী দৈত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমি কোন তরোয়াল বা অস্ত্র সঙ্গে নিতাম না। যেমন গ্রেনডেলের বিরুদ্ধে আমি খালি হাতে লড়েছি, তেমনি এই দৈত্যের বিরুদ্ধেও খালি হাতেই যুদ্ধ করা উচিত। কিন্তু এই দৈত্যের মুখ দিয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বেরোয়, নিশ্বাসের সঙ্গে বেরোয় বিষাক্ত বাষ্প। এরকম দৈত্যের মারণাস্ত্র কি

তা আমি জানি না। তাই আমাকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েই এই দৈত্যের বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

'সেজন্য আমি বর্ম পরে, ঢাল তরোয়াল সঙ্গে নিয়ে যাব। আমি দৈত্যকে সম্মুখ থেকে আক্রমণ করব। তাকে আমি ঠেলে নিয়ে যাব পাহাড়ের গায়ে। আমি দাঁড়াব তার মুখোমুখি। দুজনের মাঝখানে এক ফুটেরও ব্যবধান থাকবে না। ভাগ্যদেবী স্থির করবেন—কে জিতবে। আমি ভীরু নই—তাই, আমি বীরত্বের গর্ব করছি না। বন্ধুগণ, তোমরা যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত এক সেনাদল। কাছাকাছি কোন একটা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য কর এই ভয়ানক যুদ্ধে আহত হয়ে কে টিকে থাকে। এটা তোমাদের অভিযান নয়। আমি ছাড়া অন্য কোন লোকই দৈত্যের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হবে না। আমি সব শক্তি প্রয়োগ করে দৈত্যের ধনরত্ন লাভ করব। ব্যর্থ হলে তোমাদের রাজার মৃত্যু অবধারিত।'

সাতাশ. দৈত্যের সঙ্গে বেউল্‌ফের যুদ্ধ

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন বেউলফ। অন্তরীপ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ। গায়ে বর্ম। ভয়ঙ্কর-দর্শন এই বীর পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি একা যুদ্ধ করবেন। নিজের শক্তির উপর তাঁর প্রচণ্ড আস্থা। এটা কোন কাপুরুষের অভিযান নয়।

পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে বেউল্‌ফ তাকিয়ে দেখলেন—পাহাড়ের দেয়ালে একটা খিলান। সেখান থেকে একটি প্রস্রবণ বেরিয়ে এসেছে। প্রস্রবণের স্রোত দৈত্যের নিশ্বাসে উষ্ণ। ধনাগারের পাশেই রয়েছে একটা গুহা। ওটার মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। বেউল্‌ফ সে-আগুনের হলকা সহ্য করতে পারলেন না। বীর যোদ্ধা অগ্নির লেলিহান শিখায় বাধা পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। যোদ্ধাসুলভ তেজ দেখা দিল তাঁর সারা দেহে। তিনি

দৈত্যকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। সে-আহ্বান বজ্রনির্ঘোষে প্রতিধ্বনিত হল পর্বতকন্দরে।

ধনাগারের রক্ষক মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল। তার মনের মধ্যে জেগে উঠল ঘৃণা। সেই ঘৃণা অগ্নিশিখার আকারে বেরিয়ে এল দৈত্যের নিশ্বাসের সঙ্গে। তারপর শোনা গেল দৈত্যের হুঙ্কার। সে হুঙ্কারে চারদিকের মাটি কেঁপে উঠল। দৈত্য গুহার ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

বেউল্ফ দৈত্যের দিকে লোহার ঢালটি দোলাতে লাগলেন। দৈত্য তার দেহ কুণ্ডলীর মতো মোচড়াতে লাগল। তার 'যুদ্ধং দেহি' ভাব। বীর বেউল্ফ তাঁর ইস্পাতের ধারালো তলোয়ার দৈত্যের চার দিকে ঘোরাতে লাগলেন।

দৈত্য আর বেউল্ফ ভয়ার্ত দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছেন। বেউল্ফ ঢাল সোজা রেখে ঋজুভাবে দাঁড়াতেই দৈত্য কুঁকড়ে গেল। পর মুহূর্তেই তার নাক-মুখ দিয়ে আগুনের কুণ্ডলী বের হল। দৈত্য বেউল্ফের দিকে এগোতে লাগল—তার সামনে আগুনের স্রোত, পিছনে দেহটা চলছে টলতে টলতে। বেউল্ফ ঢাল দিয়ে আগুনের ফুলকি আড়াল করে নিজেকে রক্ষা করতে লাগলেন; তারপর তিনি ধারালো তরবারি দিয়ে দৈত্যকে আঘাত করলেন। কিন্তু তরবারি দৈত্যের দেহে গভীরভাবে বিদ্ধ হল না। তরবারির আঘাতে দৈত্য গভীর যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। একটু পরেই ক্রুদ্ধ দৈত্য বেউলফের দিকে মারাত্মক আগুন নিক্ষেপ করল। সে-আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বেউল্ফের তরবারি ব্যর্থ হল। অথচ অতীতে এই তরবারির আঘাতে কত শত্রুর শির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

আবার দুজনে যুদ্ধ আরম্ভ করল। দৈত্যের মনে নতুন করে সাহস জন্মাল। সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল। বেউল্ফ আগুনের কুণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়িয়ে তীব্র শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করছেন। তার উপর মনের মধ্যে মানসিক যন্ত্রণা দেখা দিল। প্রাচীন তরবারি ব্যর্থ, দৈত্যের দেহ-নিঃসৃত আগুন তাঁর অগ্রগতি করল ব্যাহত। বেউল্ফ প্রকৃতপক্ষে অসহায় হয়ে পড়লেন।

বেউল্ফ চারদিকে তাকালেন। তাঁর বারোজন অনুচর অন্তরীপের উপর বসে ছিল। তিনি তাদের দেখতে পেলেন না। সেই বীরপুঙ্গবেরা রাজার অসহায় অবস্থা দেখে পাহাড়ী জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে

পড়েছে। রাজভক্ত অনুচর! রাজার স্নেহ, দয়া, ভালোবাসা আর পুরস্কার পেয়ে যারা জীবন ধারণ করে আজ তারা উপকার ভুলে কৃতঘ্নতার পরিচয় দিচ্ছিল।

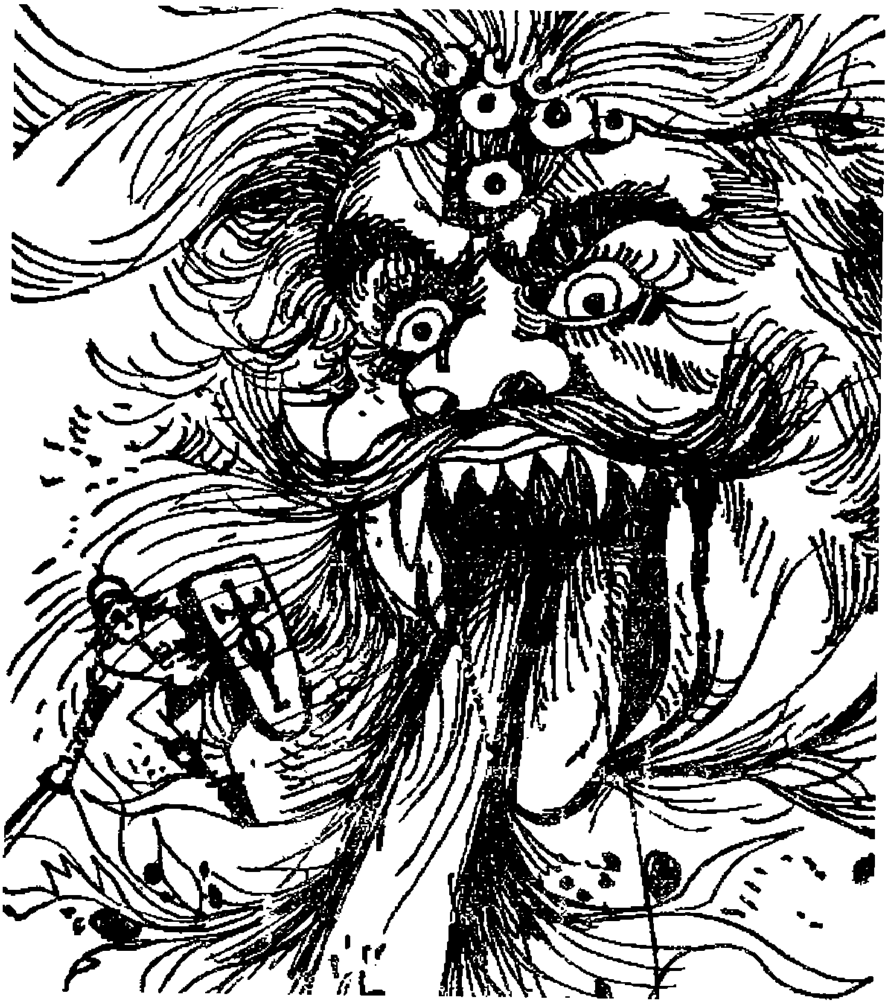

The Online Library of Bangla Books

আটাশ. উইগলাফের ব্যাকুলতা

দৈত্যের সঙ্গে অসম আর প্রতিকূল যুদ্ধে বিহ্বল বেউল্‌ফের অবস্থা দেখে শুধু একজন স্থিতধী ও বিবেচক ব্যক্তির মধ্যে বেউল্‌ফের জন্য ব্যাকুলতা দেখা দিল। তার নাম উইগলাফ।

সুইডেনের স্কিলডিং জাতির বীর যোদ্ধা উইগলাফ। পিতার নাম উইয়কস্টান। উইগলাফ দেখতে পেল—তার প্রভু বেউল্‌ফ আগুনের কুণ্ডলীর মধ্যে কষ্ট পাচ্ছেন। তার মনে পড়ল—বেউল্‌ফ তাকে কত অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তাকে ওয়াগমুনডিংসদের বাসস্থানটি দান করেছিলেন। আর তার পিতাকে দিয়েছিলেন সমস্ত রকম নাগরিক অধিকার।

উইগলাফ অন্যান্য অনুচরদের মতো গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে থাকা পছন্দ করল না। সে হলদে লিনডেন কাঠের ঢাল আর অতিয়ারের পুত্র এয়ানমুনডের ব্যবহৃত তরবারি হাতে তুলে নিল।

এই অস্ত্রগুলোর একটা ইতিহাস আছে।

উইয়কস্টান রাজা ওনেলার ভ্রাতুষ্পুত্র এয়ানমুনডকে যুদ্ধে নিহত করে তার শিরস্ত্রাণ, বর্ম ও তরবারি কেড়ে নিয়েছিল। ওনেলার বেতনভোগী যোদ্ধা উইয়কস্টান তার প্রভু ওনেলাকে এয়ানমুনডের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ওনেলা তা গ্রহণ করেনি। কারণ সে তার ভ্রাতুষ্পুত্রের হত্যা সমর্থন করেনি। উইয়কস্টান তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করলেও ওনেলা উইয়কস্টানের সঙ্গে কোন শত্রুতা করেনি। উইয়কস্টান অনেক বৎসর ধরে এয়ানমুনডের অস্ত্রশস্ত্র নিজের কাছে রেখেছিল। তারপর পুত্র উইগলাফ বড় হলে এই অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই সে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের খ্যাতি অর্জন করেছে। মৃত্যুর পূর্বে উইয়কস্টান জিট যোদ্ধাদের মধ্যে অনেক অস্ত্রশস্ত্র বিলিয়ে দিয়েছিল।

যুবক উইগলাফ বেউল্‌ফের পক্ষ হয়ে দৈত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে বলে স্থির করল। সে মহাবীর। তার পিতার দেওয়া তরবারি কখনও যুদ্ধে ব্যর্থ হয়নি। যখন দুজনে একত্রে দৈত্যকে আক্রমণ করবে তখন দৈত্য সে তরোয়ালের শক্তি অবশ্যই টের পাবে।

উইগলাফ বিষাদের সঙ্গে সঙ্গীদের সম্বোধন করে বলল—

'ভাইসব, আমার মনে আছে, প্রাসাদের ভোজকক্ষে পান করার সময় আমরা কি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আমাদের রাজা বেউল্‌ফের কাছ থেকে আমরা সকলেই নিয়মিত ধনদৌলত উপহার পাই। সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—যদি কখনও রাজার অস্ত্র বা যোদ্ধার প্রয়োজন হয় আমরা সঙ্গে সঙ্গে রাজাকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করব। এমন কি, প্রয়োজন হলে আমরা নিজেরাও তাঁর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেব। সেজন্যই তিনি আমাদের সঙ্গী হিসেবে এখানে এনেছেন। তিনি অতীতের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই অস্ত্রশস্ত্র আমাদিগকে উপহার দিয়েছেন। কারণ তিনি আমাদিগকে যোগ্য যোদ্ধা বলে মনে করেন অবশ্য এই অভিযানে তিনি কোন যোদ্ধার সাহায্য চাননি। কারণ তিনি একাই দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। আর অতীতে তিনি এ-ধরনের দুঃসাহসিকতার কাজ একাই করেছেন।

'কিন্তু দৈত্যের নিশ্বাসের আগুন লেলিহান শিখায় দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমাদের প্রিয় রাজা সেই আগুনে ঝলসে যাচ্ছেন। এস বন্ধুগণ, আমরা রাজা বেউল্‌ফকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাই। ঈশ্বর জানেন, রাজার কাছ থেকে যে দয়া ও ভালোবাসা আমি পেয়েছি, দৈত্যের আগুনে আমার দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও সে-ঋণ শোধ হবে না। আমরা যদি শত্রুকে পরাস্ত না করি, জিট জাতির রাজার জীবন রক্ষা করতে অগ্রসর না হই এবং ঢাল-তরোয়াল নিয়ে ভীরুর মতো ঘরে ফিরে যাই তবে তা হবে যোদ্ধার পক্ষে কলঙ্ক। সেজন্য ভাবীকাল আমাদের ক্ষমা করবে না। জিট দেশে যখন যোদ্ধার অভাব নেই তখন এই বিখ্যাত বীরপুরুষকে পরাজয় বরণ করতে দেওয়া বা একাকী কষ্ট ভোগ করতে দেওয়া আমাদের পক্ষে হবে গর্হিত কাজ। তোমরা যদি রাজা বেউল্‌ফের পক্ষে যোগ নাও দাও, আমি নিজে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে দৈত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করবই।'

উইগলাফের এই আবেদনে কোন যোদ্ধাই সাড়া দিল না। তখন উইগলাফ একাই বেউল্‌ফের সঙ্গে যোগ দিতে মনস্থ করল।

উনত্রিশ. দৈত্যের বিরুদ্ধে বেউল্‌ফ ও উইগলাফের প্রবল যুদ্ধ

উইগলাফ যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত। দৈত্যের বিরুদ্ধে বেউল্‌ফের যুদ্ধে সে যোগ দেবে। তাই সে এগিয়ে চলল গুহার দিকে। তার নিজস্ব অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে সে বেউল্‌ফের জন্যও একটা শিরস্ত্রাণ সঙ্গে নিল

গুহার কাছাকাছি যেতে তাকে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে এগোতে হল। বেউল্‌ফের কাছে গিয়ে সে তাঁকে সম্বোধন করে বলল—

'প্রিয় রাজা বেউল্‌ফ, যৌবনে আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন আপনার সুনাম নষ্ট হতে দেবেন না। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি সর্বশক্তি দিয়ে আপনার অমূল্য জীবন রক্ষা করুন। আমি আপনাকে সাহায্য করব।'

ঠিক তখুনি দৈত্য আবার আক্রমণ করতে এগিয়ে এল। নিশ্বাসের আগুন দিয়ে সে দুজনকেই ঝলসাতে চেষ্টা করল। উইগলাফের ঢাল পুড়ে ছাই হয়ে গেল। লোহার বর্মও তার কোন কাজে এল না। আগুনের লেলিহান শিখায় বর্ম উত্তপ্ত হয়ে উঠল—শরীরের বিভিন্ন স্থানে ফোসকা পড়ে গেল। বেউল্‌ফের ঢালের আড়ালে থেকে সে প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে লাগল।

বেউল্‌ফের জয়লাভের আশা আবার প্রবল হয়ে উঠল। তিনি সিংহবিক্রমে ন্যাগলিং তরবারি হাতে নিয়ে দৈত্যের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর বহু শত্রু-রক্তে সুদৃঢ় এই তরবারি দিয়ে তিনি দৈত্যের মাথায় আঘাত হানলেন। সুপ্রাচীন তরবারি ন্যাগলিং ফেটে চৌচির হয়ে গেল। অতীতে এই তরবারি দিয়ে তিনি কত শত্রু বিনাশ করেছেন! আজও আসুরিক শক্তি প্রয়োগ করে তিনি ন্যাগলিং তরবারি দিয়ে দৈত্যকে আঘাত করেছেন, কিন্তু সে তরবারি ব্যর্থ হল।

তারপর তৃতীয়বার দৈত্য তাদের আক্রমণ করল। সে বেউল্‌ফের দিকে তেড়ে এল তারপর হঠাৎ সুযোগ বুঝে দৈত্য তার ধারালো

দাঁত দিয়ে বেউল্‌ফের ঘাড়টা কামড়ে ধরল। বেউল্‌ফের সারা শরীর রক্তে ভেসে গেল। ক্ষত স্থান থেকে তীর বেগে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল।

দেশের রাজার বিপদে অমাত্য উইগলাফ সাহস, শক্তি ও কৌশলের পরিচয় দিল। ভয়ঙ্কর দৈত্য বেউল্‌ফের ঘাড় কামড়ে ধরলে উইগলাফ নিজের জীবনের পরোয়া না করে দৈত্যকে ধারালো তরবারি দিয়ে আঘাত করল। দৈত্যের নিশ্বাসের আগুনে তার হাত পুড়ে গেল। তবুও প্রচণ্ড শক্তিতে সে তার তরোয়াল দৈত্যের বুকে বিদ্ধ করল। দৈত্য কিছুটা নিস্তেজ হয়ে গেল। তার নিশ্বাস থেকে আগুনের যে ফুলকি বেরোত তা কমে এল। এদিকে বেউল্‌ফের বিহ্বলতাও কেটে গেল। তিনি দৈত্যের চোয়ালের মধ্য থেকে ঘাড় মুক্ত করলেন। গভীর ক্ষত সত্ত্বেও বর্মের বন্ধনী থেকে তরবারি তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ শূন্যে দোলালেন। তারপর সিংহবিক্রমে ধারালো তরোয়াল দিয়ে তিনি দৈত্যকে আঘাত করলেন। এবারে বেউল্‌ফের তরবারি ব্যর্থ হল না। সেটা দৈত্যের দেহের মধ্যে বিদ্ধ হল।

দৈত্য আবার তাদের আক্রমণ করল। কিন্তু তার নিশ্বাসের আগুন কমে গেছে। রক্তপাতের ফলে দৈত্য আর আগের মতো শক্তি প্রয়োগ করতে পারল না। বেউল্‌ফ ও উইগলাফ দৈত্যকে প্রচণ্ড আঘাত করে ভূপাতিত করল। এবার বেউল্‌ফ তরোয়াল দিয়ে দৈত্যের হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করলেন। উইগলাফ বেউল্‌ফকে সাহায্য করল যাতে দৈত্য তাঁকে পাল্টা আক্রমণ করতে না পারে। তার তরোয়ালও দৈত্যের দেহ ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল। দৈত্যের ভবলীলা সাঙ্গ হল।

কারও বিপদের মুহূর্তে উইগলাফের মতোই মানুষকে এগিয়ে আসতে হয়। বিপদের সময় যে-মানুষ সাহায্য করে সেই তো প্রকৃত বন্ধু!

এটাই মাটির বুকে বেউল্‌ফের শেষ যুদ্ধ আর শেষ বিজয়। তাঁর ঘাড়ের ক্ষতস্থান ফুলে উঠেছে। দৈত্যের নিশ্বাসের বিষ ক্ষতস্থান দিয়ে তাঁর দেহের রক্তের মধ্যে মিশে গেছে। তিনি বুকের মধ্যে বিষের ক্রিয়া অনুভব করছেন।

বেউল্‌ফ পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। তিনি দেখতে পেলেন—সুদৃঢ় স্তম্ভের উপর যে খিলানগুলো রয়েছে তার ভিতরে মাটি দিয়ে তৈরি এক সুরম্য অট্টালিকা। দৈত্যদের অনুপম নির্মাণ-শিল্প তাঁকে মুগ্ধ করল।

উইগলাফ বেউল্‌ফের ক্ষতস্থান পরিচর্যা করতে লাগল। তাঁর রক্তমাখা দেহ পরিষ্কার করে দিল। তারপর বেউল্‌ফের মাথা থেকে শিরস্ত্রাণটি খুলে নিল।

বৃদ্ধ রাজা রণক্লান্ত। ঘাড় থেকে প্রচুর রক্ত পড়ায় তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। ক্ষতস্থানে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। তিনি বুঝতে পারলেন—তাঁর আয়ু ফুরিয়েছে, মৃত্যু আসন্ন। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আনন্দ আর তিনি ভোগ করতে পারবেন না। তবে তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা—তিনি জীবন দিয়ে প্রজাদের বিপদ থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি উইগলাফকে বললেন—

‘উইগলাফ, আমার কোন পুত্র থাকলে আমার বর্ম আমি তাকেই দান করতাম। আমার সিংহাসন, অস্ত্রশস্ত্র, ধনসম্পদ সে-ই অধিকার করত। কিন্তু আমার বংশে এমন কেউ নেই যে এগুলোর দাবিদার হবে।

‘আমি পঞ্চাশ বছর ধরে দেশ শাসন করেছি। পৃথিবীর কোন জাতির অধীশ্বর আমার রাজ্য আক্রমণ করতে সাহস করেনি। পৃথিবীতে আমার আয়ুর মেয়াদ শেষ, আমার কর্তব্যকর্মও সমাপ্ত। প্রজাদের সর্বপ্রকারে রক্ষা করেছি। যুদ্ধের নামে কোন চাতুরী বা হীন কৌশলের আশ্রয় নিইনি, কাউকে পেছন থেকে আক্রমণ করিনি। কখনও কোন অন্যায় শপথ আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়নি।

‘প্রিয় উইগলাফ, দৈত্য এখন মৃত। এই ধূসর পাথরের নিচে যে রত্নগহ্বর রয়েছে সেটা তাড়াতাড়ি খুঁজে দেখ। তারপর আমাকে মণি-মুক্তোগুলো দেখাবার ব্যবস্থা কর। প্রাচীন স্বর্ণালঙ্কার ও মণিমুক্তোর শিল্পকর্ম দেখার জন্য আমার মন উন্মুখ। এই অপরিমিত ধনরত্ন লাভ করার পর আমার প্রিয় বসুন্ধরাকে বিদায় জানিয়ে আমি চিরদিনের মতো মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে পড়ব।’

ত্রিশ. মহাপ্রয়াণ

উইগলাফ আহত রাজার অন্তিম বাসনা পূর্ণ করতে রাজি হল। যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সে গুহায় প্রবেশ করল। সেখানে সে দেখতে পেল অপরিমিত ধনসম্পদ—যেন সাতরাজার ধন। কি-নেই সেখানে! কত দামী অলঙ্কার, মেঝেতে স্তূপীকৃত সোনা, অসংখ্য প্রাচীন পানপাত্র,

হীরে, মুক্তা, আরও কত কি! এছাড়া আছে কত শিরস্ত্রাণ আর মণিমুক্তা-খচিত কোমর-বন্ধনী। এত অলঙ্কার মণিমুক্তা, এত সম্পদ, এত সোনা যে-কোন মানুষের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে। নির্লোভের মনেও জাগাতে পারে দুর্নিবার ধনতৃষ্ণা। যার ধন আছে, তার তা লুকিয়ে রাখাই সঙ্গত!

এই সম্পদের স্তূপের উপর উইগলাফ একটি পতাকা দেখতে পেল। সূঁচ দিয়ে বোনা, কিন্তু সোনার পাতে মোড়া। ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ছিল তাতে ঘরের মেঝে ও সেখানকার মণিমুক্তা সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

উইগলাফ পাথরের খাঁজ থেকে কিছু মণি-মুক্তা বের করল। সেগুলো কয়েকটা পানপাত্র আর থালায় সাজিয়ে রাখল। সোনায় মোড়া পতাকাটাও তুলে নিল। এগুলো তাড়াতাড়ি বেউল্‌ফের কাছে নিয়ে যেতে হবে। উইগলাফের ভয়—ধনরত্ন নিয়ে আহত রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে যদি আর জীবিত দেখতে না পায়।

উইগলাফ মণিমুক্তাভর্তি পানপাত্র আর থালা নিয়ে বেউল্‌ফের কাছে উপস্থিত হল। আহত রাজা রক্তক্ষরণে মৃতপ্রায়। উইগলাফ বেউল্‌ফের চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিল। বেউল্‌ফ চোখ মেলে তাকালেন। তাঁর ঠোঁট নড়ে উঠল। মণিমুক্তার দিকে তাকিয়ে তিনি ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন—

'মৃত্যুর পূর্বে যে রত্নগুহা জয় করতে পেরেছি সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এসব ধনরত্ন আমার জীবনের মূল্যে কেনা হল। এগুলো আমার প্রজাদের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করা হবে। আমি আর বেশিক্ষণ বাঁচব না। যোদ্ধাদের বলবে—আমার মৃতদেহ পোড়ানোর পর অন্তরীপের ওপর তারা যেন একটা উঁচু ঢিবি তৈরি করে। ওটার চূড়ায় থাকবে দীপমালা। ওটাই হবে আমার স্মৃতিসৌধ। অন্ধকার সমুদ্রে জাহাজের যাত্রীরা ঐ ঢিবির উপরে আলো দেখে বলবে—

'ঐ যে বেউল্‌ফের শৈলগুহা।'

বেউল্‌ফ গলা থেকে একটি স্বর্ণহার খুলে উইগলাফকে উপহার দিলেন। আর দিলেন সোনার পাতে মোড়া শিরস্ত্রাণ ও বর্ম। তিনি উইগলাফকে অনুরোধ করলেন—সে যেন ওগুলোর সদ্ব্যবহার করে।

তারপর বেউল্‌ফ তাকে বললেন—

'উইগলাফ, তুমিই আমাদের ব্যাগমুনডিং জাতির শেষ যোদ্ধা। তোমার আগে যারা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল তারা আজ মৃত।

আমার সমস্ত প্রিয়জনেরও সেই পরিণতি ঘটেছে, আমার নিয়তিও সেইদিকে। আমি তাদের অনুসন্ধান করতে যাচ্ছি। বিদায়—!'

মৃত্যুর পূর্বে এই বেউল্‌ফের শেষ বাণী। তাঁর দেহ থেকে বেরিয়ে আত্মা মুক্ত সন্তদের জ্যোতির্বলয়ে লীন হয়ে গেল।

একত্রিশ. উইগলাফ ও ভীরু যোদ্ধাগণ

উইগলাফ বেউল্‌ফের মৃতদেহ দেখে শোকার্ত হল। পৃথিবীতে যিনি তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন তাঁর প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে। মৃত রাজাকে বড় অসহায় দেখাচ্ছে। তাঁর হত্যাকারী অগ্নি-নিঃসারী দুর্দান্ত দৈত্য, সে-ও নিশ্বাসের সঙ্গে আর কোনদিন মারাত্মক বাষ্প ও অগ্নিশিখা বের করবে না। ধারালো তরবারির আঘাতে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। মধ্যরাতে আকাশপথে সে আর উড়ে বেড়াবে না তার সম্পদের অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে। মহাযোদ্ধার শক্তির কাছে দৈত্যের ভয়ঙ্কর অগ্নি-অস্ত্র ব্যর্থ। পৃথিবীর অন্য কোন যোদ্ধা অগ্নি-নিঃসারী এই দৈত্যকে আক্রমণ করতে সাহস পায়নি। তবু বেউল্‌ফকেও জীবন দিতে হয়েছে। দৈত্য আর বেউল্‌ফ—দুজনেরই জীবনের অবসান হল।

বেউল্‌ফের যে দশজন সঙ্গী ভীরুর মতো পাহাড়ী জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল তারা রাজার প্রয়োজনে অস্ত্রধারণ করেনি। এখন তারা ঢাল-তরোয়াল নিয়ে বেউল্‌ফের মৃতদেহের কাছে এগিয়ে এল। উইগলাফ তার প্রিয় রাজার মাথা নিজের কোলে রেখে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত অবস্থায় বসে রয়েছে সে রাজার চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে—যাতে রাজা মৃত্যু-ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। কিন্তু ব্যর্থ হল উইগলাফ। রাজাকে সে বাঁচিয়ে তুলতে পারল না। ঈশ্বরের বিধান পরিবর্তন করার সাধ্য তার নেই। তিনি তাঁর পরম শক্তি সব মানুষের উপর প্রয়োগ করেন। রাজা বেউলফ্‌ও ঈশ্বরের পরম শক্তিকে এড়াতে পারলেন না।

উইগলাফ তার ভীরু, কাপুরুষ সঙ্গীদের দিকে তাকাল। দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে তাদের প্রতি নির্মম ভাষায় বলে উঠল—

'শোন, রাজা বেউল্‌ফ তাঁর ভোজসভায় তোমাদের সবাইকে অস্ত্রশস্ত্র আর অনেক ধনসম্পদ উপহার দিয়েছিলেন। তোমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছ শিরস্ত্রাণ ও বর্ম। কিন্তু তিনি নিজে যখন দৈত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেন তখন নিজের বর্ম ও শিরস্ত্রাণ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। জনগণের রাজা যুদ্ধের সময় তাঁর সঙ্গীদের বীরত্বের জন্য গর্ব অনুভব করার কোন সুযোগ পাননি। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে করুণা করেছিলেন, তাই তিনি একাই তরোয়াল নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বিনাশ করলেন। এ-যুদ্ধের সময় সামান্য সাহায্য আমি তাঁকে করতে পেরেছিলাম। যখন আমি তরোয়াল দিয়ে দৈত্যকে আঘাত করি—দৈত্য সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল হয়ে পড়ল, আর তার নিশ্বাসের আগুনও কম বেরোতে লাগল। তোমরা কেউ রাজার পাশে এসে দাঁড়াওনি। এখন থেকে মণিমুক্তোর উপহার ও তরোয়াল লাভ—এসব ঐতিহ্য থেকে তোমাদের জাতি বঞ্চিত হবে। যখন গোষ্ঠীপতিরা তোমাদের কাপুরুষতার কথা শুনবে, তারা তোমাদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নেবে। সমাজে ভীরু যোদ্ধার কোন স্থান নেই। তখন তোমাদের ভবঘুরের জীবন যাপন করতে হবে। অমাত্যদের পক্ষে এমন লজ্জার জীবন যাপন করার চেয়ে মৃত্যুই কাম্য।'

বত্রিশ. রাজ-তিরোধানের বার্তা প্রেরণ

উইগলাফ সঙ্গীদের আদেশ দিল, তারা যেন দৈত্যের বিরুদ্ধে বেউল্‌ফের যুদ্ধের ফলাফল অবিলম্বে সবাইকে জানিয়ে দেয়। পরিখা আর সমুদ্রতীরবর্তী পর্বতচূড়ায় অস্ত্রধারী অমাত্যরা সকাল থেকে অপেক্ষা করে রয়েছে। তাদের প্রত্যাশা ছিল—হয় রাজার মৃত্যু-সংবাদ যে-কোন সময় এসে যাবে, অথবা তাদের প্রিয় নেতা বিজয়ীর বেশে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসবেন। একজন যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়ে অন্তরীপে পৌঁছল। সে চরম খবরটি প্রকাশ করে যুদ্ধের যথাযথ বিবরণ তাদের কাছে রাখল—

'জিট জাতির রাজা বেউল্‌ফ দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধে আহত—তিনি মৃত্যুশয্যায়। তাঁর পাশে পড়ে রয়েছে দৈত্যের মৃতদেহ। বেউল্‌ফ তরোয়াল দিয়ে দৈত্যকে নিহত করেছেন উইগলাফ বেউল্‌ফের কাছে বসে রয়েছে। সে রাজা ও মৃত শত্রু উভয়কেই শ্রদ্ধার সঙ্গে পাহারা দিচ্ছে।

'রাজার মৃত্যুসংবাদ ফ্রাঙ্ক ও ফ্রিজিয়ানদের মধ্যে প্রচার হলে তারা আমাদের দেশ আক্রমণ করতে পারে। পূর্বে রাজা হিগেলাক এক নৌবহর নিয়ে ফ্রিজিয়ানদের দেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। হুগাদের সঙ্গে হিগেলাকের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় হেটোয়ার যোদ্ধারা তাঁকে পর্যুদস্ত করেছিল। নিজের সৈন্যদের মাঝখানে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের পুরস্কার না দেবার ফলেই এটা ঘটেছিল। তখন থেকেই ফ্রিজিয়ানদের রাজা আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন।

'সুইডিস জাতির কাছ থেকেও আমরা শত্রুতার আশঙ্কা করছি। সুইডিসরা যখন জিটদের আক্রমণ করেছিল তখন সুইডেনের রাজা অনগেনথিউ জিটরাজ হ্রিদেলের পুত্র হেয়্যাথসিনকে র‍্যাভেন অরণ্যের কাছে হত্যা করে। তখন নেতৃত্বহীন জিট যোদ্ধারা র‍্যাভেন অরণ্যে আশ্রয় নেয়। অনগেনথিউ সেই বন অবরোধ করে সমস্ত রাত্রি অপেক্ষা করল। সকাল বেলায় সে জিটদের চরম শাস্তি দেবে বলে আস্ফালন করতে লাগল। কিন্তু ভোর হতেই রাজা হিগেলাকের যুদ্ধের ভেরী বেজে উঠল। শক্তিমান বীর যোদ্ধাদের অনুসরণ করে এসে হাজির হয়েছেন।

'সুইডিস ও জিট জাতির মধ্যে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ আগ্রহ ও ভয়—এই মিশ্র অনুভূতি নিয়ে লক্ষ্য করেছে।

'রাজা হিগেলাক নিজের লোকজনের সঙ্গে অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। রাজা অনগেনথিউ তাদের অনুসরণ করে ফিরছে, সে জানে, হিগেলাক যুদ্ধে খুবই পারদর্শী। সে দুর্গ-প্রাকারের পিছনে আশ্রয় নিল। তখন সুইডিস যোদ্ধাদের পশ্চাদ্ধাবন করে জিট যোদ্ধারা অরণ্য থেকে বেরিয়ে এল। জিটরা তাদের নাগাল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘাঁটি বিধ্বস্ত করল। জিট যোদ্ধা এয়োফরের হাতে অনগেনথিউ আহত হল। ওনরেডের পুত্র উলফ তাকে তরোয়াল দিয়ে এমন আঘাত করল যে শিরা কেটে গিয়ে সেখান থেকে তীরবেগে রক্তের ধারা ছুটল। অনগেনথিউ আঘাত অগ্রাহ্য

করে উলফকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করল। সে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তখন এয়োফর অনগেনথিউকে প্রবলবেগে আক্রমণ করে হত্যা করল। হিগেলাকের একজন যোদ্ধা রাজা অনগেনথিউ-এর অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম ও শিরস্ত্রাণ হিগেলাককে সমর্পণ করল। হিগেলাক সেগুলো গ্রহণ করলেন। তিনি এয়োফর ও উলফকে পুরস্কৃত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

'যুদ্ধজয়ের পর হিগেলাক যোদ্ধাদের নিয়ে দেশে ফিরলেন। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। এয়োফর ও উলফ প্রত্যেককেই এক লক্ষ বিঘা জমি ও মোহর দান করলেন। তারপর এয়োফরের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাব দিলেন।

'সুইডিসরা সম্ভবত ঠিক ঐভাবেই এখন আমাদের আক্রমণ করতে পারে—একদম অতর্কিতে। কারণ তারা হয়ত শীঘ্রই খবর পাবে যে, জিটজাতির রক্ষক বীর বেউল্‌ফ আর ইহজগতে নেই।

'এখন আমাদের দ্রুত সব কিছু করতে হবে। আমাদের প্রিয় রাজা যাঁর কাছ থেকে আমরা নিয়মিত দান গ্রহণ করেছি, আমরা তাঁর সৎকার করব। তাঁর মৃতদেহ বহন করে শ্মশানে নিয়ে যাব। শবযাত্রায় তাঁর মরদেহের সঙ্গে যাবে সেই অনুপম রত্নরাজি যা তিনি জীবনের বিনিময়ে দৈত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে লাভ করেছেন।

'অমাত্য উইগলাফ স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কোন অলংকার ধারণ করবেন না। রানীও গলায় কোন হার পরতে রাজি নন। তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিরাভরণ অবস্থায় বেউল্‌ফ-হীন পৃথিবীতে বিচরণ করবেন।

'এবার থেকে ধারালো বর্শা শীতল হয়ে দেয়ালে ঝুলবে। চারণ কবির বীণার ঝঙ্কৃত সুর আর ঊষাকালে যোদ্ধাদের ঘুম ভাঙ্গাবে না। তার বদলে দাঁড়কাকের কর্কশ কোলাহলে ভোরের বাতাস আলোড়িত হবে। ভাষায় সে কোলাহলের মর্মার্থ—নেকড়ে বধ্যভূমিতে গলিত শব ভক্ষণ করছে, দ্রুত উড়ে গিয়ে সেই ভোজে অংশ নেওয়া যাক।'

এভাবেই সাহসী যোদ্ধা অশুভ খবরটি সবাইকে জানাল। এক শোকের ঝড় বয়ে গেল। যোদ্ধারা উঠে দাঁড়াল, তারপর তারা সমুদ্রতীরে এসে হাজির হল।

তেত্রিশ. অমাত্যদের গুহায় আগমন

যোদ্ধারা অবাক হয়ে দেখল—তাদের প্রিয় রাজা দাতা বেউল্‌ফ অন্তিমশয্যায় শায়িত। অজেয় বীরের মৃতদেহ দেখে তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তাদের বিশ্বাস—জিটজাতির ত্রাতার পক্ষে এ-মৃত্যু অপ্রত্যাশিত, রহস্যজনক।

তারা দেখতে পেল—ঘৃণ্য দৈত্যের মৃতদেহ মাটিতে পড়ে রয়েছে, ঠিক বিপরীতদিকে। দৈত্যের সারাদেহ আগুনে পোড়া। দেহটা লম্বায় পঞ্চাশ ফুট। দৈত্য যখন বেঁচে ছিল তখন সে মাঝে মাঝে রাতের বেলায় আকাশপথে উড়ে বেড়াত। আবার গুহার ধনরত্ন পাহারা দেবার জন্যে নেমে আসত। কিন্তু মৃত্যু এসে তার সব বীভৎস চাতুরীর অবসান ঘটিয়েছে।

দৈত্যের পাশে রয়েছে সোনার পানপাত্র ও মদ্যভাণ্ড, সোনার থালা-বাটি, আর মরচে-ধরা দামী দামী তলোয়ার। মনে হল—ওগুলো হাজার বছর ধরে মাটির মধ্যে রয়েছে। প্রাচীন কালের মানুষের জমানো এই সোনাদানার উপর অভিশাপ নেমে এসেছিল।

যে-সব নাম-করা রাজা তাদের ধনসম্পদ গুহায় লুকিয়ে রেখেছিল তারা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত ওগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছিল—যারা ঐ সম্পদ লুট করবে তারা পাপী বলে গণ্য হবে, আর তাদের পাপের শাস্তি—নরকবাস আর অকথ্য নারকীয় নির্যাতন। তাই কোন মানুষ এই ধনভাণ্ডারে ঢুকতে পারেনি। তারপর সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আজ তাঁকেই অধিকার দিলেন যাঁর চরিত্র তাঁর কাছে মহৎ বলে মনে হয়েছে। কিন্তু তিনি আর ইহলোকে রইলেন না।

শক্তিশালী বীরপুরুষের জীবন যে কোথায় কিভাবে পরিণতি লাভ করে তা আগে থেকে কেউ জানতে পারে না। বেউল্‌ফের জীবনে এটাই প্রমাণিত হয়েছে। তিনি যখন রত্নগুহার রক্ষকের অনুসন্ধান করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন তখন তিনি জানতেন না—তাঁর মৃত্যু এভাবে ঘটবে।

উইগলাফ সকলকে সম্বোধন করে বলল—

'মাঝে মাঝে কোন একজনের স্বেচ্ছাচারিতার জন্যে অনেক অমাত্যকে দুঃখ বরণ করতে হয়। আমাদের জীবনেও দুঃখ ঐভাবেই ঘনিয়ে এসেছে আমাদের প্রিয় রাজা বেউলফ যখন ধনাগারের রক্ষকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেন তখন আমরা তাঁকে নিবৃত্ত করিনি। আমরা তাঁকে পরামর্শ দিতে পারতাম—তিনি যেন দৈত্যের গুহায় হানা না দেন, দৈত্য পৃথিবী-ধ্বংসের দিন পর্যন্ত গুহার ধনসম্পত্তি আগলে থাকুক। কিন্তু নিয়তি রাজাকে গুহার পথে চালিত করে নিয়ে গেল—রাজা সে সম্পদ জয় করলেন।

'দৈব অনুগ্রহে আমি নিজে সেই রত্নগুহায় গিয়ে সব ধনসম্পদ দেখেছি। কিন্তু মাটির নিচে সেই কুঠুরির পথ আমাকে অনেক কষ্ট করে খুলতে হয়েছিল। তারপর দেরী না করে দামী ধনরত্নের একটা ভারী বোঝা তুলে রাজা বেউলফের কাছে নিয়ে গেলাম। রাজা তখনও জীবিত। তিনি যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে অনেক কিছু বললেন। তিনি আমাকে আদেশ দিলেন তোমাদের সঙ্গে দেখা করে সব-কিছু তোমাদের জানাতে। তাঁর নির্দেশ—যেখানে তাঁর মৃতদেহ পোড়ানোর জন্য চিতা প্রস্তুত করা হবে সেখানে তার শব দাহের পর আমরা যেন উঁচু টিলা নির্মাণ করি। সেটা যেন গঠন নৈপুণ্যে জিট-অধিপতির উপযুক্ত হয়। চল, রত্ন-কুঠুরিতে গিয়ে আমরা অমূল্য মণিমুক্তো দেখে আসি। আমি নিজে তোমাদের সেখানে নিয়ে যাব, যাতে কাছ থেকে তোমরা সোনা-দানা, অলঙ্কার, মণিমুক্তো দেখতে পাও। শবযানটি তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করা হোক। রত্নগুহা থেকে ফিরে আসার পর আমরা আমাদের প্রিয় রাজার মৃতদেহ শ্মশানভূমিতে নিয়ে যাব। পরম ঈশ্বরের চির সান্নিধ্য লাভ করে আমাদের প্রিয় রাজা ধন্য হবেন।'

চৌত্রিশ. শেষকৃত্য

জিটরাজ বেউলফের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে। উইগলাফ বিভিন্ন গোষ্ঠীপতি আর গৃহস্বামীদের অনুরোধ জানাল, তাঁরা যেন দূরের

বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। বেউল্‌ফ যেখানে অন্তিম শয়নে শায়িত সেখানেই শবযান তৈরি হবে। উইগলাফ দুঃখ করে বলল—

'শীঘ্রই রাজার দেহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। অথচ জীবিত অবস্থায় কত তীরবৃষ্টি, লৌহ-আগুনের কত ঝড় তিনি প্রতিহত করেছেন!'

বুদ্ধিমান উইগলাফ অমাত্যদের মধ্য থেকে সেরা সাতজনকে বেছে নিল। তারপর ঐ সাতজনকে নিয়ে সে রত্নগুহায় প্রবেশ করল। যে দলের পুরোভাগে ছিল তার হাতে একটা মশাল দেওয়া হল। গুহার মধ্যে অপরিমিত ধনরত্ন অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। তারা ধনরত্ন বহন করে বাইরে নিয়ে এল।

তারা মৃত দৈত্যকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ঠেলে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যের দেহটা সমুদ্রে পড়ে গেল। তারপর সেটা ঢেউয়ের ধাক্কায় চলে গেল দৃষ্টির বাইরে।

এবারে ধনরত্ন দিয়ে শবযানটি বোঝাই করা হল। তারা বেউল্‌ফের মৃতদেহ গাড়ির উপর শুইয়ে দিল। তাঁর মৃতদেহ হ্রনেসনেস নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হল।

জিট-জাতের লোকেরা মাটির উপর চিতা সাজাল। চিতার চারদিকে শিরস্ত্রাণ, বর্ম, ঢাল ইত্যাদি ঝুলিয়ে দেওয়া হল। তারপর তারা চিতার উপর বেউল্‌ফের মৃতদেহ স্থাপন করল। যোদ্ধারা চিতায় অগ্নিসংযোগ করল। আগুনের শিখা অনেক উপরে উঠে গেল। জনতার কান্নার রোল বাতাসের প্রবল শব্দের মধ্যে মিশে গেল ধীরে ধীরে রাজা বেউল্‌ফের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হল। প্রজারা শোকে মুহ্যমান। বৃদ্ধা রানী বেউল্‌ফের মৃত্যুতে শোকসঙ্গীত গাইলেন। গানের মধ্য দিয়ে তিনি আগামী দিনের পৃথিবীর বর্ণনা করলেন—দেশে দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে, অকারণ লোকহত্যা ঘটবে, আর যোদ্ধারা হবে লাঞ্ছিত, বন্দী।

ধীরে ধীরে চিতার ধোঁয়া আকাশে মিলিয়ে গেল।

The Online Library of Bangla Books